বাছাইকৃত সেরা মানের প্রশ্ন ও উত্তর

অধ্যায়-১: অর্থায়নের সূচনা

পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, এ অধ্যায়ে বোর্ড পরীক্ষা, শীর্ষস্থানীয় কলেজসমূহের নির্বাচনি পরীক্ষা এবং বাছাইকৃত এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্টের প্রশ্নগুলোর পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে তুমি এ অধ্যায় থেকে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সহজেই লিখতে পারবে।

প্রশ্ন ▶১ মি. রাকিব একজন সফল ব্যবসায়ী। তিনি বিভিন্ন খাতে যেমন: টেক্সটাইল, ভোগ্যপণ্য, ফার্মাসিউটিক্যাল, স্টীল ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করেন। গত বছর তিনি একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চিন্তা করেছিলেন। ব্যবসা শুরু করার জন্য তার ৪০ কোটি টাকা প্রয়োজন ছিল। তার নিয়োগকৃত আর্থিক ব্যবস্থাপক তাঁকে দ্রুত বিনিয়োগ ফেরত পাওয়া এবং মুনাফা সর্বোচ্চকরণের ব্যাপারে নজর দেয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু মি. রাকিব আর্থিক ব্যবস্থাপকের পরামর্শ গ্রহণ করেননি। তার মূল লক্ষ্য ছিল সম্পদ সর্বোচ্চকরণ, মুনাফা সর্বোচ্চকরণ নয়। তিনি এ লক্ষ অর্জনে প্রয়োজনে কিছু মুনাফা ত্যাগ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। *[ঢা. বো. ১৭]*

ক. ব্যবসায় অর্থায়ন কী? ১

খ. অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. কোন নীতি অনুযায়ী মি. রাকিব নতুন ব্যবসায় শুরু করতে চেয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. রাকিব কর্তৃক গৃহীত সম্পদ সর্বোচ্চকরণ সিদ্ধান্তটির সাথে তুমি কি একমত? উক্তির সাথে যুক্তি দেখাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে প্রয়োজনীয় অর্থ কোন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে এবং কোন খাতে বিনিয়োগ করা হবে তার সিদ্ধান্তকে ব্যবসায় অর্থায়ন বলে।

খ সমাজের বিভিন্ন পক্ষের (যেমন- শেয়ারহোল্ডার, ভোক্তা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সরকার) প্রতি দায়িত্ব পালন করাকে অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলা হয়।

সমাজের দিকে দৃষ্টি রেখে প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সেবার উৎপাদন এবং তা সঠিক মূল্যে বিতরণ করা উচিত। বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের সময় সম্পদ সর্বাধিকরণের পাশাপাশি সামাজিক কল্যাণের বিষয়টি বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পায়।

গ পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুযায়ী মি. রাকিব নতুন ব্যবসায় শুরু করতে চেয়েছিলেন।

পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতি ব্যবহার করে ব্যবসায়ীরা একই সাথে একাধিক পণ্যের ব্যবসা করে থাকেন। এতে তাদের ব্যবসায়ের ঝুঁকি হ্রাস পায়।

উদ্দীপকে মি. রাকিব একজন সফল ব্যবসায়ী। তিনি বিভিন্ন খাতে যেমন: টেক্সটাইল, ভোগ্যপণ্য, ফার্মাসিউটিক্যাল, স্টিল ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করেন। গত বছর তিনি একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চিন্তা করেছিলেন। সিমেন্ট ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করলে মি. রাকিবের পোর্টফোলিও সংখ্যা বৃদ্ধি পেত। অধিকসংখ্যক পোর্টফোলিও ঝুঁকির মাত্রা সর্বনিম্নকরণে সহায়ক। কারণ এর মাধ্যমে যেকোনো একটি বিনিয়োগে ক্ষতির সম্মুখীন হলেও তা অন্য বিনিয়োগের মুনাফার সাথে সমন্বয় করে নেয়া সম্ভব। এজন্যই উদ্দীপকে মি. রাকিব নতুন ব্যবসায় হিসেবে সিমেন্ট ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যা পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতির যথাযথ প্রয়োগ।

ঘ মি. রাকিব কর্তৃক গৃহীত সম্পদ সর্বোচ্চকরণ সিদ্ধান্তের সাথে আমি একমত।

সম্পদ সর্বোচ্চকরণ সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদি মুনাফাকে গুরুত্ব না দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা লাভকে গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে সম্পদ সর্বোচ্চকরণ নিশ্চিত হয়।

উদ্দীপকে সফল ব্যবসায়ী মি. রাকিব টেক্সটাইল, ভোগ্যপণ্য, ফার্মাসিউটিক্যাল ও স্টীল ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। তিনি একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করছিলেন। ব্যবসায় শুরু করতে তার ৪০ কোটি টাকা প্রয়োজন। তার নিয়োগকৃত আর্থিক ব্যবস্থাপক তাকে দ্রুত বিনিয়োগ ফেরত পাওয়া ও মুনাফা সর্বোচ্চকরণের পরামর্শ দিলেন। তিনি উক্ত পরামর্শ বর্জন করে সম্পদ সর্বোচ্চকরণের সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন।

মুনাফা সর্বোচ্চকরণের মাধ্যমে ব্যবসায়ের স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্য অর্জিত হলেও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জন বাধাগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে সম্পদ সর্বোচ্চরণের ফলে ব্যবসায়ের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়। একই সাথে ব্যবসায়িক ও আর্থিক ঝুঁকি হ্রাস পায়। কারণ এটি অর্থের সময়মূল্য, বিনিয়োগ ঝুঁকি ও নগদ প্রবাহকে বিবেচনা করে, যা মুনাফা সর্বোচ্চকরণে গণ্য করা হয় না। এজন্যই উদ্দীপকে মি. রাকিব সম্পদ সর্বোচ্চকরণের সিদ্ধান্তটি বেছে নিয়েছেন।

প্রশ্ন ▶২ জনাব আলী তার সঞ্চিত ১০ লক্ষ টাকা ব্যাংকে জমা না রেখে ঝুঁকিমুক্ত কোনো বিনিয়োগ প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে চান এবং নির্দিষ্ট হারে নিশ্চিত মুনাফা আশা করেন। কিন্তু জনাব হক অধিক মুনাফার আশায় অধিক ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত। *[রা. বো. ১৭]*

ক. তারল্য কী? ১

খ. হস্তান্তরযোগ্য ঝুঁকি বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনাব আলী যদি আর্থিক বাজারের সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করতে চান, তবে তিনি কোন ধরনের সিকিউরিটিজ ক্রয় করবেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জনাব হক-এর গৃহীত বিনিয়োগ সিদ্ধান্তটি অর্থায়নের কোন নীতির অন্তর্ভুক্ত? জনাব আলী ও জনাব হক-এর বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের তুলনামূলক চিত্র বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্য বা সম্পদ বিক্রয়ের মাধ্যমে দ্রুত নগদ অর্থে রূপান্তরযোগ্যতাকে তারল্য বলে ।

খ মোট ঝুঁকি থেকে অপরিহারযোগ্য ঝুঁকি বাদ দেয়ার পর যে ধরনের ঝুঁকি অবশিষ্ট থাকে তাকে হস্তান্তরযোগ্য ঝুঁকি বলে।

হস্তান্তরযোগ্য ঝুঁকি পরিহারযোগ্য। সাধারণত পোর্টফোলিও গঠনের মাধ্যমে কোম্পানি ঝুঁকি পরিহার করা যায়। বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির সাথে এ ধরনের ঝুঁকি সম্পর্কিত।

সহায়ক তথ্য

কোম্পানি ঝুঁকি : কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিকে কোম্পানি ঝুঁকি বলে। ব্যবসায়িক ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি প্রভৃতি উৎস থেকে কোম্পানি ঝুঁকি সংঘটিত হতে পারে।

গ উদ্দীপকের জনাব আলী যদি আর্থিক বাজারের সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করতে চান, তবে তিনি ট্রেজারি বিল ক্রয় করবেন।

মুদ্রা বাজারের অন্যতম জনপ্রিয় হাতিয়ার হচ্ছে ট্রেজারি বিল। এটি সরকারের ট্রেজারি বিভাগ হতে ইস্যু করা হয়। আর্থিক বাজারে ঝুঁকিমুক্ত সিকিউরিটিজ বলতে ট্রেজারি বিলকেই বোঝানো হয়।

উদ্দীপকে জনাব আলীর নিকট ১০ লক্ষ টাকা সঞ্চিত আছে। তিনি তার এই সঞ্চিত টাকা ব্যাংকে জমা রাখতে আগ্রহী নন। বরং তিনি কোনো ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগ প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। ট্রেজারি বিলের দেউলিয়াত্ব ঝুঁকি না থাকায় এটিকে ঝুঁকিমুক্ত সিকিউরিটিজ বলা হয়। যেহেতু জনাব আলী ঝুঁকিমুক্ত কোনো বিনিয়োগ প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে চান সেহেতু তার জন্য ট্রেজারি বিলে বিনিয়োগ করাই উত্তম।

সহায়ক তথ্য

দেউলিয়াত্ব ঝুঁকি: আর্থিকভাবে সর্বস্বান্ত হওয়ার বা দায় পরিশোধে অপরাগতার ঝুঁকিই হলো দেউলিয়াত্ব ঝুঁকি।

ঘ উদ্দীপকে জনাব হক-এর গৃহীত বিনিয়োগ সিদ্ধান্তটি অর্থায়নের ঝুঁকি-মুনাফা নীতির অন্তর্ভুক্ত।

বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত নগদ সুবিধা হচ্ছে মুনাফা। আর বিনিয়োগ হতে প্রত্যাশিত মুনাফা অপেক্ষা প্রকৃত মুনাফা কম হওয়ার সম্ভাবনাই হচ্ছে ঝুঁকি। ঝুঁকি-মুনাফা নীতি অনুসারে বিনিয়োগ যত ঝুঁকিপূর্ণ হবে প্রত্যাশিত মুনাফার হার তত বেশি হবে।

উদ্দীপকের জনাব হক একজন অধিক মুনাফা প্রত্যাশী বিনিয়োগকারী। অধিক ঝুঁকি গ্রহণের মাধ্যমে হলেও তিনি অধিক মুনাফা অর্জন করতে চান। তার এই সিদ্ধান্তটি ঝুঁকি-মুনাফা নীতি অনুসরণ করছে। সাধারণত ঝুঁকি ও মুনাফার মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই জনাব হক যত বেশি ঝুঁকিযুক্ত প্রকল্পে বিনিয়োগ করবেন, তিনি তত বেশি মুনাফা প্রত্যাশা করবেন।

উদ্দীপকের জনাব আলী ঝুঁকিমুক্ত প্রকল্পে বিনিয়োগে উৎসাহী। অন্যদিকে, জনাব হক অধিক মুনাফার আশায় ঝুঁকিযুক্ত প্রকল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী। জনাব আলী অধিক মুনাফা প্রত্যাশী নন বরং নির্দিষ্ট হারে নিশ্চিত মুনাফা আশা করছেন। যেহেতু জনাব আলী ঝুঁকিমুক্ত প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে চান সেহেতু তার মুনাফাও কম হবে। অন্যদিকে, জনাব হক যেহেতু অধিক ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পে বিনিয়োগ করবেন তাই তার মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা বেশি হবে। সুতরাং বলা যায়, তুলনামূলক ঝুঁকি বিবেচনায় জনাব আলী অপেক্ষা জনাব হক অধিক মুনাফা প্রত্যাশী বিনিয়োগকারী, তাই তিনি বেশি ঝুঁকি গ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন ▶৩ জেনিম কোং লি. আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি কর্মীদের ভবিষ্যৎ তহবিল, চিকিৎসা সুবিধা, সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থাসহ নানা ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি তার স্থায়ী সম্পদের অবচয় হিসাব যথোপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করে। পক্ষান্তরে হানিম কোং লি. একটি বিখ্যাত ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির কর্মীদের সুযোগ-সুবিধার দিকে তেমন মনোযোগ নেই। তবে প্রতি বছর শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ সঠিকভাবে প্রদান করে থাকে। উভয় কোম্পানি নতুন প্রকল্প চিহ্নিত করে ব্যবসা সম্প্রসারণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং মূলধনের চাহিদার সৃষ্টি হচ্ছে। *[রা. বো. ১৭]*

ক. অবচয় কী? ১

খ. ট্রেজারি বন্ডে কেন কোনো ঝুঁকি নেই? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের হানিম কোং লি. তার নতুন প্রকল্পের জন্য মূলধন কীভাবে সংগ্রহ করবে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দু'টি কোম্পানির মধ্যে কার মূলধন সংগ্রহ করা সুবিধাজনক এবং সেই সাথে ব্যয় কম হবে বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে তা ব্যাখ্যা করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্পত্তির ব্যবহারজনিত ক্ষতিকে অবচয় বলা হয়।

খ ট্রেজারি বন্ডে দেউলিয়াত্বের ঝুঁকি না থাকায় একে ঝুঁকিমুক্ত সিকিউরিটিজ বলা হয়।

ট্রেজারি বন্ড সরকার কর্তৃক ইস্যু করা হয়। এক্ষেত্রে একটি দেশের সরকারের কখনোই দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই বিনিয়োগকারীদের অর্থ প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা সংক্রান্ত কোনো ঝুঁকি থাকে না। তাই বলা হয়, ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগে কোনো ঝুঁকি নেই।

গ উদ্দীপকের হানিম কোং লি. তার নতুন প্রকল্পের জন্য সাধারণ শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করবে।

সাধারণ শেয়ারের মালিকগণ অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিভিন্ন দিক বিচারে অধিক মর্যাদা ও সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু লভ্যাংশ বণ্টন ও কোম্পানির বিলোপের সময় শেয়ার মালিকগণ মূলধন প্রত্যাবর্তনে অগ্রাধিকার পায় না।

উদ্দীপকের হানিম কোং লি. একটি বিখ্যাত ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছর শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ সঠিকভাবে প্রদান করে থাকে। ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য প্রতিষ্ঠানটির মূলধন প্রয়োজন। নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদানের কারণে বাজারে প্রতিষ্ঠানটির সুনাম রয়েছে এবং পাশাপাশি ব্যবসায় পরচালনায়ও খ্যাতি অর্জন করেছে। তাই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি জনগণের ইতিবাচক মনোভাব প্রতিষ্ঠানটিকে সাধারণ শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহকে সহজ করবে। তাই প্রতিষ্ঠানটির সাধারণ শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করতে পারবে।

ঘ দু'টি কোম্পানির মধ্যে জেনিম কোং লি. সামাজিক দায়বদ্ধতা পূরণে সচেষ্ট। তাই এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মূলধন সংগ্রহ করা সুবিধাজনক হবে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা হলো ব্যবসায়ের স্বার্থসংশি-ষ্ট সকল পক্ষের স্বার্থরক্ষা করে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ সর্বাধিকরণের চেষ্টা। এখানে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থসংশি-ষ্ট পক্ষসমূহ হলো– শেয়ার মালিক, ব্যবস্থাপক, ভোক্তা, কাঁচামাল সরবরাহকারী, কর্মকর্তা কর্মচারী, সরকার ও ঋণ দাতা।

জেনিম কোং লি. আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি কর্মীদের ভবিষ্যৎ তহবিল, চিকিৎসা সুবিধা, সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে সামাজিক দায়বদ্ধতা পূরণের চেষ্টা করছে। অন্যদিকে হানিম কোং লি. ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি তার কর্মীদের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতা পূরণের ব্যাপারে উদাসীন।

উদ্দীপকের জেনিম কোং লি. প্রতিষ্ঠানের সকল স্বার্থসংশি-ষ্ট পক্ষের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট, যা বাজারে প্রতিষ্ঠানটির সুনাম বৃদ্ধি করেছে। অন্যদিকে, হানিম কোং লি.-এর সামাজিক দায়বদ্ধতা পূরণে উদাসীনতা বাজারে প্রতিষ্ঠানটির সুনাম ক্ষুণ্ন করছে। মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে সুনাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জেনিম কোং লি. এর সুনাম বেশি হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি মানুষের আস্থা খুব সহজেই অর্জন করতে পারবে। ফলে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধন সংগ্রহ করা সহজতর হবে। তাছাড়াও জেনিম কোং লি. স্থায়ী সম্পদের অবচয় যথোপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করে। এই অবচয় সংরক্ষিত তহবিলকে বৃদ্ধি করে যা প্রয়োজনে স্বল্প ব্যয়ে মূলধন হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। অর্থাৎ সকল দিক বিবেচনায় দু'টি কোম্পানির মধ্যে জেনিম কোং লি.-এর মূলধন সংগ্রহ করা সুবিধাজনক হবে এবং সেই সাথে ব্যয় কম হবে।

প্রশ্ন ▶৪ AT লিমিটেড একটি চামড়া প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান। এ কাজে ব্যবহৃত ক্যামিক্যাল এবং বর্জসমূহ বুড়িগঙ্গা নদীতে গিয়ে মিশে। প্রতিষ্ঠানটি নদীর পানি, মাটি ও পরিবেশের কথা বিবেচনা করে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এজন্য তাদের ২৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানটি মূলধন সংগ্রহের জন্য এমন উৎসের কথা

বিবেচনা করছে যেখান থেকে কর সুবিধা পাওয়া যাবে এবং মূলধন সরবরাহকারীগণ কোম্পানির প্রকৃত মালিক হতে পারবে না। *[দি. বো. ১৭]*

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. "মুনাফা ও তারল্যের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান" তুমি কি একমত? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত AT লিমিটেড কোন ধরনের মূলধন সংগ্রহের কথা ভাবছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত প্রকল্পের বিনিয়োগটি অর্থায়নের কোন ধারণার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং কেন? মূল্যায়ন করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থায়ন হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ, বিনিয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ড় কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়।

খ মুনাফা ও তারল্যের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক নয় বরং বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান ।

একটি প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন খরচ নির্বাহের জন্য তারল্য সংরক্ষণ করতে হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যায়। অর্থাৎ তারল্য বাড়লে মুনাফা কমবে। বিপরীতভাবে তারল্য কম রাখলে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়বে। ফলে মুনাফাও বাড়বে। অর্থাৎ তারল্য কমলে মুনাফাও কমবে। সুতরাং 'মুনাফা ও তারল্যের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান'– এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত নই।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত AT লিমিটেড ঋণ মূলধন সংগ্রহের কথা ভাবছে।

ঋণ মূলধন বলতে অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বিনিয়োগকারী হতে ঋণ গ্রহণ করে মূলধন সংগ্রহ করাকে বোঝায়। ঋণ মূলধনের বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করতে হয়।

উদ্দীপকে AT লিমিটেড একটি চামড়া প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশের কথা বিবেচনা করে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প-্যান্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ড় নেয়। এজন্য প্রয়োজনীয় ২৫ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের জন্য প্রতিষ্ঠানটি একটি উৎসের কথা ভাবছে। এরূপ উৎস হতে মূলধন সংগ্রহ করলে কর সুবিধা পাওয়া যাবে কিন্তু মূলধন সরবরাহকারীরা কোম্পানির প্রকৃত মালিক হতে পারবে না। ঋণ মূলধন সরবরাহকারীরা কখনোই প্রতিষ্ঠানের মালিক হতে পারবে না। এখানেও ঋণ মূলধন উৎসের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি কর সুবিধা পাবে। সুতরাং প্রতিষ্ঠানটি ঋণ মূলধন উৎসটি হতেই মূলধন সংগ্রহ করবে।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত প্রকল্পের বিনিয়োগটি অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতা ধারণার সাথে সম্পর্কিত।

সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে সমাজের প্রতি প্রতিষ্ঠানের যে দায়িত্ব তাকে বোঝায়। সমাজের সকল পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালনই অর্থায়নের সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে AT লিমিটেড একটি চামড়া প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান। পরিবেশ দূষণ রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠানটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প-্যান্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ড় নেয়। এজন্য প্রতিষ্ঠানটি ২৫ লক্ষ টাকা ঋণ মূলধন উৎস হতে সংগ্রহ করে।

পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে AT লিমিটেড এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি মুনাফা অর্জনের জন্য নয়, সামাজিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে অর্থায়ন করবে। তাই বলা যায়, উলি-খিত প্রকল্পের বিনিয়োগটি অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতা ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৫ একতা লি. বিগত কয়েক বছর যাবৎ তাদের ব্যবসায় সুনামের সাথে পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের স্বার্থ সংশি-ষ্ট সকল পক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। গত বছর প্রতিষ্ঠানটি শ্রেষ্ঠ করদাতা নির্বাচিত হয়। এছাড়াও একতা লি. তাদের শ্রমিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে। শ্রমিক সন্তুষ্টির মাধ্যমে একতা লি. এর উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধি পায়। যার মাধ্যমে কোম্পানিটি শেয়ার প্রতি লভ্যাংশের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এর ফলে কোম্পানির শেয়ারের মূল্য পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।*[কু. বো. ১৭]*

ক. অর্থায়ন কাকে বলে? ১

খ. তারল্য ও মুনাফা নীতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. একতা লি. অর্থায়নের কোন লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে? –ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'একতা লি. হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করেছে।' –তুমি কি একমত? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অর্থের পরিকল্পনা, অর্থসংস্থান, ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সকল কার্যাবলিকে অর্থায়ন বলে।

খ ব্যবসায়ে তারল্য সংরক্ষণ ও মুনাফা অর্জন সংক্রান্ড় নীতিকে তারল্য ও মুনাফার নীতি বলে। তারল্য ও মুনাফার মধ্যে ঋণ্ণাক বা বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ তারল্য হ্রাস পেলে মুনাফা বৃদ্ধি পায় এবং তারল্য বৃদ্ধি পেলে মুনাফা হ্রাস পায়।

সাধারণত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নগদ অর্থ বা তারল্য যত বেশি থাকবে বিনিয়োগের পরিমাণ তত কম হবে। বিনিয়োগ কম হলে বিনিয়োগ হতে অর্জিত মুনাফাও হ্রাস কম হবে। অন্যদিকে, তারল্য কম হলে বিনিয়োগ বাড়বে এবং মুনাফাও বৃদ্ধি পাবে।

গ একতা লি. অর্থায়নের সম্পদ সর্বাধিকরণের লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে।

সম্পদ সর্বাধিকরণ বলতে শেয়ার মূল্যের বৃদ্ধিকরণ বা সর্বাধিকরণকে বোঝায়। শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ সর্বাধিকরণ করা ফার্ম বা কোম্পানির একটি উলে-খযোগ্য লক্ষ্য।

উদ্দীপকের একতা লি. বিগত কয়েক বছর যাবৎ সুনামের সাথে তাদের ব্যবসায় পরিচালনা করছে। শ্রমিক সন্তুষ্টির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধিতে সফল হয়েছে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের শেয়ার প্রতি লভ্যাংশের পরিমাণ এবং শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণত শেয়ারের মূল্য দ্বারা ফার্মের মালিকদের সম্পদ পরিমাপ করা হয়। যেহেতু একতা লি. এর শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে সেহেতু ফার্মের মালিকদের সম্পদও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বলা যায়, শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে একতা লি. সম্পদ সর্বাধিকরণের লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

ঘ একতা লি. হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করেছে – বক্তব্যটি যথার্থ।

অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতা হলো প্রতিষ্ঠানের স্বার্থসংশি-ষ্ট পক্ষের স্বার্থরক্ষা করে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ সর্বাধিকরণ। এই স্বার্থসংশি-ষ্ট পক্ষসমূহ হলো– শেয়ারমালিক, ব্যবস্থাপক, ভোক্তা, কাঁচামাল সরবরাহকারী, কর্মকর্তা-কর্মচারি, সরকার, পাওনাদার ইত্যাদি।

উদ্দীপকের একতা লি. একটি সফল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি সুনামের সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের স্বার্থসংশি-ষ্ট সকল পক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি শ্রমিকদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয়ার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে।

একতা লি.-এর গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থসংশি-ষ্ট পক্ষ হচ্ছে শ্রমিক-কর্মচারী। এই পক্ষের স্বার্থরক্ষা করা প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ। প্রতিষ্ঠানটি বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে শ্রমিক পক্ষের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট। ফলে কোম্পানির পক্ষে শ্রমিকদের সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ একতা লি. শ্রমিক পক্ষের স্বার্থরক্ষায় সক্ষম হয়েছে, যা সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি অংশ। তাই বলা যায়, একতা লি. হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করেছে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶৬ জনাব কুয়াশা ও জনাব শিশির দু'জন পাইকারী ব্যবসায়ী। জনাব কুয়াশা শুধু কাপড়ের ব্যবসায় করেন। অন্যদিকে জনাব শিশির কাপড়ের পাশাপাশি জুতার ব্যবসায় করেন। কেননা শিশির মনে করেন কাপড়ের ব্যবসায় যদি কোনো ক্ষতি হয়, জুতার ব্যবসা থেকে মুনাফা অর্জন করা যাবে। জনাব কুয়াশা অধিক মুনাফার আশায় সর্বদা নগদ অর্থ হাতে কম রেখে অধিক বিনিয়োগ করেন। *[চ. বো. ১৭]*

ক. ব্যবসায় অর্থায়ন কী? ১

খ. তারল্য বলতে কি বোঝায়? ২

গ. জনাব শিশির অর্থায়নের কোন নীতি অনুসরণ করেছেন? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব কুয়াশার অধিক অর্থ বিনিয়োগ তার ব্যবসায় কী প্রভাব ফেলতে পারে? বিশে-ষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় অর্থায়ন বলতে একটি ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে কী পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন, কোন কোন উৎস হতে তা সংগ্রহ করা হবে এবং কোন কোন খাতে তা বিনিয়োগ করা হবে তাকে বুঝায়।

খ তারল্য বলতে যে কোন দ্রব্য, সম্পদ বা সিকিউরিটি যুক্তিসঙ্গত মূল্যে বিক্রি করে নগদ অর্থ পাওয়াকে বোঝায়।

যথাযথ তারল্য বজায় রাখা একটি প্রতিষ্ঠানের সফলতার অন্যতম শর্ত। তারল্য বেশি হলে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা হ্রাস পায়। আবার তারল্য কম থাকলে মুনাফা বৃদ্ধি পেলেও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

গ জনাব শিশির অর্থায়নের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতি অনুসরণ করেছেন।

পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতি বলতে বোঝায় ব্যবসায়ী বা বিনিয়োগকারী তার সকল অর্থ একটি সম্পদে বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করবে। এতে ঝুঁকি হ্রাস পাবে। একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করার ফলে ঝুঁকিও বণ্টিত হয়। ফলে শুধু একটি সম্পদের ঝুঁকি অন্য সম্পদ বা বিনিয়োগের আয়কে প্রভাবিত করবে না।

জনাব শিশির একইসাথে কাপড় ও জুতার ব্যবসায়ী। তিনি মনে করেন যে, যদি কাপড়ের ব্যবসায়ে ক্ষতি হয় তবে জুতার ব্যবসা হতে প্রাপ্ত মুনাফা এই ক্ষতিকে সমন্বিত করবে। একইভাবে জুতার ব্যবসায় ক্ষতি হলে তা কাপড়ের ব্যবসায়ের মুনাফা হতে পুষিয়ে নেয়া যাবে। অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যের বিচারে বলা যায় , শিশির পোর্টফোলিও বৈচিত্রায়ণের নীতি অনুসরণ করেছেন।

ঘ জনাব কুয়াশার অধিক অর্থ বিনিয়োগ ব্যবসায়ে তারল্য সংকট সৃষ্টি করতে পারে।

তারল্য ও মুনাফা নীতি অনুসারে ব্যবসায়ের প্রতিটি আর্থিক সিদ্ধান্ড় এমনভাবে গ্রহণ করা উচিত যাতে তারল্য ও মুনাফা উভয়ই বজায় থাকে। এই দুটি বিষয়ের যে কোনো একটিতে বেশি গুরুত্বারোপ করলে অপরটি প্রভাবিত হবে।

উদ্দীপকের জনাব কুয়াশা একজন পাইকারী ব্যবসায়ী। তিনি অধিক মুনাফার আশায় কম অর্থ হাতে রাখেন এবং অধিক অর্থ বিনিয়োগ করেন। অর্থাৎ তিনি মুনাফার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

জনাব কুয়াশার বিবেচনায় অধিক মুনাফা অর্জন জরুরি। তাই তিনি প্রতিষ্ঠানের অধিক পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেন। এতে যদিও তিনি অধিক হারে মুনাফা অর্জন করতে পারবেন কিন্তু তার প্রতিষ্ঠানের তারল্য অর্থাৎ নগদ অর্থ কমে যাবে। এর ফলে নগদ অর্থের অভাবে তার প্রতিষ্ঠানে তারল্য সংকট সৃষ্টি হবে। এই তারল্য সংকট প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে ব্যাহত করবে।

প্রশ্ন ▶৭ সাঈদ হাসান তার নিজ এলাকায় একটি দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তোলেন। সমাজের বিভিন্ন ধনী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় সেবা কেন্দ্রটি পরিচালিত হয়ে আসছে। সেবা কেন্দ্রটি যাতে আরও ভালোভাবে পরিচালিত হতে পারে তার জন্য বিভিন্ন বিদেশি সংস্থার কাছে তিনি সহযোগিতা চান। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ আয় মানব সেবায় ব্যয় করা হয়। *[সি. বো. ১৭]*

ক. তহবিলের বণ্টন কী? ১

খ. 'সম্পদ সর্বাধিকরণ কোম্পানির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত' – ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত সেবা প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নের ফলে সমাজে কীরূপ প্রভাব পড়ে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত আয় মানব সেবায় খরচ করা অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে বিশে-ষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তহবিলের বণ্টন বলতে প্রতিষ্ঠানের অর্জিত মুনাফা থেকে শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ, ঋণদাতাদের সুদ ও সরকারকে কর প্রদান কার্যক্রমকে বোঝায়।

খ শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধিকরণই হলো সম্পদ সর্বাধিকরণ। শেয়ারের বর্তমান বাজারমূল্য দ্বারা কোম্পানির মালিকদের সম্পদ পরিমাপ করা হয়। সাধারণত শেয়ারের মূল্য তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল; যথা: (ক) মুনাফা অর্জনের সময়, (খ) নগদ প্রবাহের পরিমাণ এবং (গ) ঝুঁকি। এই তিনটি বিষয় সঠিকভাবে সম্পদ পরিমাপে সাহায্য করে, যা মুনাফা সর্বাধিকরণের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না। তাই প্রতিটি কোম্পানির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত সম্পদ সর্বাধিকরণ।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত সেবা প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন প্রক্রিয়া হলো অব্যবসায়ী অর্থায়ন, যা সমাজের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের (হাসপাতাল, এতিমখানা) তহবিল সংগ্রহ ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার করার প্রক্রিয়াই হলো অব্যবসায়ী অর্থায়ন।

উদ্দীপকে সাঈদ হাসান একটি দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র গড়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানটি বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে। সমাজের বিভিন্ন ধনী ব্যক্তিদের অনুদানে এটি পরিচালিত হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন বিদেশি সংস্থাও এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ সকল অর্থ সংগ্রহ ও সুষ্ঠুভাবে তা চিকিৎসা সেবা প্রদানে ব্যয় হয়, যা একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের উৎস। আর এই অব্যবসায়ী অর্থায়নের ফলে সমাজে মানুষের কল্যাণ সাধিত হচ্ছে। এভাবেই উক্ত সেবা প্রতিষ্ঠানের অব্যবসায়ী অর্থায়ন প্রকিয়া সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত প্রতিষ্ঠানের আয় মানব সেবায় খরচ করা অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতার অন্তর্ভূত।

অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থসংশি-ষ্ট সকল পক্ষের স্বার্থরক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ সর্বাধিকরণকে বোঝায়। এই স্বার্থসংশি-ষ্ট পক্ষসমূহ হলো– শেয়ারমালিক, ব্যবস্থাপক, ভোক্তা, কাঁচামাল সরবরাহকারী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সরকার, ঋণদাতা ইত্যাদি। উদ্দীপকে সাঈদ হাসান তার নিজ এলাকায় একটি দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন সম্পদশালী ব্যক্তি ও বৈদেশিক সংস্থা এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনায় আর্থিক সাহায্য প্রদান করে। এই প্রতিষ্ঠানের আয় জনাব সাঈদ হাসান সম্পূর্ণভাবে মানব সেবায় ব্যয় করেন।

সাঈদ হাসানের প্রতিষ্ঠানটি একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ন্যায় এই ধরনের প্রতিষ্ঠানেরও কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। সমাজ তথা সমাজের মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে সামাজিক দায়বদ্ধতা পূরণে সফল হওয়া যায়। উদ্দীপকে সাঈদ

হাসানের দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত আয় মানব সেবায় অর্থাৎ সামাজিক কল্যাণে ব্যয় করে থাকে। তাই বলা যায়, প্রতিষ্ঠানটি অর্থায়নের দ্বারা সামাজিক দায়বদ্ধতাই পালন করছে।

প্রশ্ন ▶৮ জনাব শাহীন একজন নতুন বিনিয়োগকারী। তিনি ২৫,০০,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে শেয়ার ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ২৫,০০,০০০ টাকা দিয়ে তিনি আশা কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করেন। পোশাক শিল্পে অগ্নিকান্ডের ফলে জনাব শাহীনের লাভের পরিবর্তে মূলধন হ্রাস পেল। আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে একজন বিনিয়োগ পরামর্শদাতার নিকট পরামর্শ চাইলে তিনি পরবর্তীতে তাকে একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করার পরামর্শ দেন। *[য. বো. ১৭]*

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. মুনাফা সর্বোচ্চকরণ বলতে কী বোঝ? ২

গ. শাহীনের বিনিয়োগে অর্থায়নের কোন নীতিটি লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব শাহীনকে একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগের পরামর্শ কতটা যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো? ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিকল্পনা, অর্থসংস্থান, ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ড় কার্যাবলিকে অর্থায়ন বলে।

খ মুনাফা সর্বোচ্চকরণ বলতে কোনো ফার্ম বা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বৃদ্ধি করাকে বোঝায়।

মুনাফাকে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক দক্ষতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাধারণত বিক্রয় বৃদ্ধি করে, খরচ কমিয়ে এবং পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সর্বোচ্চ করা যায়। মুনাফা সর্বোচ্চকরণ ধারণাটিতে অর্থের সময়মূল্যের বিষয়টি বিবেচনা করা হয় না।

গ উদ্দীপকে শাহীনের বিনিয়োগে অর্থায়নের বৈচিত্র্যায়নের নীতিটি লঙ্ঘিত হয়েছে।

বৈচিত্র্যায়নের নীতি বলতে বিনিয়োগকারীর সব অর্থ একটি সম্পদে বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করাকে বোঝায়। এই নীতি অনুসরণ করা হলে ব্যবসায়ের ঝুঁকি হ্রাস পায়।

উদ্দীপকে জনাব শাহীন একজন নতুন বিনিয়োগকারী। তিনি ২৫,০০,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে শেয়ার ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি এই মূলধন দিয়ে আশা কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করেন। অর্থাৎ তিনি তার সকল অর্থ একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ করেন। সুতরাং, তিনি এক্ষেত্রে অর্থায়নের বৈচিত্র্যায়নের নীতিটি অনুসরণ করেননি। কেননা, একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করার সুযোগ থাকলেও তিনি একটিমাত্র কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে অর্থায়নের বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুযায়ী জনাব শাহীনকে একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগের পরামর্শ দেয়া সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

অর্থায়নের বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুযায়ী একজন বিনিয়োগকারীকে একটি প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিবর্তে একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করার উৎসাহ দেয়া হয়। এর ফলে কোনো একটি প্রকল্পে লোকসান হলেও অন্যগুলোর অর্জিত মুনাফা দিয়ে তা পুষিয়ে নেয়া যায়।

উদ্দীপকে জনাব শাহীন শুধু আশা কোম্পানির শেয়ারেই বিনিয়োগ করেন। আশা কোম্পানিতে অগ্নিকান্ডের ফলে জনাব শাহীনকে লোকসানের শিকার হতে হয়। তাই তিনি একজন বিনিয়োগ পরামর্শকের কাছে পরামর্শ চান। ঐ পরামর্শক তাকে একাধিক প্রকল্পের বিনিয়োগ করতে বলেন।

বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুযায়ী একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করলে জনাব শাহীনের বিনিয়োগের ঝুঁকি হ্রাস পাবে। কেননা, একটি প্রকল্পের ক্ষতি হলেও অন্যগুলোতে মুনাফা হতে পারে। এতে সামগ্রিকভাবে জনাব শাহীন ক্ষতিগ্রস্ড় হবেন না। সুতরাং, জনাব শাহীনকে এরূপ পরামর্শ দেয়া যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৯ মি. রাকিব ও মি. সাকিব দুইজনই চাকরিজীবী। রাকিবের কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি মূলত জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত। জনগণের জন্য প্রতিষ্ঠানটি সেতু, রাস্ড়াঘাট, ফ্লাইওভার নির্মাণ করে। এই প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস জনগণের পরিশোধিত ভ্যাট, ট্যাক্স, শুল্ক ইত্যাদি। অন্যদিকে, সাকিবের কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি স্বনামধন্য ঔষধ উৎপাদক। সাকিব উক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপক। সম্প্রতি সাকিব ঔষধ উৎপাদনের পাশাপাশি খাদ্যপণ্য, তেল, সাবান ও শ্যাম্পু উৎপাদনেও গুরুত্বারোপ করেন। *[ব. বো. ১৭]*

ক. অর্থায়ন কাকে বলে? ১

খ. মুনাফা ও তারল্যের মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের মি. রাকিবের প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মি. সাকিবের প্রস্ড়াবটি অর্থায়নের নীতিমালার আলোকে বিশে-ষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থায়ন হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ, বিনিয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ড় কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়।

খ মুনাফা ও তারল্যের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রতিষ্ঠানে অধিক তারল্য সংরক্ষণ করা হলে বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যায়। ফলে মুনাফার পরিমাণও কমে যায়। আবার কম তারল্য সংরক্ষণ করলে প্রতিষ্ঠান দায় পরিশোধে ব্যর্থ হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে বিধায় মুনাফার পরিমাণও বাড়ে। অর্থাৎ তারল্য ও মুনাফার মধ্যে বিপরীতমুখী বা ঋণাত্মক সম্পর্ক রয়েছে।

সহায়ক তথ্য

তারল্য : যেকোনো পণ্য, সম্পদ বা সিকিউরিটি বিক্রয় করে দ্রুত নগদ অর্থে রূপান্ড়রযোগ্যতাকে তারল্য বলে।

গ উদ্দীপকে মি. রাকিবের প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের ধরনটি হলো সরকারি অর্থায়ন।

সরকারি অর্থায়ন বলতে রাষ্ট্র বা সরকারের অর্থ সংক্রান্ড় যাবতীয় কার্যের সমষ্টিকে বুঝায়। অর্থাৎ সরকারের বার্ষিক ব্যয় কোন কোন খাতে কি পরিমাণ হবে এবং সেই অর্থ কোন কোন উৎস হতে সংগ্রহ করা হবে তা নির্ধারণ করাই হলো সরকারি অর্থায়ন। এরূপ অর্থায়নের মূল লক্ষ্য হলো সমাজকল্যাণ বা জনকল্যাণ।

উদ্দীপকে মি. রাকিব একজন চাকরিজীবি। তার প্রতিষ্ঠানটি মূলত জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত। জনগণের জন্য প্রতিষ্ঠানটি প্রায়ই সেতু, রাস্ড়াঘাট ও ফ্লাইওভার নির্মাণ করে। অর্থাৎ রাকিবের প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য হলো সমাজকল্যাণ। আবার এই প্রতিষ্ঠানটির আয়ের উৎস হলো জনগণের পরিশোধিত ভ্যাট, ট্যাক্স , শুল্ক ইত্যাদি। অর্থাৎ দেশের সার্বিক উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটি অর্থায়ন করছে বিধায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নটি নিঃসন্দেহে সরকারি অর্থায়ন।

ঘ উদ্দীপকে মি. সাকিবের প্রস্ড়াবটি অর্থায়নের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতি বলতে বিনিয়োগযোগ্য সকল অর্থ একটি সম্পদে বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করাকে বোঝায়।

উদ্দীপকে মি. সাকিব একজন চাকরিজীবী। তার প্রতিষ্ঠানটি হলো একটি স্বনামধন্য ঔষধ কোম্পানি। সম্প্রতি সাকিব ঔষধ উৎপাদনের পাশাপাশি খাদ্যপণ্য, তেল, সাবান ও শ্যাম্পু উৎপাদনে গুরুত্বারোপ করেন।

অর্থাৎ সাকিব একটি পণ্য উৎপাদনের পরিবর্তে একাধিক পণ্য উৎপাদনের প্রস্তাব দেয়। এতে একটি পণ্যের ওপর ক্ষতি হলেও অন্যান্য পণ্যের মুনাফা দ্বারা এ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া সম্ভব। ফলশ্রুতিতে ব্যবসায়ের ঝুঁকি হ্রাস পাবে। এভাবে একটি সম্পদের পরিবর্তে একাধিক সম্পদে বিনিয়োগের প্রস্তাব করায় সাকিবের প্রস্তাবটি অর্থায়নের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুযায়ী যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶১০ আশা লি. খেলনা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক জনাব হাসান ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য নতুন তিনটি বিনিয়োগ ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন; সেগুলো হলো বারবিডল, টমক্যাট ও মিকিমাউস। প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য জনাব হাসান ১৩% চক্রবৃদ্ধি সুদে ১০ বছরের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা 'ক' ব্যাংক হতে ঋণ করেন। তিনি ঋণকৃত সম্পূর্ণ টাকা টমক্যাট প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য পরিচালনা পর্ষদে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। পরিচালনা পর্ষদ জনাব হাসানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনটি প্রকল্পেই বিনিয়োগের সুপারিশ করে। *[ঢা. বো. ১৬]*

ক. তারল্য কী? ১

খ. ঝুঁকি ও মুনাফার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব হাসান অর্থায়নের কোন উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিচালনা পর্ষদ জনাব হাসানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অর্থায়নের যে নীতি গ্রহণের সুপারিশ করেছে তা বিশে-ষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিষ্ঠানে যেসব স্বল্পমেয়াদি দায়ের সৃষ্টি হয় তা পরিশোধ করার ক্ষমতাকে তারল্য বলে।

খ কোনো প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে বাড়তি উপার্জন করাই মুনাফা। আর মুনাফা পাওয়ার অনিশ্চয়তা হলো ঝুঁকি। ঝুঁকি ও মুনাফা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অধিক মুনাফা অর্জন করতে হলে অধিক ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়। আবার ঝুঁকি কম গ্রহণে মুনাফা হ্রাস পায়। এজন্য প্রতিষ্ঠানকে ঝুঁকি ও মুনাফা সহনীয় মাত্রায় রাখতে হয়। সুতরাং বলা যায়, ঝুঁকি ও মুনাফার মাঝে ধনাত্মক বা সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব হাসান অর্থায়নের দীর্ঘমেয়াদি উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করেছেন।

পাঁচ বছরের অধিক সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠান যে অর্থায়ন করে তাকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন বলে। দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ ক্রয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের সহায়তা গ্রহণ করা হয়।

উদ্দীপকে আশা লি. তার বিনিয়োগ সম্প্রসারণের জন্য চক্রবৃদ্ধি সুদে ১০ বছরের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করে। যেহেতু উক্ত অর্থায়নের সময় ৫ বছরের অধিক এবং এ অর্থ ব্যবসা সম্প্রসারণে (দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ) ব্যবহৃত হবে, সেহেতু এটি দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত পরিচালনা পর্ষদ জনাব হাসানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অর্থায়নের বৈচিত্র্যায়ন বা বহুমুখীকরণ নীতি গ্রহণের সুপারিশ করেছে।

সমুদয় অর্থ একটি ব্যবসায় বা প্রকল্পে বিনিয়োগ না করে একাধিক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করাকে বৈচিত্র্যায়নের নীতি বলে।

ভবিষ্যতে সৃষ্ট ঝুঁকি হ্রাস করতে উদ্দীপকে বর্ণিত পরিচালনা পর্ষদ অর্থায়নের বৈচিত্র্যায়ন নীতির আলোকে পরামর্শ দিয়েছে। এক্ষেত্রে জনাব হাসান তার সমুদয় অর্থ একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ না করে একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারেন। এতে তার একটি প্রকল্পের সফলতার সাথে অন্য প্রকল্পের ব্যর্থতা সমন্বিত হবে।

উদ্দীপকে আশা লি. একটি খেলনা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। এটি তিনটি বিনিয়োগ প্রকল্পের কথা ভাবছে– বারবিডল, টমক্যাট ও মিকিমাউস। এজন্য প্রতিষ্ঠানটি ৩০ লক্ষ টাকার ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক জনাব হাসান ঋণকৃত সম্পূর্ণ অর্থ টমক্যাট প্রকল্পে বিনিয়োগ করার প্রস্তাব করে, যা অর্থায়নের বৈচিত্র্যায়নের নীতিকে লঙ্ঘন করে। তাই পরিচালনা পর্ষদ জনাব হাসানের প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে তিনটি প্রকল্পে বিনিয়োগের সুপারিশ করে।

প্রশ্ন ▶১১ 'A' কোম্পানি শুধু মিনিপ্যাক শ্যাম্পু বিপণন করে থাকে এবং সুনাম বৃদ্ধি ও ব্যবসায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তারা তাদের মোট লাভের ২৫% লভ্যাংশ হিসেবে শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করে থাকে। অপরদিকে 'B' কোম্পানি মিনিপ্যাক শ্যাম্পুর পাশাপাশি ফ্যামিলি সাইজ শ্যাম্পু, বোতলজাত শ্যাম্পু, হারবাল শ্যাম্পু বিপণন করে এবং তাদের মোট লাভের ৮% লভ্যাংশ হিসেবে শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করে থাকে। *[রা. বো. ১৬]*

ক. তারল্য ও মুনাফা নীতি কী? ১

খ. অর্থায়ন বলতে তহবিল সংগ্রহ করাকেই বোঝায়? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. কোম্পানি 'B' ঝুঁকি হ্রাসকরণে অর্থায়নের কোন নীতিটি অনুসরণ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কোন কোম্পানিটি অর্থায়নের সম্পদ সর্বাধিকরণের লক্ষ্যটি অর্জনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা বিশে-ষণপূর্বক আলোচনা করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের প্রতিটি আর্থিক সিদ্ধান্ত এমনভাবে গ্রহণ করা উচিত যাতে তারল্য ও মুনাফা উভয়ই বজায় থাকে, এটিই তারল্য ও মুনাফা নীতি।

খ ব্যবসায় অর্থায়ন শুধু তহবিল সংগ্রহের কাজেই সীমাবদ্ধ নয়। অর্থায়ন হচ্ছে অর্থ সংগ্রহ এবং সংগৃহীত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি। অর্থাৎ তহবিল সম্পর্কে পরিকল্পনা, অর্থ সংস্থান, সংরক্ষণ, ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কাজকে অর্থায়ন বলে।

গ উদ্দীপকে কোম্পানি 'B' ঝুঁকি হ্রাসকরণে অর্থায়নের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতিটি অনুসরণ করেছে।

যে নীতি অনুযায়ী বিনিয়োগকারী ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে সব অর্থ একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ না করে একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করে তাকে পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ন নীতি বলে।

উদ্দীপকে 'B' কোম্পানি মিনিপ্যাক শ্যাম্পুর পাশাপাশি ফ্যামিলি সাইজ শ্যাম্পু, বোতলজাত শ্যাম্পু ও হারবাল শ্যাম্পু বিপণন করে। অর্থাৎ 'B' কোম্পানি তাদের সমুদয় অর্থ একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ না করে চারটি প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছে। তাই একটিতে ক্ষতি হলেও অন্যগুলোর মুনাফা দিয়ে তা পুষিয়ে নেয়া সম্ভব। বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় ঝুঁকি হ্রাসকরণে 'B' কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ অর্থায়নের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং কোম্পানি 'B' পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুসরণ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে কোম্পানি 'A' অর্থায়নের সম্পদ সর্বাধিকরণের লক্ষ্যটি অর্জনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সম্পদ সর্বাধিকরণ বলতে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধিকরণ বা সর্বাধিকরণকেই বোঝায়। ফার্মের বা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সম্পদ শেয়ারের বর্তমান বাজারমূল্য দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

উদ্দীপকে 'A' কোম্পানি সুনাম বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের মোট লাভের ২৫% লভ্যাংশ হিসেবে শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করে। অন্যদিকে, 'B' কোম্পানি মোট লাভের ৮% লভ্যাংশ হিসেবে শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করে থাকে।

এখানে 'A' কোম্পানি 'B' কোম্পানির তুলনায় বেশি হারে লভ্যাংশ প্রদান করে। অতিরিক্ত পরিমাণ লভ্যাংশ প্রদানের মাধ্যমে শেয়ারমালিকদের আস্থা অর্জন সহজ হয়ে যায়। আবার এই সুনামের

ওপর ভিত্তি করেই ভবিষ্যতে শেয়ারের বাজারমূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে। আর সম্পদ সর্বাধিকরণ লক্ষ্যটিও শেয়ারের বাজারমূল্য দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। সুতরাং 'A' কোম্পানি অর্থায়নের সম্পদ সর্বাধিকরণের লক্ষ্যে কাজ করছে বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১২ সান লি. এবং মুন লি. উভয়ই উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। সান প্রতিষ্ঠানটি জামানতের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ এবং অর্থের প্রাপ্যতা অনুসারে ব্যয় নির্ধারণ করে থাকে। অন্যদিকে মুন প্রতিষ্ঠানটি জামানত ছাড়াই ঋণ গ্রহণ এবং ব্যয় নির্ধারণ করে অর্থসংস্থান করে থাকে। *[দি. বো. ১৬]*

ক. তারল্য ও মুনাফা নীতি কী? ১

খ. পোর্টফোলিও নীতি কেন গ্রহণ করা হয়? ২

গ. সান লি. কোন ধরনের অর্থসংস্থান করে থাকে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সান লি. ও মুন লি.-এর মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠানটি জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য অধিক ভূমিকা রাখে? ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তারল্য ও মুনাফা নীতি বলতে বোঝায় ব্যবসায়ের প্রতিটি আর্থিক সিদ্ধান্ড় এমনভাবে গ্রহণ করা উচিত যাতে ব্যবসায়ে তারল্য ও মুনাফা উভয়ই বজায় থাকে।

খ বিনিয়োগের ঝুঁকি হ্রাসের উদ্দেশ্যেই পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ন নীতি গ্রহণ করা হয়।

পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ন নীতি অনুযায়ী একজন বিনিয়োগকারী তার সব অর্থ একটি সম্পদ বা খাতে বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদ বা খাতে বিনিয়োগ করে। এতে একটি প্রকল্পে ক্ষতি হলে তা অন্যান্য প্রকল্পের মুনাফার সাথে সমন্বয় করা যায়। এতে বিনিয়োগের ঝুঁকি হ্রাস পায়।

গ উদ্দীপকে সান লি. ব্যবসায় অর্থায়ন করেছে।

ব্যবসায় অর্থায়ন হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, তহবিল সংগ্রহ, বিনিয়োগ ও তহবিল বণ্টন সংক্রান্ড় কাজের সমষ্টি। অর্থায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরন হলো ব্যবসায় অর্থায়ন।

উদ্দীপকে সান লি. একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। ব্যবসায় পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানটি জামানতের ভিত্তিতে ঋণ নেয়। এরূপ ঋণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থসংস্থানের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি অর্থের প্রাপ্যতা অনুসারে ব্যয় নির্ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ পণ্য বিক্রয় করে কী পরিমাণ আয় পাওয়া যাবে তার সাথে ব্যয় সমন্বয় করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির এই কার্যাবলি ব্যবসায় অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য বহন করে। তাই উদ্দীপকে সান লি. এর অর্থসংস্থান প্রক্রিয়াটি ব্যবসায় অর্থায়ন।

ঘ উদ্দীপকে মুন লি. প্রতিষ্ঠানটি সরকারি অর্থায়নের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ সাধনে অধিক ভূমিকা রাখে।

সরকারি অর্থায়নে প্রথমে ব্যয় নির্ধারণ করে পরবর্তীকালে আয়ের উৎস নির্ধারণ করা হয়। এ ধরনের অর্থায়নের মূল লক্ষ্য হলো সমাজকল্যাণ। মূলত জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন: রাস্ড়াঘাট নির্মাণ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কাজের জন্য সরকারি অর্থায়ন করা হয়।

উদ্দীপকে সান লি. প্রতিষ্ঠানটি অর্থের প্রাপ্যতা অনুসারে ব্যয় নির্ধারণ করে। অন্যদিকে মুন লি. ব্যয় নির্ধারণ করে অর্থসংস্থান করে। অর্থাৎ সান লি. ব্যবসায় অর্থায়ন ও মুন লি. সরকারি অর্থায়ন করেছে।

সরকারি অর্থায়ন করায় মুন লি.-এর মূল লক্ষ্য অবশ্যই সমাজকল্যাণ। সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠানটি ব্যয় নির্ধারণ করে। পরবর্তী সময়ে এই ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারের কাছ থেকে জামানত ছাড়াই অর্থসংস্থান করে। তাই বলা যায়, মুন লি. প্রতিষ্ঠানটির কাছে জনগণের কল্যাণ সাধনই মুখ্য।

প্রশ্ন ▶ ১৩ রাহাত কোম্পানি লি. একটি চামড়া প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান। এটি তুরাগ নদের তীরে অবস্থিত। প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় এর বর্জ্য ও দূষিত পানি নদীতে পড়ায় পানি, বায়ু ও মাটি দূষিত হচ্ছে। এর জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ একটি পানি পরিশোধন যন্ত্র ক্রয় করার সিদ্ধান্ড় নিয়েছে। যন্ত্রটি ক্রয় করার জন্য ৫ কোটি টাকা প্রয়োজন। এর আয়ুষ্কাল ১৫ বছর। কোম্পানিটি প্রতি বছর মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করে থাকে। *[কু. বো. ১৬]*

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. সম্পদ সর্বোচ্চকরণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. পানি পরিশোধনকারী যন্ত্র ক্রয় অর্থায়নের কোন কার্যাবলির অন্ড়র্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রাহাত কোম্পানি লি. এর বিনিয়োগ সিদ্ধান্ড়টি অর্থায়নের কোন ধারণার সাথে সম্পৃক্ত? বিশে-ষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিভিন্ন উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ, সংগৃহীত অর্থের সংরক্ষণ, ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলিকে অর্থায়ন বলে।

খ যে প্রক্রিয়া বা কার্যক্রমের দ্বারা শেয়ারহোল্ডারদের ক্রয়কৃত শেয়ারের নিট বর্তমান মূল্য বৃদ্ধি করা হয় তাকে সম্পদ সর্বোচ্চকরণ বলে।

শেয়ারহোল্ডারদের নিট বর্তমান মূল্য বা সম্পদের পরিমাণ শেয়ারের বর্তমান বাজারমূল্য দ্বারা নির্ণয় করা হয়। সুতরাং শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি করা মানেই শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ সম্পদ সর্বোচ্চকরণ বলতে শেয়ারের মূল্য সর্বোচ্চ পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য ফার্মের চেষ্টাকেই বোঝায়।

গ উদ্দীপকে রাহাত কোম্পানি লি.-এর পানি পরিশোধনকারী যন্ত্র ক্রয় মূলধন বাজেটিং সিদ্ধান্ড়ের অন্ড়র্ভুক্ত।

মূলধন বাজেটিং এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোম্পানি দীর্ঘমেয়াদে কোনো বিনিয়োগ করবে কি না তার সিদ্ধান্ড় নেয়। বিনিয়োগ করলে তা লাভজনক হবে কি না, বিনিয়োগের নিট বর্তমান মূল্য কত, এসব অত্যন্ড় সতর্কতার সাথে মূলধন বাজেটিং-এ হিসাব করা হয়।

উদ্দীপকে রাহাত কোম্পানি লি. চামড়া প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এর থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থসমূহ তুরাগ নদের পানিতে পড়ছে। এর দ্বারা পানি, বায়ু ও মাটি দূষিত হচ্ছে। এই দূষণ রোধকল্পে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ একটি পানি পরিশোধন যন্ত্র ক্রয় করার সিদ্ধান্ড় নিয়েছে। যন্ত্রটির জন্য ৫ কোটি টাকা প্রয়োজন এবং এর আয়ুষ্কাল ১৫ বছর। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে এক্ষেত্রে দেখতে হবে এই মেশিন থেকে আগামী ১৫ বছরে যে নগদ প্রবাহ আসবে তার থেকে খরচসমূহ বাদ দিলে কোনো আন্ড়ঃপ্রবাহ অবশিষ্ট থাকে কি না। যদি থাকে তাহলে এতে বিনিয়োগ করা কোম্পানির জন্য লাভজনক হবে। যেহেতু কোম্পানিটির বিনিয়োগ করার মতো অর্থ আছে এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বিনিয়োগ করছে, সেহেতু বলা যায় যন্ত্র ক্রয় করার কাজটি অর্থায়নের মূলধন বাজেটিং-এ পড়ে।

ঘ উদ্দীপকে রাহাত কোম্পানি লি.-এর বিনিয়োগের এ সিদ্ধান্ড়টি অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতার সাথে সম্পৃক্ত।

সমাজের প্রতি ব্যবসায়ের যে দায়িত্ব তাকেই ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে। অর্থাৎ অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে বোঝায় সমাজের বিভিন্ন সংশি-ষ্ট পক্ষ যেমন: ভোক্তা, সাধারণ জনগণ, সরকার, পরিবেশ ইত্যাদির স্বার্থ রক্ষা করে ব্যবসায়ের সম্পদ সর্বোচ্চকরণের চেষ্টা।

উদ্দীপকের রাহাত কোম্পানি লি. চামড়া প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে নির্গত বর্জ্য পরিবেশ দূষিত করে। এই দূষণ রোধকল্পে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ পানি পরিশোধনকারী একটি যন্ত্র কেনার সিদ্ধান্ড় নেয়। যার আয়ুষ্কাল ১৫ বছর এবং খরচ ৫ কোটি

টাকা। পরিবেশ যাতে আর দূষিত না হয় সে ব্যবস্থা নেয়ার জন্যই মূলত কোম্পানিটি এই যন্ত্র কেনার সিদ্ধান্ড় নেয়।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাহাত কোম্পানি লি.-কে সম্পদ সর্বোচ্চকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্বও পালন করতে হয়। যেমন: কোম্পানিটি প্রতিবছর মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করে থাকে। এই সামাজিক দায়িত্বের মতো অন্য একটি সামাজিক দায়িত্ব হলো পরিবেশ দূষণ না করা। আর পরিবেশ দূষণ না করার জন্যই কোম্পানিটি পানি পরিশোধনকারী যন্ত্র কেনার জন্য অর্থায়ন করছে, যা অর্থায়নের সামাজিক দায়িত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

প্রশ্ন ▶১৪ জনাব শামীম একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। সম্প্রতি তিনি একটি নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগের কথা ভাবছেন। এজন্য তিনি তার একজন বন্ধু জনাব আতিকের নিকট হতে পরামর্শ গ্রহণ করেন। তিনি তাকে কাম্য পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগের পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি অধিক লাভের আশায় সমুদয় মূলধন উক্ত প্রকল্পে বিনিয়োগ করেন এবং তার মূলধন ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। এজন্য তিনি বেশ চিন্ড়িত। *[চ. বো. ১৬]*

ক. সরকারি অর্থায়ন কী? ১

খ. সম্পদ সর্বাধিকরণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব শামীমকে তার বন্ধু অর্থায়নের যে নীতি অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছিলেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সম্পূর্ণ মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত নীতির যৌক্তিকতা কতটুকু? বিশে-ষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের বার্ষিক ব্যয় কোন কোন খাতে কী পরিমাণে হবে এবং সেই অর্থ কোন কোন উৎস হতে সংগ্রহ করা হবে, তা নির্ধারণ করাকে সরকারি অর্থায়ন বলে।

খ যে প্রক্রিয়া বা কার্যক্রমের দ্বারা শেয়ারহোল্ডারদের ক্রয়কৃত শেয়ারের নিট বর্তমান মূল্য বৃদ্ধি করা হয় তাকে সম্পদ সর্বোচ্চকরণ বলে।

শেয়ারহোল্ডারদের নিট বর্তমান মূল্য বা সম্পদের পরিমাণ শেয়ারের বর্তমান বাজারমূল্য দ্বারা নির্ণয় করা হয়। সুতরাং শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি করা মানেই শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ সম্পদ সর্বোচ্চকরণ বলতে শেয়ারের মূল্য সর্বোচ্চ পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য ফার্মের চেষ্টাকেই বোঝায়।

গ জনাব শামীম তার বন্ধুকে অর্থায়নের ঝুঁকি ও মুনাফা নীতি অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

আর্থিক সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সংগৃহীত বিনিয়োগের ঝুঁকি ও মুনাফার মধ্যে সমন্বয়সাধন করার নীতিকে ঝুঁকি ও মুনাফা নীতি বলে।

উদ্দীপকে জনাব শামীম একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। সম্প্রতি তিনি একটি নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগের কথা ভাবছেন। এজন্য তার বন্ধু আতিক তাকে কাম্য পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগের পরামর্শ দেন; কিন্তু শামীম অধিক লাভের আশায় সমুদয় মূলধন একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ করে ক্ষতিগ্রস্ড় হন। এ থেকে বোঝা যায়, জনাব শামীম অধিক মুনাফার আশায় সমুদয় অর্থ বিনিয়োগ করে অতিরিক্ত ঝুঁকি নিয়েছেন; কিন্তু ঝুঁকির বিপরীতে অতিরিক্ত মুনাফা পান নি। তাই আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছেন। সুতরাং জনাব শামীমের বন্ধু তাকে ঝুঁকি ও মুনাফা নীতির কথা বলেছেন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সম্পূর্ণ মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও মুনাফার নীতির প্রভাব রয়েছে।

বিনিয়োগ প্রকল্প হতে প্রাপ্ত মুনাফার সমানুপাতিক সহনীয় মাত্রার ঝুঁকি গ্রহণ করার নীতিকে ঝুঁকি ও মুনাফা নীতি বলা হয়।

বিনিয়োগ হতে আয়ের সম্ভাবনা অনিশ্চিত জেনেও উদ্দীপকে উলি-খিত জনাব শামীম অধিক লাভের আশায় সমুদয় মূলধন একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে অধিক মূলধন বিনিয়োগের ফলে অধিক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে ব্যাহত হয়েছে প্রত্যাশিত মুনাফা।

উদ্দীপকে শামীম একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে চেয়েছেন। এজন্য তার বন্ধু আতিক তাকে কাম্য মূল্যধন বিনিয়োগের পরামর্শ দেন। যার ফলে ঝুঁকি ও মুনাফা সহনীয় মাত্রায় রাখা সম্ভব। কিন্তু অধিক মুনাফার আশায় জনাব শামীম তার সমুদয় অর্থ প্রকল্পে বিনিয়োগ করেন। অবশেষে মূলধন ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। তার সমুদয় অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত হয়নি। কারণ সমুদয় অর্থ বিনিয়োগ করে তিনি ঝুঁকি বাড়িয়েছেন। কিন্তু মুনাফা বাড়াতে পারেন নি। যদি ঝুঁকির সাথে সাথে মুনাফা বৃদ্ধি করতে পারতেন, তাহলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ড় হতেন না। তাই সমুদয় অর্থ বিনিয়োগ করে জনাব শামীম ঝুঁকি ও মুনাফার নীতি লঙ্ঘন করেছেন, যা কোনোভাবেই যৌক্তিক নয়।

প্রশ্ন ▶১৫ জনাব আলম বিনিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ড়হীনতায় ভুগছেন। তার বিবেচ্য দুইটি কোম্পানির তথ্যাদি নিম্নরূপ:

কোম্পানি	প্রত্যাশিত আয়ের হার	পরিমিত ব্যবধান
A	১২%	৩%
B	১৫%	৭%

[সি. বো. ১৬]

ক. ব্যবসায় নৈতিকতা কী? ১

খ. তারল্য সংকটে কোন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. যদি উদ্দীপকের জনাব আলম B কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেন, তাহলে তা অর্থায়নের কোন নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ৩

ঘ. যদি আলম সাহেব উভয় কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতেন, তাহলে তার বিনিয়োগ সিদ্ধান্ড়ের যৌক্তিকতা অর্থায়নের নীতির আলোকে বিশে-ষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষের সাথে কোন ধরনের আচরণ করা উচিত অথবা উচিত নয় এ সম্পর্কিত বিদ্যাকে ব্যবসায় নৈতিকতা বলে।

খ তারল্য সংকটে ব্যবসায় ঝুঁকি ও আর্থিক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়।

তারল্য সংকট হলে প্রতিষ্ঠান দৈনন্দিন পরিচালন ব্যয় যেমন: কাঁচামাল ক্রয়, উৎপাদন ব্যয় ইত্যাদি পরিশোধে ব্যর্থ হতে পারে। এতে ব্যবসায়িক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। আবার প্রতিষ্ঠান যদি ঋণ মূলধনের মাধ্যমে অর্থায়ন করে, সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তারল্য না থাকলে ঋণের সুদ ও আসল অর্থ পরিশোধে প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হতে পারে। এতে আর্থিক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়ে থাকে।

সহায়ক তথ্য

তারল্য : কোনো সম্পদ বিক্রয় করে দ্রুত নগদ টাকায় রূপান্ড়র করার ক্ষমতাকে তারল্য বলে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতাই হলো তারল্য।

গ উদ্দীপকে 'B' কোম্পানিতে জনাব আলমের বিনিয়োগ ঝুঁকি ও মুনাফা নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যে নীতি অনুসারে প্রকল্পের আয় এবং ঝুঁকির মাঝে সমন্বয়সাধন করে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করা হয় তাকে ঝুঁকি ও মুনাফা নীতি বলে।

ঝুঁকি ও মুনাফার মাঝে ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। ঝুঁকি বৃদ্ধি পেলে মুনাফা বৃদ্ধি পায়। আবার ঝুঁকি হ্রাস পেলে মুনাফা হ্রাস পায়। তাই একজন বিনিয়োগকারী বাড়তি মুনাফার প্রত্যাশায় অধিক ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। উদ্দীপকে 'A' কোম্পানির প্রত্যাশিত আয়ের হার ১২% এবং পরিমিত ব্যবধান (ঝুঁকির পরিমাপক) ৩%। 'B' কোম্পানির পরিমিত ব্যবধান বা ঝুঁকি ৭%, যা কোম্পানি 'A' এর চেয়ে বেশি। সুতরাং কোম্পানি 'B' তে বিনিয়োগ 'A' তে বিনিয়োগের চেয়ে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। আর এই অধিক ঝুঁকির জন্যই 'B' কোম্পানির প্রত্যাশিত

আয় হার 'A' কোম্পানির চেয়ে বেশি, যা ঝুঁকি ও মুনাফা নীতির ধনাত্মক সম্পর্কের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জনাব আলমের 'B' কোম্পানিতে বিনিয়োগ ঝুঁকি ও মুনাফা নীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে জনাব আলম উভয় কোম্পানিতে বিনিয়োগ করলে অর্থায়নের বৈচিত্র্যায়নের নীতির যথার্থ প্রয়োগ হবে।

যে নীতি প্রয়োগ করে বিনিয়োগকারী তার সব অর্থ একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ না করে একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করে তাকে বৈচিত্র্যায়নের নীতি বলে। বৈচিত্র্যায়ন নীতির আলোকে জনাব আলম যদি উভয় কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেন তাহলে তার ঝুঁকি হ্রাস পাবে। এতে তার প্রকল্পের লাভ ও ক্ষতি সমন্বিত হবে। এর ফলে বিনিয়োগ হতে সম্ভাব্য প্রত্যাশিত আয়ের ক্ষেত্রে সৃষ্ট ঝুঁকি উভয় প্রকল্পে বণ্টিত হবে।

উদ্দীপকে জনাব আলম বিনিয়োগ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। তার কাছে দুটি বিকল্প রয়েছে– কোম্পানি 'A' ও কোম্পানি 'B'। যেকোনো একটিতে বিনিয়োগ করা হলে যদি ঐ প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তিনি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। অন্যদিকে সম্পূর্ণ অর্থ দুটি কোম্পানিতে ভাগ করে বিনিয়োগ করতে পারেন। এক্ষেত্রে দুটি কোম্পানি একসাথে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। একটিতে ক্ষতি হলেও অন্যটি লাভ করবে। ফলে তার সম্পূর্ণ বিনিয়োগ হারাতে হবে না। তাই ঝুঁকি কমাতে জনাব আলমের উভয় কোম্পানিতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হবে।

প্রশ্ন ▶১৬ মি. রহমান BBC কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপক, যিনি সর্বদা কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধির কথাই চিন্তা করেন। তাই তিনি কোম্পানির উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমানের দিক খেয়াল না রেখে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধির দিকেই বেশি মনোযোগ দেন। পক্ষান্তরে মি. হারুন MAXWELL কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপক। তিনি তার কোম্পানির উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। ভোক্তার স্বার্থের দিকটা মাথায় রেখে তিনি সীমিত মুনাফা করেন। এতে করে MAXWELL কোম্পানির উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হয়। মি. হারুন কোম্পানি সংশি-ষ্ট সবার স্বার্থের দিক মাথায় রেখে কোম্পানির সম্পদ বৃদ্ধির দিকে নজর দেন।

[য. বো. ১৬]

ক. অর্থায়ন কাকে বলে? ১

খ. অর্থ ও অর্থায়নের মধ্যে সম্পর্ক কী? ২

গ. উদ্দীপকের BBC কোম্পানিতে অর্থায়নের কোন লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে দুটি কোম্পানির মধ্যে কোন কোম্পানিটি দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকবে বলে তুমি মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিভিন্ন উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ, সংগৃহীত অর্থের সংরক্ষণ, ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলিকে অর্থায়ন বলে।

খ অর্থ দিয়েই অর্থায়ন করা হয়, তাই এটি অর্থায়নের সাথে সম্পর্কিত।

অর্থের পরিকল্পনা, সংস্থান, সংরক্ষণ, ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত কার্যাবলিকেই অর্থায়ন বলে। অর্থাৎ অর্থায়ন মূলত অর্থ নিয়েই কাজ করে। অর্থায়ন অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে। কীভাবে, কোন উৎস থেকে, কখন অর্থ সংগ্রহ করলে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে, অর্থায়ন সেই পথ দেখায়। তাই বলা যায়, অর্থ ও অর্থায়ন একে অপরের পরিপূরক।

গ উদ্দীপকের 'BBC' কোম্পানিতে অর্থায়নের 'মুনাফা সর্বাধিকরণ' লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

কোনো ব্যবসায় বা ফার্মের মুনাফা বৃদ্ধি করাকেই মুনাফা সর্বাধিকরণ বলে। কোনো ব্যবসায়ের মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিলেই মুনাফা পাওয়া যায়। যেকোনো ভাবেই হোক না কেন এই মুনাফা সর্বোচ্চকরণের চেষ্টাই মুনাফা সর্বাধিকরণ।

উদ্দীপকে মি. রহমান 'BBC' কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপক। তিনি সবসময় মুনাফা বৃদ্ধির কথা চিন্তা করেন। তাই তিনি তার কোম্পানির উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমানের দিকে খেয়াল না রেখে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করেন। মি. রহমান তার পণ্যের মান বিবেচনা না করে বরং তিনি খেয়াল করেন কীভাবে উৎপাদন ব্যয় কমানো যাবে। এতে তার মুনাফা বৃদ্ধি পাবে। তার মূল উদ্দেশ্য মুনাফা সর্বাধিকরণ। আর এ কারণেই তিনি পণ্যের গুণগত মানের দিকে খেয়াল রাখেন না। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে 'BBC' কোম্পানিতে মুনাফা সর্বাধিকরণের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে দুটি কোম্পানির মধ্যে MAXWELL কোম্পানি অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের কারণে দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকবে।

অর্থায়নে সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত স্বার্থসংশি-ষ্ট সব পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ সর্বাধিকরণকে বোঝায়।

উদ্দীপকে MAXWELL কোম্পানির উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এছাড়াও ভোক্তার স্বার্থের দিকটা মাথায় রেখে কোম্পানিটি সীমিত মুনাফা করে। অর্থাৎ MAXWELL কোম্পানি অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতা যথাযথভাবে পালন করছে। উদ্দীপকে BBC কোম্পানি উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমানের দিকে খেয়াল রাখছে না। এছাড়াও পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধির দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়েছে। অন্যদিকে MAXWELL কোম্পানির মালিক ব্যবস্থাপক উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। ভোক্তার স্বার্থের দিকটা মাথায় রেখে সীমিত মুনাফা করেন। MAXWELL কোম্পানির উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হয়। এছাড়াও তিনি কোম্পানির স্বার্থ সংশি-ষ্ট সবার স্বার্থের দিক মাথায় রেখে সম্পদ বৃদ্ধির দিকে নজর দেন। সুতরাং অর্থায়নের সামাজিক দায়িত্ব MAXWELL কোম্পানি পালন করছে, কিন্তু BBC কোম্পানি তা পালন করছে না। তাই বলা যায়, MAXWELL কোম্পানি দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকবে।

প্রশ্ন ▶১৭ মিসেস হেলেনের 'সুরুচি আচার' নামে একটি আচারের ব্যবসায় আছে। তিনি গ্রীষ্মকালে একইসাথে কুল, আমসহ বেশ কয়েক প্রকারের আচার তৈরি এবং বাজারজাত করেন। ফলে এ সময় তার ব্যবসায়ে তারল্য সংকট দেখা দেয়। অপরপক্ষে, মিসেস পারভীনের 'টক-ঝাল' নামে একটি আচার ও জেলির ব্যবসায় আছে। তিনি সারাবছর ধরে বিভিন্ন ফলের আচার ও জেলি তৈরি ও বাজারজাত করেন। মিসেস পারভীন তার ব্যবসায় দীর্ঘকাল ধরে সুন্দরভাবে পরিচালনা করে আসছেন। *[য. বো. ১৬]*

ক. মূলধন বাজেটিং কাকে বলে? ১

খ. মূলধন বাজেটিং-এর সাথে বিনিয়োগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের মিসেস হেলেনের ব্যবসায়ে আর্থিক সংকটের কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মিসেস পারভীনের ব্যবসায়ে কেন কোনো আর্থিক সংকট দেখা যায় না, তা বিশে-ষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকল্পের আন্তঃপ্রবাহ এবং বহিঃপ্রবাহ বিবেচনা করে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়াকে মূলধন বাজেটিং বলে।

খ বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যই মূলধন বাজেটিং ব্যবহার করা হয় বিধায় বিনিয়োগ ও মূলধন বাজেটিং একে অপরের সাথে সম্পর্কিত।

কোনো বিনিয়োগ থেকে কোম্পানি কতটুকু লাভ করে, সেই বিনিয়োগের ঝুঁকি কেমন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়াই হচ্ছে মূলধন বাজেটিং। মূলত কোনো প্রকল্পে আদৌ বিনিয়োগ করা যাবে কি না, তা নির্ধারণ করে দেয় মূলধন বাজেটিং।

গ তারল্য ও মুনাফা নীতির সমন্বয়ের অভাবে মিসেস হেলেনের ব্যবসায়ে আর্থিক সংকট দেখা দেয়।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ মজুদ রাখাকে তারল্য নীতি বলে। আর বেশি বেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা সর্বাধিকরণকে মুনাফা নীতি বলে। মুনাফা ও তারল্য নীতির মধ্যে একটি সংঘাত আছে। সেটি হলো, মুনাফা সর্বাধিক করতে গেলে তারল্য সংকট দেখা দিতে পারে আবার বেশি তারল্য রক্ষা করতে গেলে মুনাফা কম হতে পারে। তাই ব্যবসায়ের সফলতা নির্ভর করে মুনাফা ও তারল্য নীতি সুষম সমন্বয়ের ওপর।

উদ্দীপকে মিসেস হেলেনের 'সুরুচি আচার' নামে একটি আচার আছে। গ্রীষ্মকালে চাহিদা বেশি হওয়ায় তিনি কুল, আমসহ বেশ কয়েক প্রকার আচার তৈরি ও বাজারজাত করেন। ফলে তার ব্যবসায়ে তারল্য সংকট দেখা দেয়। মিসেস হেলেন মূলত অধিক মুনাফার আশায় তার সেই নির্দিষ্ট সময়ে অতিরিক্ত বিনিয়োগ করে ফেলেছিলেন। আর হঠাৎ কোনো এক সময়ে ব্যবসায়ের বিনিয়োগ বাড়িয়ে দিলে স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায়ের তারল্য কম হবে। অর্থাৎ মিসেস হেলেন মুনাফা ও তারল্য নীতির মধ্যে ভালো সমন্বয় করতে পারেন নি। এজন্যই তার ব্যবসায়ে তারল্য সংকট দেখা দেয়।

ঘ উদ্দীপকে মিসেস পারভীন পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুসরণ করায় তার ব্যবসায়ে আর্থিক সংকট দেখা যায় না।

বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুযায়ী একজন ব্যবসায়ী তার বিনিয়োগযোগ্য সমুদয় অর্থ একটি খাতে বিনিয়োগ না করে একাধিক খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। এ নীতি মূলত ব্যবসায়ীর বিনিয়োগ ঝুঁকি হ্রাস করে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ খাত যত বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় বিনিয়োগ ঝুঁকি তত হ্রাস পায়।

উদ্দীপকে মিসেস পারভীন দীর্ঘকাল ধরে সুন্দরভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করে আসছেন। তিনি মূলত 'টক-ঝাল' নামের একটি আচার ও জেলির ব্যবসা করেন। তাই তার ব্যবসায়ে সারা বছর ধরে বিভিন্ন ফলের আচার, জেলি তৈরি এবং বাজারজাত করা হয়। তবে মিসেস পারভীনের ব্যবসায়ে আর্থিক সংকট লক্ষণীয় নয়।

মিসেস পারভীন তার ব্যবসায়ে একাধিক পণ্যের সংযোজন করেন। আর এ পণ্যগুলো প্রয়োজনগত বিচারে বৈচিত্র্যপূর্ণ। বৈচিত্র্যপূর্ণ পণ্যগুলোকে একটি ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত করে মিসেস পারভীন তার ব্যবসায়ে অর্থায়নের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ন নীতি অনুসরণ করেছেন। এ নীতির সুবিধা অনুযায়ী একটি পণ্য থেকে মুনাফা না হলে অন্য পণ্যের মুনাফা দ্বারা ব্যবসায়ের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া সম্ভব। এছাড়াও এই মুনাফা দ্বারা ব্যবসায়ের দৈনন্দিন তারল্যের-যোগানও সম্ভব। পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের মূলত নীতি অনুসরণ মিসেস পারভীনের ব্যবসায়ে আর্থিক সংকট পরিলক্ষিত হয়নি।

প্রশ্ন ▶১৮ 'নর্থওয়ে' কোম্পানি আন্তর্জাতিক মোবাইল সেট ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। কোম্পানিটি বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যথাযথ নিয়মে কোম্পানিটি কার্যক্রম শুরু করে। নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে গিয়ে কোম্পানিটি আর্থিক সংকটে পড়ে। তাই তারা শেয়ার বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। *[ব. বো. ১৬]*

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে কী বোঝ? ২

গ. নর্থওয়ে কোম্পানির শেয়ার বিক্রয় কোন ধরনের সিদ্ধান্ত? ৩

ঘ. নর্থওয়ে কোম্পানির শেয়ার বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত যথার্থ কি না? মতামত দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিভিন্ন উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ, সংগৃহীত অর্থের সংরক্ষণ, ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলিকে অর্থায়ন বলে।

খ সমাজের বিভিন্ন পক্ষের (যেমন- শেয়ারহোল্ডার, ভোক্তা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সরকার) প্রতি দায়িত্ব পালন করাকে অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলা হয়।

সমাজের দিকে দৃষ্টি রেখে প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সেবার উৎপাদন এবং তা সঠিক মূল্যে বিতরণ করা উচিত। বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের সময় সম্পদ সর্বাধিকরণের পাশাপাশি সামাজিক কল্যাণের বিষয়টি বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পায়।

গ উদ্দীপকে নর্থওয়ে কোম্পানির শেয়ার বিক্রয় অর্থায়নের তহবিল সংগ্রহ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত।

পরিকল্পিত অর্থের সম্ভাব্য উৎসসমূহ চিহ্নিত করে সেখান থেকে অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্তকেই তহবিল সংগ্রহ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বলে।

উদ্দীপকে নর্থওয়ে কোম্পানি আন্তর্জাতিক মোবাইল সেট ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। ব্যবসায়ের নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে গিয়ে কোম্পানিটি আর্থিক সংকটে পড়ে। তাই প্রতিষ্ঠানটি শেয়ার বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য চলতি ও স্থায়ী উভয় ধরনের ব্যয়ই হয়ে থাকে। সাধারণত চলতি ব্যয় নির্বাহের জন্য স্বল্পমেয়াদি উৎস এবং স্থায়ী ব্যয় নির্বাহের জন্য দীর্ঘমেয়াদি উৎস যুক্তিযুক্ত। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থের কী পরিমাণ নিজস্ব মূলধন এবং কী পরিমাণ ঋণকৃত মূলধন থেকে সংগ্রহ করা হবে, তা তহবিল সংগ্রহ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। এখানে নর্থওয়ে কোম্পানির শেয়ার বিক্রয়ের বিষয়টি তাই তহবিল সংগ্রহ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ।

ঘ নর্থওয়ে কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদে অর্থায়নের জন্য শেয়ার বিক্রয়ের সিদ্ধান্তটি যথার্থ।

৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য যে অর্থায়ন করা হয়ে থাকে তাকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন বলা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে নর্থওয়ে কোম্পানি মোবাইল সেট ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত। কোম্পানিটি বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তাই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আর্থিক সংকট মোকাবিলার জন্য তারা শেয়ার বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়।

যেহেতু নর্থওয়ে কোম্পানির পরিকল্পনাটি দীর্ঘমেয়াদি, সেহেতু তাদের অর্থসংস্থানও দীর্ঘমেয়াদি উৎস হতে করা উচিত। তারা ঋণপত্র, অগ্রাধিকার শেয়ার বা সাধারণ শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। ঋণপত্র এবং অগ্রাধিকার শেয়ার উভয় ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট হারে সুদ বা মুনাফা প্রদান করতে হয়। অন্যদিকে সাধারণ শেয়ারে এ ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এছাড়া বিলোপসাধনের পূর্বে সাধারণ শেয়ারের অর্থ পরিশোধের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। এসব বিষয় বিবেচনায় শেয়ার বিক্রয়ের সিদ্ধান্তটি যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶১৯ জনাব রাসেল আড়ং লি.-এর আর্থিক ব্যবস্থাপক। উৎপাদন বিভাগের হিসাব পদ্ধতি সনাতন থেকে আধুনিক করতে নতুন মেশিন স্থাপনের জন্য তিনি ব্যাংক থেকে ১২% সুদের হারে ১০ বছরের জন্য ঋণ গ্রহণ করেন। বছর শেষে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এতে শেয়ারহোল্ডাররা খুবই খুশি। কিন্তু জনাব রাসেল EPS এর মাত্র ২০% লভ্যাংশ হিসেবে ঘোষণা করেন। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

ক. পোর্টফোলিও কী? ১

খ. তারল্য ও মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব রাসেল কোন ধরনের আর্থিক কার্যবলি সম্পাদন করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব রাসেলের লভ্যাংশ বণ্টনে অর্থায়নের কোন লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়েছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক বিনিয়োগের সমন্বয়কে পোর্টফোলিও বলে।

সহায়ক তথ্য

মনে করি মি. আলীর ১০০ কোটি টাকা আছে। তিনি উক্ত অর্থ A, B, C ও D কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে চাচ্ছেন। তিনি যদি সমান বা অসমানভাবে ১০০ কোটি টাকার সবগুলো কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেন, তাহলে তা হবে একটি পোর্টফোলিও। একইভাবে শুধু A ও B তে-ও যদি পুরো অর্থ সমান বা অসমানভাবে বিনিয়োগ করেন তাহলে তাও একটি পোর্টফোলিও হবে।

খ তারল্য ও মুনাফার মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান।

তারল্য বলতে কোম্পানির হাতে নগদ অর্থের পরিমাণকে বোঝায়। কোম্পানির দৈনন্দিন পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করার জন্য তারল্য প্রয়োজন হয়। আবার কোম্পানিকে টিকে থাকার জন্যে মুনাফা অর্জন করতে হয় বিধায় সম্পূর্ণ অর্থ তারল্য হিসেবে রেখে দিলে চলে না। বরং বেশি করে বিনিয়োগ করতে হয়। তারল্য রাখা এবং মুনাফা বৃদ্ধি করা দুইটিই

অপরিহার্য হওয়ায় কোম্পানিকে এর মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় সাধন করতে হয়।

সহায়ক তথ্য

বিপরীতমুখী সম্পর্ক বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে কোম্পানি তারল্য বেশি পরিমাণে রাখতে গেলে বিনিয়োগ কমে যায় ফলে মুনাফাও কমে যায়। আবার বেশি মুনাফা করতে গেলে বেশি করে বিনিয়োগ করতে হয় বিধায় তারল্য কমে যায়।

গ জনাব রাসেল অর্থায়নের তহবিল সংগ্রহ এবং তহবিল বণ্টনের কাজ সম্পাদন করেছেন।

তহবিল সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন উৎস নির্বাচন পূর্বক তাদের সুবিধা-অসুবিধা বিশে-ষণ করা হয়। এর মধ্য থেকে যেখান থেকে মূলধন সংগ্রহ করলে মূলধন খরচ সর্বনিম্ন হয় সেই উৎস থেকেই তহবিল সংগ্রহ করা হয়। তহবিল বিনিয়োগ করে যে মুনাফা আসে সেটি বণ্টন সংক্রান্ড় সিদ্ধান্ড়গ্রহণ তহবিল বণ্টনের অন্ড়র্ভুক্ত।

উদ্দীপকে জনাব রাসেল আড়ং লি.-এর আর্থিক ব্যবস্থাপক। তিনি উৎপাদন বিভাগের হিসাব পদ্ধতি সনাতন থেকে আধুনিক করার জন্য নতুন মেশিন স্থাপন করবেন। যার জন্য ১২% সুদের হারে ব্যাংক থেকে তিনি ১০ বছরের জন্য ঋণ নেন। বছর শেষে যে মুনাফা হয় সেখান থেকে তিনি EPS (Earnings per Share) এর ২০% লভ্যাংশ ঘোষণা করেন। প্রথমত তিনি ব্যবসায় দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করার জন্য তহবিল সংগ্রহ করেছেন মূলধন ব্যয়, মেয়াদ ইত্যাদি বিবেচনা করে যা অর্থায়নের প্রথম কাজ। এরপর জনাব রাসেল EPS থেকে মুনাফা ঘোষনা করার মধ্য দিয়ে তহবিল বণ্টন সংক্রান্ড় সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করেছেন। তাই বলা যায়, জনাব রাসেল তহবিল সংগ্রহ ও বণ্টন সংক্রান্ড় আর্থিক সিদ্ধান্ড় নিয়েছেন।

ঘ জনাব রাসেলের লভ্যাংশ বণ্টনে অর্থায়নের সম্পদ সর্বাধিকরণের লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়েছে।

কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ারের মূল্য সর্বাধিকরণকেই সম্পদ সর্বাধিকরণ বলে। শেয়ারের মূল্য সর্বাধিক করাই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল্য লক্ষ্য। শেয়ারের মূল্য বলতে শেয়ারের বাজার মূল্যকে বোঝানো হয়।

উদ্দীপকে জনাব রাসেল আড়ং লি.-এর আর্থিক ব্যবস্থাপক। তিনি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে একটি মেশিন ক্রয় করেন। বছর শেষে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে শেয়ারহোল্ডাররা খুশি হন। তবে জনাব রাসেল EPS এর মাত্র ২০% লভ্যাংশ হিসেবে ঘোষণা করেন।

শেয়ারের বাজার মূল্য পরিমাপ করার একটি উপায় হলো কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল লভ্যাংশকে বাট্টা করে বর্তমান মূল্য নির্ণয় করা। ধরা যাক, কোনো কোম্পানি যদি প্রতিবছরই ১০ টাকা করে লভ্যাংশ দেয় এবং এর মূলধন ব্যয় ১০% হয় তাহলে এর শেয়ারের মূল্য হবে ১০০ টাকা ($^{১০}/_{.১০}$)। এখন যদি কোম্পানি লভ্যাংশের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ২০ টাকা করে প্রদান করে তাহলে এর শেয়ারের বাজার মূল্য হবে ২০০ টাকা ($^{২০}/_{.১০}$)। অর্থাৎ কোম্পানির লভ্যাংশের ওপর শেয়ারের মূল্য নির্ভর করে। সুতরাং বলা যায়, জনাব রাসেলের লভ্যাংশ বণ্টনের মধ্য দিয়ে অর্থায়নের সম্পদ সর্বাধিকরণের লক্ষ্য প্রতিফলন হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২০ তাজু সাহেব একজন মৌসুমী ব্যবসায়ী। তিনি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ভার্জ লি. থেকে ৩ লক্ষ টাকার পণ্য ক্রয় করেন এবং ৩ মাস পর অর্থ পারিশাধ করবেন বলে তিনি জানালেন। হঠাৎ আর্থিক সমস্যা দেখা দেয়ায় তিনি ব্যাংক থেকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ড় নিলেন। MT ব্যাংক ১০% মাসিক চক্রবৃদ্ধি সুদে এবং CT ব্যাংক ১০% অর্ধবার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদে ঋণ প্রদানে সম্মতি জানায়।

[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. চলতি মূলধন কাকে বলে? ১

খ. স্বল্পমেয়াদি ঋণে সাধারণত জামানতের প্রয়োজন হয় না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের তাজু সাহেবের ভার্জ লি. হতে কোন ধরনের ঋণ নিয়ে পণ্য ক্রয় করলেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'ভার্জ লি. এর ঋণ পরিশোধ করতে CT ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া উচিত।'– উক্তিটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দৈনন্দিন ব্যবসায় পরিচালিত ব্যয় নির্বাহ করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাকে চলতি মূলধন বলে।

খ স্বল্পমেয়াদি ঋণের ঝুঁকি দীর্ঘমেয়াদি ঋণের চেয়ে কম হওয়ায় জামানতের প্রয়োজন হয় না।

ব্যাংক সাধারণত জামানত ছাড়া ঋণ প্রদান করে না। কিন্তু বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদি ঋণ যেমন- জমাতিরিক্ত ঋণে ব্যাংক কোনো জামানত গ্রহণ করে না। কারণ স্বল্প সময়ের মধ্যে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা কম হওয়ায় ব্যাংক মোটামুটি নিশ্চিত থাকে যে ঋণগ্রহীতা ঋণের টাকা পরিশোধ করবে। পক্ষান্ড়রে, দীর্ঘমেয়াদি ঋণের অনিশ্চয়তা বেশি থাকায় ব্যাংক জামানত গ্রহণ করে।

গ উদ্দীপকের তাজু সাহেব স্বল্পমেয়াদি ব্যাংক ঋণ নিয়ে ভার্জ লি. থেকে পণ্য ক্রয় করেন।

স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের ক্ষেত্রে জামানতবিহীন ব্যাংক ঋণ একটি প্রধান উৎস। স্বল্প সময়ের জন্য এ ঋণ কোনো ধরনের জামানত না দিয়েই গ্রহণ করা হয় এবং মেয়াদ শেষে সুদসহ তা পরিশোধ করে দেয়া হয়। এ ধরনের ঋণে সুদের হার সাধারণত কম থাকে।

উদ্দীপকে তাজু সাহেব একজন মৌসুমী ব্যবসায়ী। তিনি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ভার্জ লি. থেকে ৩ লক্ষ টাকার পণ্য ক্রয় করেন। তিনি ৩ মাস পর এই পণ্যের অর্থ পরিশোধ করার কথা জানান। কিন্তু হঠাৎ আর্থিক সমস্যা দেখা দেয়ায় তিনি স্বল্পমেয়াদি ঋণ নেয়ার সিদ্ধান্ড় নেন। এক্ষেত্রে তার জন্য সবচেয়ে ভালো বিকল্প হচ্ছে ব্যাংক থেকে স্বল্পমেয়াদে জামানতবিহীন ঋণ নেয়া। তিনি যে দুটি ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করেছেন তারা বিভিন্ন সুদের হারে তাকে ঋণ দেয়ার জন্য সম্মতি জানিয়েছে। তাজু সাহেব সবকিছু বিবেচনা করে যেকোনো একটি ব্যাংক থেকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ নেবেন।

ঘ ভার্জ লি. এর ঋণ পরিশোধ করতে CT ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করা উচিত –উক্তিটি যৌক্তিক।

অর্থায়নের উৎস নির্বাচন করে তহবিল সংগ্রহ করা অর্থায়নের একটি অন্যতম কাজ। তবে অর্থায়নের উৎস নির্বাচনের সময় কোম্পানিকে মূলধন খরচের কথা চিন্ড়া করতে হয়। যে উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করলে খরচ সবচেয়ে কম হবে সেখান থেকেই কোম্পানির মূলধন সংগ্রহ করা উচিত।

উদ্দীপকে তাজু সাহেব একজন মৌসুমী ব্যবসায়ী। তিনি ভার্জ লি. থেকে পণ্য ক্রয় করেন এবং ৩ মাস পরে অর্থ পরিশোধের কথা জানান। কিন্তু হঠাৎ করে আর্থিক সমস্যা দেখা দেয়ায় তিনি ব্যাংক থেকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ড় নেন। এক্ষেত্রে MT ব্যাংক তাকে ১০% মাসিক চক্রবৃদ্ধি সুদের কথা বলে এবং CT ব্যাংক ১০% অর্ধবার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদের কথা বলে।

অর্থের সময়মূল্যের ধারণা অনুযায়ী প্রকৃত সুদের হার চক্রবৃদ্ধি সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ে। অর্থাৎ MT এবং CT ব্যাংকের সুদের হার ১০% অর্থাৎ সমান। তবে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা বেশি হবার কারণে প্রকৃত সুদের হার MT ব্যাংকে বেশি হবে। কারণ এখানে চক্রবৃদ্ধি হয় মাসিক হারে। সুতরাং প্রকৃত সুদের হার বিবেচনায় তাজু সাহেবের CT ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করাই যৌক্তিক হবে।

প্রশ্ন ▶২১ মুস্ড়ফা মার্ট একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থিক ব্যবস্থাপক ব্যবসা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করেন। মূলধনের অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর জন্য প্রতিষ্ঠানটি বিনিয়োগ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। অন্যদিকে, আর্থিক ব্যবস্থাপক চলতি বছরের মুনাফার পুরোটা দিয়ে 'টম এন্ড জেরি' কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করেন। পুরো টাকা দিয়ে শেয়ার কেনার ফলে প্রতিষ্ঠানটি তার নিজস্ব পরিচালন ব্যয় মেটাতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটির বিক্রয় হ্রাস পায় এবং শেয়ারের মূল্য হ্রাস পাওয়ার কারণে বছর শেষে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ কোটি টাকা।

[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. সরকারি অর্থায়ন কাকে বলে? ১

খ. মুনাফা সর্বাধিকরণ কেন ফার্মের চূড়ান্ড় লক্ষ্য নয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির অর্থায়নের স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি অর্থায়নের তিনটি নীতিই অনুসরণ না করার কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে' তুমি কি উক্তিটির সাথে একমত বিশে-ষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি অর্থায়ন বলতে সরকারের বার্ষিক ব্যয় কোন কোন খাতে কী পরিমাণে হবে এবং সেই অর্থ কোন কোন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে, তা নির্ধারণ করাকে বোঝায়।

খ মুনাফা সর্বাধিকরণের ক্ষেত্রে সময়, ঝুঁকি এবং নগদ প্রবাহ বিবেচনা না করায় এটি ফার্মের চূড়ান্ড় লক্ষ্য নয়।

মুনাফা সর্বাধিকরণ ফার্মের চূড়ান্ড় লক্ষ্য মনে হলেও আসলে তা নয়। কারণ মুনাফা প্রথমত নগদ প্রবাহ বিবেচনা করে না। আর ফার্মের মূল্য নগদ প্রবাহের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। দ্বিতীয়ত, মুনাফার্জন ঝুঁকি বিবেচনা করে না। এবং সর্বশেষ এটি সময় বিবেচনা করে না। অর্থাৎ কোনো প্রকল্প থেকে প্রথমদিকে বেশি মুনাফা আসা বেশি ভালো, মুনাফা সর্বাধিকরণ তা বিবেচনা করে না।

গ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির অর্থায়ন হচ্ছে ব্যবসায় অর্থায়ন।

ব্যবসায় অর্থায়ন বলতে একটি ব্যবসায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কী পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন, কোন কোন উৎস থেকে তা সংগ্রহ করা হবে এবং কোন কোন খাতে তা বিনিয়োগ করা হবে, তাকে বোঝায়। ব্যবসায় অর্থায়ন হচ্ছে অর্থায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বরূপ।

উদ্দীপকে মুস্ড়ফা মার্ট একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি এর পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ড় নেয়। মূলধনের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রতিষ্ঠানটি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ড় নেয়। আবার, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানটি চলতি বছরের মুনাফার পুরো টাকাই 'টম এন্ড জেরি' কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করে। এখানে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক ব্যবস্থাপক মূলত ব্যবসায় অর্থায়ন করেছেন। কারণ তিনি নির্ধারণ করেছেন মুস্ড়ফা মার্ট নামক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির বিনিয়োগের জন্য কত টাকা লাগবে, টাকা কোথা থেকে সংগৃহীত হবে এবং মুনাফা কোথায় বিনিয়োগ হবে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির অর্থায়ন ব্যবসায় অর্থায়ন।

ঘ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি অর্থায়নের তিনটি নীতিই অনুসরণ না করার কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে –উক্তিটির সাথে আমি একমত নই।

অর্থায়নের নীতিসমূহের মধ্যে ঝুঁকি মুনাফার নীতি, তারল্য ও মুনাফার নীতি এবং পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতিই প্রধান। তবে এর মধ্যে তারল্য ও মুনাফার নীতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থায়নের সিদ্ধান্ড় গ্রহণের ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। তা না হলে কোম্পানির ক্ষতির সম্মুখীন হবার সম্ভবনা থাকে।

উদ্দীপকে মুস্ড়ফা মার্ট কোম্পানিটি ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে অর্থসংস্থান করে। কিন্তু কোম্পানিটির আর্থিক ব্যবস্থাপক চলতি বছরের পুরো মুনাফা দিয়ে একটি কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করেন। ফলে প্রতিষ্ঠানটি তার নিজস্ব পরিচালন ব্যয় মেটাতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটির বিক্রয় কমে যায় এবং এর শেয়ারের মূল্য হ্রাস পায়। এতে বছর শেষে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ কোটি টাকা। আর্থিক ব্যবস্থাপক অর্থায়নের তারল্য ও মুনাফার নীতি অনুসরণ করলে এই ক্ষতি হতো না।

তারল্য ও মুনাফার নীতি অনুযায়ী কোম্পানিকে মুনাফা করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হয় আবার পরিচালন ব্যয় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত নগদ টাকা হাতে রাখতে হয়। মুস্ড়ফা মার্টের আর্থিক ব্যবস্থাপক তারল্য ও মুনাফার নীতি অনুসরণ করলে পুরো মুনাফা বিনিয়োগ না করে পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করার জন্য কিছু টাকা হাতে রাখতেন। এতে প্রতিষ্ঠানটিকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো না। এর বিক্রয় কমত না এবং বছর শেষে ক্ষতি হতো না। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি অর্থায়নের তিনটি নীতিই নয় বরং তারল্য ও মুনাফার নীতি অনুসরণ না করার জন্য ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২২ বেক্সিমকো ফার্মা লি. বাংলাদেশের একটি সু-প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি। তারা বাংলাদেশে দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যবসায় পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানটি ঔষধ, হসপিটাল, ভোগ্যপণ্য, তৈরি পোশাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করছে। প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বেশি হওয়ায় প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে শেয়ারবাজারে এ কোম্পানির শেয়ারের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. তারল্য কী? ১

খ. ঝুঁকি ও আয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা হয় কেন? ২

গ. বেক্সিমকো লি. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থায়নের কোন নীতিটি অনুসরণ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বেক্সিমকো লি. কি অর্থায়নের মূল লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে? উত্তরের সপক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্য, সম্পদ বা সিকিউরিটি বিক্রি করে দ্রুত নগদ টাকায় রূপান্ড়র করার যোগ্যতাকে তারল্য বলে।

খ বেশি ঝুঁকির বিপরীতে বিনিয়োগকারী বেশি মুনাফা প্রত্যাশা করে বিধায় ঝুঁকি ও মুনাফার মধ্যে সমন্বয় করতে হয়।

ঝুঁকি ও মুনাফার নীতি অনুযায়ী যে বিনিয়োগে যত বেশি ঝুঁকি তার মুনাফার হার তত বেশি হওয়া উচিত। ঝুঁকি গ্রহণের একটি অর্জন হলো মুনাফা। একারণেই আর্থিক ব্যবস্থাপককে সিদ্ধান্ড় গ্রহণের সময় ঝুঁকি এবং আয়ের হার বা মুনাফার হারের মধ্যে সমন্বয় করতে হয়।

গ বেক্সিমকো লি. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থায়নের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ন নীতি অনুসরণ করেছে।

পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুসারে একজন ব্যবসায়ী বা বিনিয়োগকারী তার সমুদয় অর্থ একই সম্পদে বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করে। এভাবে বিনিয়োগের ফলে ঝুঁকি হ্রাস পায়। যাতে কোনো একটি সম্পদে ক্ষতি হলেও অন্য প্রকল্পের মুনাফা দিয়ে তা সমন্বয় করা যায়।

উদ্দীপকে বেক্সিমকো ফার্মা লি. বাংলাদেশের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানি। তারা বাংলাদেশে দীর্ঘকাল যাবত ব্যবসায় পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি ওষুধ, হসপিটাল, ভোগ্যপণ্য, তৈরি পোশাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায়ের পোর্টফোলিও হিসেবে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছে। এতে কোনো প্রকল্পে লোকসান হলেও যেন লাভজনকভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্ভব হবে। যেমন, শুধু ঔষুধে বিনিয়োগ করলে কোনো বছর যদি ঐষুধে লোকসান হয় তাহলে সার্বিকভাবে কোম্পানিটির লোকসান হবে। কিন্তু এখন ঔষুধে লোকসান হলেও অন্য ব্যবসায় থেকে কোম্পানি তা পুষিয়ে নিতে পারবে। এ থেকে বলা যায়, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বেক্সিমকো পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ন নীতি অনুসরণ করেছে।

ঘ বেক্সিমকো লি. অর্থায়নের মূল লক্ষ্য (সম্পদ সর্বাধিকরণ) অর্জন করতে পেরেছে।

কোম্পানির সাধারণ শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি করাকে সম্পদ সর্বাধিকরণ বোঝায়। এটিই অর্থায়নের মূল লক্ষ্য। আর্থিক ব্যবস্থাপকদেরকে সিদ্ধান্ড় গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পদ সর্বাধিকরণের বিষয়টি বিবেচনা করতে হয়।

উদ্দীপকে বেক্সিমকো লি. একটি সু-প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান। কোম্পানিটি দীর্ঘকাল বাংলাদেশে ব্যবসায় পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানটি ঔষধ, ভোগ্যপণ্য, হসপিটাল, তৈরি পোশাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের ব্যবসায়

সম্প্রসারণ করছে। প্রতিষ্ঠানটির পণ্যের চাহিদা বেশি হওয়ায় প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন করতে পেরেছে। ফলে কোম্পানিটির শেয়ারের মূল্য বাজারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এবং বিভিন্ন খাতে এর বিনিয়োগ থাকার কারণে বিনিয়োগকারীরা প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনক হিসেবে ধরে নিয়েছে। ফলে এর শেয়ারের চাহিদা বাজারে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে শেয়ারের মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি করাই অর্থায়নের মূল লক্ষ্য। তাই বলা যায়, বেক্সিমকো লি. অর্থায়নের মূল লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে।

প্রশ্ন ▶২৩ জনাব রেশাদ একজন বিনিয়োগকারী। তিনি বিনিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। তার বিবেচ্য দুইটি কোম্পানির তথ্য নিম্নরূপ :

কোম্পানি	প্রত্যাশিত আয়ের হার	পরিমিত ব্যবধান
A	১০%	৪%
B	১৩%	৬%

[ঢাকা কমার্স কলেজ]

ক. ব্যবসায় অর্থায়ন কী? ১

খ. তারল্য সংকট দ্বারা কোন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়? ২

গ. যদি উদ্দীপকের জনাব রেশাদ B কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেন, তাহলে তা অর্থায়নের কোন নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ৩

ঘ. যদি জনাব রেশাদ উভয় কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে, তাহলে অর্থায়নের নীতির আওতায় তার বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় অর্থায়ন বলতে একটি ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা নির্ধারণ, উৎস নির্ধারণ ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রমকে বোঝায়।

খ তারল্য সংকট দ্বারা দেনা পরিশোধ-সংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়।

কোনো সম্পদ বিক্রি করে দ্রুত নগদ টাকায় রূপান্তর করার ক্ষমতাকে তারল্য বলে। পর্যাপ্ত পরিমাণ তারল্য না থাকলে কোম্পানি ঋণদাতাদের সুদ বা আসল সময়মতো পরিশোধ করতে পারে না। ফলে তারল্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। আবার তারল্য সংকটের কারণে কোম্পানির কর্মচারী বা পাওনাদারদের প্রাপ্য সময়মতো পরিশোধ করা যায় না। এসব সমস্যার কারণে কোম্পানি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

গ জনাব রেশাদ B কোম্পানিতে বিনিয়োগ করলে সেটি ঝুঁকি মুনাফা নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

ঝুঁকি মুনাফার নীতি অনুযায়ী কোনো বিনিয়োগের ঝুঁকি যত বেশি হবে এর আয়ের হারও বেশি হবে। কোনো বিনিয়োগকারী যখন বেশি ঝুঁকি নেয় তখন সে বেশি মুনাফা আশা করে। কারণ তার প্রত্যাশিত আয় সে না-ও পেতে পারে এবং আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

উদ্দীপকে জনাব রেশাদ একজন বিনিয়োগকারী। তিনি বিনিয়োগ করার বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। তার বিবেচ্য কোম্পানি দুটি হলো A এবং B। এর মধ্যে কোম্পানি B তে অপেক্ষাকৃত ঝুঁকির পরিমাণ বেশি। কাজেই B কোম্পানির আয়ের হারও A কোম্পানির তুলনায় বেশি। অর্থাৎ জনাব রেশাদ যদি B কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেন তাহলে তাকে বেশি ঝুঁকি নিতে হবে এবং তিনি বেশি মুনাফার হার দাবি করবেন। এটি অর্থায়নের ঝুঁকি মুনাফা নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উভয় কোম্পানি বিনিয়োগ করলে অর্থায়নের বৈচিত্র্যায়ণের নীতি অনুযায়ী জনাব রেশাদের সিদ্ধান্ত যৌক্তিক হবে।

কোনো বিনিয়োগকারীর সমুদয় অর্থ একটি মাত্র সম্পদে বিনিয়োগ করে বিভিন্ন সম্পদে বিনিয়োগ-সংক্রান্ত নীতিকে বৈচিত্র্যায়ণের নীতি বলে। সব সম্পদের আয়ের হার একই সাথে একই হারে না বাড়া বা না কমার ফলে বৈচিত্র্যায়ণের মাধ্যমে ঝুঁকি বণ্টিত হয় এবং কমে যায়।

উদ্দীপকে জনাব রেশাদ বিনিয়োগ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। তিনি বিনিয়োগ করার জন্য দুটি কোম্পানির কথা চিন্তা করবেন। কোম্পানি A এর আয়ের হার কম এবং ঝুঁকিও কম। পক্ষান্তরে কোম্পানি B এর ঝুঁকি এবং আয়ের হার দুটিই তুলনামূলকভাবে বেশি। ব্যাপারটি ঝুঁকি ও মুনাফা নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যাহোক, জনাব রেশাদ দুইটি কোম্পানিতেই বিনিয়োগ করার মাধ্যমে বৈচিত্র্যায়ণ নিশ্চিত করতে পারবেন।

দুটি কোম্পানিতেই বিনিয়োগ করলে জনাব রেশাদ ঝুঁকি কমাতে পারবেন। ধরা যাক, B কোম্পানির ঝুঁকি বেশি হওয়া এ বছর এটি থেকে কোনো আয় হলো না। আবার কোম্পানি A থেকে আয় হলো। সেক্ষেত্রে জনাব রেশাদ A কোম্পানি থেকে আয় করতে পারবেন। শুধু কোম্পানি B তে বিনিয়োগ করলে এটি সম্ভব হবে না। সুতরাং বলা যায়, উভয় কোম্পানিতে বিনিয়োগ করলে সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক হবে।

প্রশ্ন ▶২৪ জনাব রাসেল চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে ২০ লাখ টাকা দিয়ে প্রিয়াস নামে বিশুদ্ধ পানি প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি ব্যবসায়ের জন্য ৩ লাখ টাকার খুচরা যন্ত্রাংশ ও ১২ লাখ টাকা দিয়ে বিদেশ থেকে পানি উত্তোলনের জন্য মেশিন ক্রয় করেন। এছাড়া বিজ্ঞাপন বাবদ ১ লাখ ও পরিচালন ব্যয় বাবদ ৪ লাখ টাকা খরচ হয়। তার নিকট অনেক প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও সমুদয় অর্থ বিশুদ্ধ পানি প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন। তার ধারণা এ ব্যবসায় থেকে অধিক মুনাফা অর্জিত হবে। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নতুন প্রতিষ্ঠানটি কাঙ্ক্ষিত বিক্রয় নিশ্চিত করতে না পারায় ১ম বছর ৪ লাখ টাকা ক্ষতি হয়। প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতে টিকে থাকতে পারবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। *[গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ]*

ক. ব্যবসায় অর্থায়ন কী? ১

খ. সম্পদ সর্বাধিকরণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ১২ লাখ টাকা ব্যয়ের ধরন অর্থায়নের কোন কার্যাবলির সাথে জড়িত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব রাসেল কোন নীতি অনুসরণ না করায় 'প্রিয়াস' প্রতিষ্ঠানটি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে? বিশে-ষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ ও বিনিয়োগের জন্য যে অর্থায়ন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, তাকে ব্যবসায় অর্থায়ন বলে।

খ সম্পদ সর্বোচ্চকরণ বলতে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধিকরণ বা সর্বাধিকরণকে বোঝায়।

কোনো কোম্পানির শেয়ারমালিকদের সম্পদ পরিমাপ করা হয় শেয়ার মূল্য দ্বারা। কোম্পানির শেয়ারের মূল্য নির্ভর করে এর নগদ প্রবাহের পরিমাণ, সময় এবং ব্যবসায়িক ঝুঁকির ওপর। কোম্পানির নগদ প্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে এবং ঝুঁকি কমলে শেয়ারের মূল্য বাড়ে। ফলে শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ সর্বোচ্চ হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ১২ লাখ টাকা ব্যয় অর্থায়নের মূলধন বাজেটিং এর সাথে জড়িত।

ব্যবসায়ে দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে মূলধন বাজেটিং বলে। সাধারণত বড় বিনিয়োগসমূহ দীর্ঘমেয়াদের জন্য করা হয়। কোনো বিনিয়োগের মেয়াদ ৫ বছর কিংবা তার চেয়ে বেশি হলে সেটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ। মূলধন বাজেটিং-এর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত নেয়া অর্থায়নের একটি মুখ্য কাজ।

উদ্দীপকে জনাব রাসেল চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে ২০ লাখ টাকা দিয়ে প্রিয়াস নামে বিশুদ্ধ পানি প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি তার ব্যবসায়ের জন্য ১২ লাখ টাকা দিয়ে পানি উত্তোলনের একটি মেশিন বিদেশ থেকে ক্রয় করেন। মেশিনটি জনাব রাসেল তার

ব্যবসায়ের জন্য দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবেন। মেশিন ক্রয়ের অর্থের পরিমাণ বেশি হওয়ায় জনাব রাসেল মূলধন বাজেটিং ব্যবহার করে সিদ্ধান্ড় নিয়েছেন। সুতরাং তার মেশিন ক্রয়ের কাজটি অর্থায়নের মূলধন বাজেটিং এর সাথে জড়িত।

ঘ পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতি অনুসরণ না করায় প্রিয়াস প্রতিষ্ঠানটি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতি বলতে বোঝায় কোনো বিনিয়োগকারী তার সমুদয় অর্থ একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ না করে ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে। এতে কোনো নির্দিষ্ট প্রকল্পে লোকসান হলেও অন্য প্রকল্পের মুনাফা দিয়ে ব্যবসায়ের ঝুঁকি মোকাবিলা করা যায়।

উদ্দীপকে জনাব রাসেল চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে ২০ লাখ টাকা দিয়ে প্রিয়াস নামে একটি বিশুদ্ধ পানি প্রক্রিয়াকরণের ব্যবসায় শুর" করেন। তিনি মেশিন, খুচরা যন্ত্রপাতি ক্রয়, বিজ্ঞাপন এবং পরিচালনা ব্যয় বাবদ ২০ লাখ টাকা খরচ করেন। অর্থাৎ তিনি তার পানি প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসায় পুরো ২০ লাখ টাকাই বিনিয়োগ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তার ব্যবসায়টি ১ম বছর ৪ লাখ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। জনাব রাসেল পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতি অনুসরণ করতে পারতেন। ধরা যাক তিনি যদি বিশুদ্ধ পানি প্রক্রিয়াকরণে ১০ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে অন্য প্রকল্পে বাকি টাকা বিনিয়োগ করতেন, তাহলে পানির ব্যবসায়ে লোকসান হলেও ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্ড়িত হতেন না। বিকল্পভাবে বলা যায়, অন্য প্রকল্পে মুনাফা হওয়ার ফলে তার সার্বিক পোর্টফোলিও ক্ষতির সম্মুখীন হতো না। সুতরাং বলা যায়, পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতি অনুসরণ না করায় প্রিয়াস প্রতিষ্ঠানটি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২৫ BD কোম্পানি লি. এর শেয়ার প্রতি আয় ২৫ টাকা, লভ্যাংশ বণ্টনের হার ১০০%। অপরদিকে AC কোম্পানি লি. এর শেয়ার প্রতি আয় ৩০ টাকা, লভ্যাংশ বণ্টনের হার ২৫%। আরও খোঁজ নিয়ে জানা যায়, AC কোম্পানি ঢাকা শহরে সৌন্দর্য্য বর্ধন প্রকল্পে ১,০০,০০০ টাকা অনুদান দেয় এবং গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করে থাকে।

[ˆcÉwmGW´Ÿ cÉGdmi W. BqvRDwób AvnGÁÃ` ˆiwmGWw´Öqvj gGWj Õ•zj ‰´£ KGjR, gy´ÖxMé]

ক. ব্যবসায় অর্থায়ন কী? ১

খ. তারল্য সংকটে কোন ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. AC কোম্পানি কোন ধরনের সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোন কোম্পানিটি সম্পদ সর্বোচ্চকরণকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে বলে তুমি মনে করো? যুক্তিসহ উত্তর দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে যে নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে ব্যবসায় অর্থায়ন বলে।

খ তারল্য সংকটের কারণে তারল্য ঝুঁকির সৃষ্টি হয়।

তারল্য বলতে নগদ টাকা এবং নগদ অর্থের সমতুল্য সম্পদকে বোঝায়। নগদ অর্থ প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে তরল সম্পদ। একটি প্রতিষ্ঠানের চলতি খরচ (যেমন-বেতন, ঋণের সুদ) মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত তরল সম্পদ না থাকলে তারল্য ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়, ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ড় হয় এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ওপর বিভিন্ন পক্ষের আস্থা কমে যায়।

গ AC কোম্পানি জনসাধারণ এবং পরিবেশের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে।

সমাজের প্রতি ব্যবসায়ের পালনীয় দায়িত্ব ব্যবসায়ের সমাজিক দায়িত্ব। সমাজের বিভিন্ন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কোম্পানি সম্পদ সর্বোচ্চকরণের চেষ্টা করে। তবে সামাজিক দায়িত্ব পালনে কোম্পানি বাধ্য নয়।

উদ্দীপকে AC কোম্পানি ঢাকা শহরের সৌন্দর্য বর্ধন করার জন্য ১,০০,০০০ টাকা অনুদান দেয় এবং গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করে। এখানে কোম্পানিটি ব্যবসায় পরিচালনার পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে। সাধারণ জনগণের প্রতি দায়িত্বস্বরূপ AC কোম্পানি গবির মেধাবীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখেছে। আবার সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য অনুদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশের উন্নয়নে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই বলা যায়, AC কোম্পানি সাধারণ জনগণের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে।

ঘ BD কোম্পানি লি. সম্পদ সর্বোচ্চকরণকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে বলে আমি মনে করি।

সম্পদ সর্বোচ্চকরণ বলতে কোম্পানির শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধিকরণকে বোঝায়। শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ বলতে তাদের শেয়ার মূল্যকেই বোঝানো হয়। আর কোম্পানি শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি করার মাধ্যমে মূলত শেয়ার হোল্ডারদের সম্পদ সর্বাধিকরণ করে। শেয়ারের মূল্য নির্ভর করে শেয়ার প্রতি নগদ প্রবাহের (লভ্যাংশ ও মূলধনী আয়) ওপর।

উদ্দীপকে BD কোম্পানি লি.-এর শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ ২৫ টাকা। এর লভ্যাংশ বণ্টনের হার ১০০%। অপরদিকে AC কোম্পানি লি. এর শেয়ার প্রতি আয় ৩০ টাকা এবং লভ্যাংশ বণ্টনের হার ২৫%। এখানে BD কোম্পানির লভ্যাংশের পরিমাণ ২৫ টাকা আয় AC কোম্পানির লভ্যাংশ ১২.৫০ টাকা।

লভ্যাংশ বণ্টনের হার ১০০% হওয়ায় BD কোম্পানি লি. এর শেয়ারহোল্ডাররা AC কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের চেয়ে বেশি নগদ প্রবাহ পান। আর শেয়ারের বাজার মূল্য নির্ধারণ করার জন্য এই নগদ প্রবাহসমূহকে বাট্টাকরণ করা হয় বিধায় BD কোম্পানি লি.-এর শেয়ারের মূল্যই বেশি হবে। পক্ষান্ড়রে, AC কোম্পানি লি.-এর মুনাফার পরিমাণ বেশি। কিন্তু কোম্পানিটি কম পরিমাণ লভ্যাংশ বিতরণ করে সংরক্ষিত মুনাফা বাড়াচ্ছে যাতে এটি ভবিষ্যতে আরো বিনিয়োগ করতে পারে। বিনিয়োগ বাড়ালে মুনাফার পরিমাণ বাড়বে। অর্থাৎ AC কোম্পানি মূলত মুনাফা সর্বাধিকরণের উপর প্রাধান্য দেয়। কিন্তু শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধির মাধমে BD কোম্পানি সম্পদ সর্বোচ্চকরণকে প্রাধান্য দিয়েছে।

প্রশ্ন ▶২৬

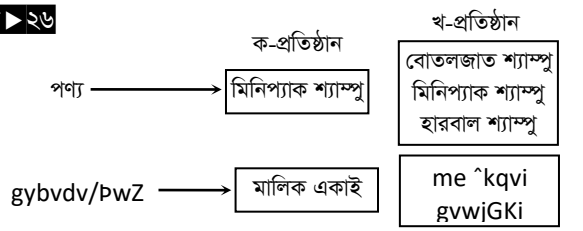

[সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]

ক. ব্যক্তিগত অর্থায়ন কী? ১

খ. মুনাফা সর্বাধিকরণ বলতে তুমি কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের খ-প্রতিষ্ঠানটিতে অর্থায়নের কোন নীতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ক ও খ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনটিতে বিনিয়োগকারীর ঝুঁকি বেশি? মতামত দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের প্রয়োজনে মালিকের নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থায়ন করাকে ব্যক্তিগত অর্থায়ন বলে।

খ কোনো ব্যবসায় বা ফার্মের মুনাফা বৃদ্ধি করাকে মুনাফা সর্বাধিকরণ বলে।

সাধারণত মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিলে মুনাফা পাওয়া যায়। একটি কোম্পানি পণ্যের উৎপাদন খরচ কমিয়ে মুনাফা সর্বাধিকরণ করতে পারে। মুনাফা সর্বাধিকরণের মাধ্যমে ফার্মের শেয়ার প্রতি আয় বৃদ্ধি করা হয়।

সহায়ক তথ্য

শেয়ার প্রতি আয় (EPS) আর শেয়ার মূল্য (Stock price) এক কথা নয়।

গ উদ্দীপকের খ-প্রতিষ্ঠানটিতে অর্থায়নের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুযায়ী কোম্পানি বা বিনিয়োগকারী শুধু একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ না করে বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে। এই নীতি অনুসরণের মাধমে ঝুঁকি বণ্টন করা বা ঝুঁকি কমানো যায়।

উদ্দীপকের চিত্র থেকে দেখা যায় খ-প্রতিষ্ঠানটি শুধু একটি পণ্যে বিনিয়োগ না করে বিভিন্ন পণ্যে বিনিয়োগ করেছে। কোম্পানি পণ্যগুলো হলো বোতলজাত শ্যাম্পু, মিনিপ্যাক শ্যাম্পু এবং হারবাল শ্যাম্পু। তিনটি পণ্যে বিনিয়োগের মাধ্যমে খ-প্রতিষ্ঠানটি এর ঝুঁকি কমিয়েছে। অর্থাৎ যদি কোনো একটি পণ্যে লোকসানও হয় তাহলে অন্য পণ্যের মুনাফা দিয়ে কোম্পানিটি তার সার্বিক ক্ষতি সমন্বয় করতে পারবে। পক্ষান্তরে শুধু একটি পণ্যে বিনিয়োগ করা হলে এটি সম্ভব হতো না। কোম্পানিটি মোট তিনটি পণ্যে বিনিয়োগ করার মধ্য দিয়ে ঝুঁকি বণ্টন করতে পেরেছে। এটিই পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতির মূলকথা। এ থেকে বলা যায়, খ-প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতির প্রতিফলন হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে ক-প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা বিনিয়োগকারীর জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

কোনো কোম্পানিতে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হলো ঝুঁকি। বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন- কোম্পানির মুনাফার পরিমাণ, লভ্যাংশের পরিমাণ, প্রতিষ্ঠানের বৈচিত্র্যায়ন, ব্যবসায়ের ধরন, পণ্যের চাহিদা ইত্যাদি।

উদ্দীপকে দুটি প্রতিষ্ঠান যথা ক ও খ এর মধ্যে 'ক' শুধু মিনিপ্যাক শ্যাম্পু উৎপাদন করে। পক্ষান্তরে 'খ' মিনিপ্যাক শ্যাম্পুর পাশাপাশি বোতলজাত এবং হারবাল শ্যাম্পু উৎপাদন করে। ক-প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বা ক্ষতি মালিক একাই ভোগ বা বহন করে। পক্ষান্তরে খ-প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বা ক্ষতি সব শেয়ার মালিকদের মাঝে বণ্টিত হয়। অর্থাৎ বোঝা যায়, ক-প্রতিষ্ঠানটি একটি একমালিকানা ব্যবসায়। খ-প্রতিষ্ঠানটি একটি যৌথ মূলধনী ব্যবসায়।

ক-প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ একমালিকানা ব্যবসায়ে সাধারণত দায় অসীম হয়। আবার ক-প্রতিষ্ঠানটি পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুসরণ করে না। ফলে মিনিপ্যাক শ্যাম্পুতে লোকসান হলে 'ক' কোম্পানিটি 'খ' কোম্পানির মত সার্বিক লোকসান এড়াতে পারবে না। ফলে মালিকের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আর ক্ষতি হয়ে গেলেও এক মালিকানা ব্যবসায় হওয়ায় এই ক্ষতির দায় হবে অসীম। পক্ষান্তরে, খ-প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হলেও সেটি শেয়ারের মূল্য পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাই তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, ক-প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা বিনিয়োগকারীদের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶২৭ জনাব জামিল ধান, পাট ও বিভিন্ন মৌসুমী শস্যের উদীয়মান পাইকারী ব্যবসায়ী। তিনি তার নিজের জমানো ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সুবিধামতো অর্থ সংগ্রহ করে বিভিন্ন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করেন। তিনি মোটামুটি সফল অবস্থানে ছিলেন। এসময় তিনি বেশ সচ্ছলতার সাথে ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা করছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে হঠাৎ তিনি ব্যাংকে বেশি পরিমাণ টাকা জমা রাখায় একটু সমস্যার মধ্যে পড়েন। এটি তাকে ধীরে ধীরে মূলধন সংকটের মধ্যে ফেলে দেয়। এর ফলে তার ব্যবসায়িক ক্ষতি সাধিত হয়। তিনি ব্যবসায় পরিচালনায় হিমসিম খান। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সৈয়দপুর]*

ক. অর্থায়নের সামাজিক দায়িত্ব বলতে কী বোঝায়? ১

খ. "অর্থায়নের লক্ষ্য অর্জনে নীতি মানা প্রয়োজন" – ব্যাখ্যা করো। ২

গ. প্রথম দিকে জনাব জামিলের ব্যবসায়িক সফলতার পেছনের কারণ কী হতে পারে তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অর্থায়নের বিভিন্ন নীতির আলোকে জনাব জামিলের ব্যবসায়িক বর্তমান সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য করণীয় কাজ সম্পর্কে আলোচনা করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের সংশি-ষ্ট সকল পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করে ব্যবসায়ের সম্পদ সর্বাধিকরণ করাকে অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে।

খ যেকোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য অর্থায়নের নীতিমালা মেনে চলা আবশ্যক।

আর্থিক সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আর্থিক ব্যবস্থাপককে ঝুঁকি মুনাফার নীতি, পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণ নীতি, তারল্য মুনাফা নীতি ইত্যাদি মেনে চলতে হয়। কারণ এসব নীতি মেনে না চললে শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ সর্বাধিকরণ সম্ভব না। আর সম্পদ সর্বাধিকরণ অর্থায়নের মূল লক্ষ্য হওয়ায় অর্থায়নের নীতিমালা অনুসরণ করা প্রয়োজন।

গ প্রথম দিকে জনাব জামিলের ব্যবসায়িক সফলতার কারণ হলো তিনি পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতি অনুসরণ করেছেন।

পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতি অনুযায়ী বিনিয়োগকারীর সমুদয় অর্থ কোনো একটি সম্পদেই বিনিয়োগ না করে বিভিন্ন সম্পদে বিনিয়োগ করা উচিত। এতে ঝুঁকির পরিমাণ কমে যায়।

উদ্দীপকে জনাব জামিল একজন উদীয়মান ধান, পাট ও বিভিন্ন মৌসুমী শস্যের পাইকারী ব্যবসায়ী। তিনি তার নিজের জমানো টাকা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সুবিধামতো অর্থ সংগ্রহ করেন। তিনি তার মূলধন শুধু একটি খাতে বিনিয়োগ না করে বিভিন্ন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করেন এবং তিনি তার ব্যবসায়ে সফলতা পান। তিনি মূলত বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করার কারণেই সফলতা পেয়েছেন। যা পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতির মূল কথা। সুতরাং বলা যায়, জনাব জামিল পোর্টফোলিও বৈচিত্রায়ণের নীতি অনুসরণ করার কারণে প্রথম দিকের ব্যবসায়ে লাভজনক অবস্থানে ছিলেন।

ঘ বর্তমান সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য জনাব জামিলের তারল্য ও মুনাফার নীতি অনুসরণ করা উচিত।

তারল্য ও মুনাফার নীতি অনুযায়ী একজন বিনিয়োগকারীকে নগদ অর্থ ও মুনাফার মধ্যে সমন্বয় করতে হয়। অর্থাৎ এমনভাবে বিনিয়োগ করতে হয় যেন তারল্য ঘাটতি না হয়। আর অতিরিক্ত নগদ অর্থ হাতে রাখতে গিয়ে মুনাফা কমে না যায়।

উদ্দীপকে জনাব জামিল তার ব্যবসায়ের শুরুর দিকে পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতি অনুসরণ করায় সফলতা পান। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ব্যাংকে বেশি পরিমাণ টাকা জমা রাখেন এবং মূলধন সংকটে পড়েন। এর ফলে তিনি ব্যবসায় পরিচালনা করতে হিমসিম খান এবং তার ব্যবসায়িক ক্ষতি সাধিত হয়। তিনি ব্যাংকে টাকা রাখার মধ্য দিয়ে শুধু মুনাফাকে বিবেচনায় নিয়েছেন। কিন্তু তারল্য কমে যাওয়ায় তিনি মূলধন সংকটে পড়েছেন।

তারল্য ও মুনাফার নীতি অনুসরণ করলে জনাব জামিল তার ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ হাতে রেখে বাকি টাকা ব্যাংকে রাখতেন। ফলে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে সেটি হতো না। এর থেকে উত্তরণের জন্য জনাব জামিল ব্যাংক থেকে সমস্ড় টাকা তুলে ফেলে সম্পূর্ণ নতুনভাবে আবারো বিনিয়োগ করতে পারেন। তবে তা তারল্য ও মুনাফার নীতিকে অনুসরণ করে। আবার তিনি নতুন করে মূলধন সংস্থান করার মাধ্যমেও সংকট মোকাবিলা করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶২৮ আসাদ সাহেব একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক। ব্যবসায়ের প্রথমদিকে তার ব্যবসায় খুব বেশি পরিমাণ লাভ হতো না। কখনও ক্রেতা পণ্য না পেয়ে ফিরে যেত কখনও পণ্য দোকানে রয়ে যেত। এজন্য তিনি ব্যবসায়ের অর্থ ব্যবস্থা একটু পরিবর্তন করেন। এখন তিনি আশানুরূপ মুনাফা পাচ্ছেন। তিনি এখন ব্যবসায় সম্প্রসারণের সাথে সাথেই অর্থ জমা করে জমি কিনতে চাচ্ছেন। অধিকন্তু তার ব্যবসায়ের সম্পদের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে।

[কুমিল-া মডেল কলেজ]

ক. ব্যবসায় অর্থায়ন কী? ১

খ. তারল্য সংকটে কোন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আসাদ সাহেব তার ব্যবসায়ে কোন নীতি অনুসরণ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আসাদ সাহেব ব্যবসায়ের মূল লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছেন কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস নির্ধারণ, সংগ্রহ ও বিনিয়োগ কার্যক্রমকে ব্যবসায় অর্থায়ন বলে।

খ তারল্য সংকটের কারণে ব্যবসায় পরিচালনা অসম্ভব হয়ে যেতে পারে।

তারল্য বলতে হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ নগদ অর্থকে বোঝায়। হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ নগদ অর্থ না থাকলে কোম্পানি তার ব্যবসায় পরিচালনার দৈনন্দিন খরচ মেটাতে পারে না। ফলে তারল্য ঝুঁকির সৃষ্টি হয় এবং কোম্পানি ব্যবসায় পরিচালনায় অসমর্থ্য হয়ে পড়ে।

গ আসাদ সাহেব তার ব্যবসায়ে তারল্য ও মুনাফার নীতি অনুসরণ করেছেন।

তারল্য ও মুনাফার নীতি অনুযায়ী একটি কোম্পানিকে যথেষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থ যেমন হাতে রাখতে হয় তেমনি পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জন করার জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগও করতে হয়। অর্থাৎ তারল্য ও মুনাফার মধ্যে কোম্পানিকে একটি সমন্বয় সাধন করতে হয়।

উদ্দীপকে আসাদ সাহেব একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক। ব্যবসায়ের প্রথম দিকে তার প্রতিষ্ঠানে খুব বেশি পরিমাণ লাভ হতো না। কারণ কখনো ক্রেতা পণ্য না পেয়ে ফিরে যেত আবার কখনো পণ্য দোকানে রয়ে যেত। তিনি পরে অর্থ ব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন আনেন। তার ব্যবসায়ের অর্থায়নের তারল্য ও মুনাফার নীতিতে সমস্যা ছিল। তার দোকানের পণ্যের পরিমাণ দেখে এটি বোঝা যায়। অর্থাৎ তিনি যখন দোকানে বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ করতেন তখন পণ্য রয়ে যেত। আবার যখন তিনি অধিক পরিমাণে তারল্য রাখতেন তখন দোকানে পণ্য সংকট দেখা দিত। ফলে ক্রেতারা ফিরে যেত। তিনি মূলত তারল্য এবং মুনাফার মধ্যে সঠিকভাবে সমন্বয় সাধন করতে পারেন নি। পরে তিনি এ নীতি সঠিকভাবে অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করেন।

ঘ আসাদ সাহেব তার ব্যবসায়ের মূল লক্ষ্য সম্পদ সর্বাধিকরণ অর্জন করতে পেরেছেন।

সম্পদ সর্বাধিকরণই অর্থায়নের বা যে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। ব্যবসায়ের বর্তমান বা ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পায় বা সম্পদ সর্বাধিকরণ হয়। আর নগদ প্রবাহ বৃদ্ধির একটি উপায় হলো ব্যবসায়ের বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো বা ব্যবসায় সম্প্রসারণ করা।

উদ্দীপকে আসাদ সাহেব একটি ব্যবসায়ের মালিক। ব্যবসায়ের প্রথম দিকে তারল্য ও মুনাফার নীতি সঠিকভাবে অনুসরণ না করায় তার মুনাফা হতো না। কারণ ক্রেতারা অনেক সময় পণ্য পেত অনেক সময় পেত না। পরে তিনি তারল্য ও মুনাফার নীতি সঠিকভাবে অনুসরণ করার মাধ্যমে আশানুরূপ মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হন। ফলে তিনি তার ব্যবসায় সম্প্রসারণ করেন। একই সাথে তিনি অর্থ জমা করে জমি কিনতে চাচ্ছেন। তার ব্যবসায়ের সম্পদের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে।

আসাদ সাহেব তার ব্যবসায়ের মুনাফা বৃদ্ধি করতে পেরেছেন। মুনাফা সর্বাধিকরণের পাশাপাশি তিনি ব্যবসায়ের মূল লক্ষ্য সম্পদ সর্বাধিকরণও অর্জন করতে পেরেছেন। কারণ তার ব্যবসায় তিনি সম্প্রসারণ করছেন এবং জমি কেনার সিদ্ধান্ড় নিয়েছেন। ফলে তার ব্যবসায় থেকে ভবিষ্যত নগদ প্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এটিই মূলত ভবিষ্যতে আসাদ সাহেবের সম্পদ সর্বাধিকরণ করবে। তাই বলা যায়, আসাদ সাহেব সম্পদ সর্বাধিকরণের লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছেন।

প্রশ্ন ▶২৯ মি. সিরাজ তার সঞ্চিতি ১,৫০,০০০ টাকা B কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। অথচ তিনি সঞ্চিত টাকা বিভিন্ন অনুপাতে বিভিন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে পারতেন। পরে তিনি ছোট একটি ব্যবসায়ের জন্য স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করেন।

[ফেনী সরকারি কলেজ]

ক. মুনাফা সর্বাধিকীকরণ কী? ১

খ. লভ্যাংশ নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় অর্থায়নের কোন কার্যাবলির অন্ড়র্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মি. সিরাজ কোন নীতি অবলম্বনে মাধ্যমে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারতেন বলে তুমি মনে করো? ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ফার্ম বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বা শেয়ার প্রতি আয় বৃদ্ধি করাকে মুনাফা সর্বাধিকরণ বলে।

খ মোট মুনাফার কত অংশ লভ্যাংশ হিসেবে বণ্টন করা হবে এবং কত অংশ সংরক্ষণ করা হবে তা নির্ধারণ সংক্রান্ড়নীতিকে লভ্যাংশ নীতি বলে।

কোম্পানি মোট মুনাফার পুরো অংশ লভ্যাংশ হিসেবে বণ্টন করে না। কারণ কোম্পানি হঠাৎ কোনো বিনিয়োগের সুযোগ পেলে তাতে বিনিয়োগ করতে সংরক্ষিত মুনাফা হাতে রাখে। কিন্তু মোট মুনাফার ঠিক কত অংশ সংরক্ষিত মুনাফা হিসেবে রাখা হবে আর কত অংশ লভ্যাংশ হিসেবে প্রদান করা হবে তা লভ্যাংশ নীতির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়।

গ উদ্দীপকে স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় অর্থায়নের মূলধন বাজেটিং এর অন্ড়র্ভুক্ত।

মূলধন বাজেটিং বলতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করাকে বোঝায়। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের নগদ আন্ড়প্রবাহ এবং প্রারম্ভিক বিনিয়োগ বিবেচনা করে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করা হয় তাকে মূলধন বাজেটিং বলে।

উদ্দীপকে মি. সিরাজ B কোম্পানির শেয়ারে তার সঞ্চিত সব টাকা বিনিয়োগ করে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। পরে তিনি একটি ছোট ব্যবসায়ের জন্য স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করেন। স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করার সিদ্ধান্ড়টি একটি মূলধন বাজেটিংয়ের সিদ্ধান্ড়। এটি অর্থায়নের কার্যাবলির দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মূলধন বাজেটিং এর মাধ্যমে মি. সিরাজ স্থায়ী সম্পত্তি থেকে তার সম্ভাব্য লাভের পরিমাণ নির্ণয় করেছেন। তারপর তিনি বিনিয়োগ করেছেন। কেননা তিনি ইতোমধ্যে একবার ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছেন। মূলধন বাজেটিং

সঠিকভাবে প্রয়োগ করার মাধ্যমে পরবর্তীতে তিনি ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবেন। তাই বলা যায়, মি. সিরাজের স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করার কাজটি মূলধন বাজেটিংয়ের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে মি. সিরাজ পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারতেন।

পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুযায়ী কোনো বিনিয়োগকারীর সমুদয় মূলধন একটি সম্পদে বিনিয়োগ করা উচিত নয়। বরং বিভিন্ন সম্পদে বিনিয়োগ করে ঝুঁকি বণ্টন করে দেয়া উচিত।

উদ্দীপকে মি. সিরাজ তার সঞ্চিত ১,৫০,০০০ টাকা B কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি তার সঞ্চিত অর্থের সমুদয় টাকা শুধু B কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করেন। অথচ তিনি যদি বিভিন্ন কোম্পানিতে বিভিন্ন অনুপাতে বিনিয়োগ করতেন তাহলে তার ক্ষতি হতো না।

মি. সিরাজ তার ১,৫০,০০০ টাকার মধ্যে কিছু অংশ কোম্পানি B-এর শেয়ারে বিনিয়োগ করতে পারতেন। এক্ষেত্রে বাকি অংশ তিনি অন্য এক বা একাধিক কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করতে পারতেন। এক্ষেত্রে B কোম্পানিতে ক্ষতি হলেও অন্যান্য কোম্পানিতে মুনাফা হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোপরি মি. সিরাজের বেশি মুনাফা না হলেও অন্তত ক্ষতি হতো না। অর্থাৎ তিনি অন্যান্য কোম্পানির মুনাফা দিয়ে B কোম্পানির ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারতেন। যা পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতির যথাযথ প্রয়োগ। তাই বলা যায়, মি. সিরাজ পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারতেন।

প্রশ্ন ▶৩০ রাহাত কোং লিমিটেড একটি চামড়া প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান। এটি তুরাগ নদীর তীরে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে খুবই সচেতন। প্রক্রিয়াজতকরণের সময় এর বর্জ্য ও দূষিত পানি নদীতে পড়ায় পানি, বায়ু ও মাটি দূষিত হচ্ছে। এর জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ একটি পানি পরিশোধন যন্ত্র ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যন্ত্রটি ক্রয় করার জন্য ৫ কোটি টাকা প্রয়োজন। এর আয়ুষ্কাল ১৫ বছর। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. সম্পদ সর্বোচ্চকরণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. পানি পরিশোধনকারী যন্ত্র ক্রয় অর্থায়নের কোন কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রাহাত কোং লি.-এর বিনিয়োগ সিদ্ধান্তটি অর্থায়নের কোন ধারণার সাথে সম্পৃক্ত? বিশে-ষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থ বিনিয়োগের পরিকল্পনা, সংস্থান, সংরক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্যাবলিকে অর্থায়ন বলে।

খ সম্পদ সর্বোচ্চকরণ বলতে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধিকরণ বা সর্বাধিকরণকে বোঝায়।

কোনো কোম্পানির শেয়ারমালিকদের সম্পদ পরিমাপ করা হয় শেয়ার মূল্য দ্বারা। কোম্পানির শেয়ারের মূল্য নির্ভর করে এর নগদ প্রবাহের পরিমাণ, সময় এবং ব্যবসায়িক ঝুঁকির ওপর। কোম্পানির নগদ প্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে এবং ঝুঁকি কমলে শেয়ারের মূল্য বাড়ে। ফলে শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ সর্বোচ্চ হয়।

গ পানি পরিশোধনকারী যন্ত্র ক্রয় করা মূলধন বাজেটিং-এর অন্তর্ভুক্ত।

মূলধন বাজেটিং বলতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে বোঝায়। দীর্ঘমেয়াদে কোনো প্রকল্প লাভজনক হবে কিনা, সেটি নির্ণয় করার জন্য প্রকল্পটির নগদ আন্তঃপ্রবাহ বিবেচনা করা হয়। প্রাথমিক বিনিয়োগের সাথে এই আন্তঃপ্রবাহ তুলনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

উদ্দীপকে রাহাত কোং একটি চামড়া প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন। চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় এর বর্জ্য পানি ও দূষিত পানি নদীতে মিশে যাওয়ায় পানি, বায়ু ও মাটি দূষিত হচ্ছে। রাহাত কোং-এর ব্যবস্থাপনা এর জন্য একটি পানি পরিশোধন যন্ত্র ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যন্ত্রটির মেয়াদ ১৫ বছর। আমরা জানি, কোনো বিনিয়োগের মেয়াদ ৫ বছরের বেশি হলে সেটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য হয়। আর দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ অর্থায়নের মূলধন বাজেটিং-এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, রাহাত কোং লিমিটেডের পানি পরিশোধনকারী যন্ত্র ক্রয় অর্থায়নের মূলধন বাজেটিং এর অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের রাহাত কোং লিমিটেডের বিনিয়োগ সিদ্ধান্তটি অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতার সাথে সম্পৃক্ত।

সমাজের প্রতি ব্যবসায়ের যে দায়িত্ব তাকেই ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে। অর্থাৎ অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে বোঝায় সমাজের বিভিন্ন পক্ষের (যেমন- ভোক্তা, সাধারণ জনগণ, সরকার, পরিবেশ ইত্যাদি) স্বার্থরক্ষা করে ব্যবসায়ের সম্পদ সর্বাধিক করা।

উদ্দীপকে রাহাত কোং লিমিটেড একটি চামড়া প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি থেকে নির্গত দূষিত পানি এবং বর্জ্য পরিবেশ দূষণ করছে। কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পর্ষদ এ সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় পানি বিশুদ্ধকরণ একটি যন্ত্র ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। যন্ত্রটির আয়ুষ্কাল ১৫ বছর এবং এর খরচ ৫ কোটি টাকা। যন্ত্রটি কেনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে।

রাহাত কোম্পানি লিমিটেড থেকে নির্গত পানি নদীতে পড়ার মাধ্যমে মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ করছিল। পানি পরিশোধনকারী যন্ত্র কিনলে কোম্পানিটির নির্গত পানি আর দূষিত অবস্থায় নদীতে পড়বে না। ফলে পরিবেশ দূষণ হবে না। কোম্পানিটি এই দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত না নিলেও তার ব্যবসায় চলত। কিন্তু কোম্পানিটি সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় উক্ত অর্থায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং বলা যায়, রাহাত কোং লি. এর বিনিয়োগ সিদ্ধান্তটি অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণার সাথে সম্পৃক্ত।

প্রশ্ন ▶৩১ 'ইস্ট ওয়েস্ট' হলো একটি আন্তর্জাতিক শিপিং কর্পোরেশন। কোম্পানিটি বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করছে। যথাযথ বিধিবিধান মেনে চলেই এটি তার যাত্রা শুরু করেছে। কিন্তু পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এটি মূলধন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। সে জন্য কোম্পানিটি শেয়ার ইস্যুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। *[চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ]*

ক. ব্যবসায় অর্থায়ন কী? ১

খ. দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. শেয়ার ইস্যুর সিদ্ধান্ত 'ইস্ট ওয়েস্ট' কোম্পানির জন্য কোন ধরনের সিদ্ধান্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শেয়ার ইস্যুর সিদ্ধান্ত ইস্ট ওয়েস্ট কোম্পানির জন্য কতটুকু যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে করো? ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ ও বিনিয়োগ করার কাজকে ব্যবসায় অর্থায়ন বলে।

খ দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো মূলধন বাজেটিং।

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাকে মূলধন বাজেটিং বলে। এই প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকল্পের নগদ প্রবাহ গণনা করা হয় এবং তা বাট্টা করে প্রারম্ভিক বিনিয়োগের সাথে

তুলনা করা হয়। এক্ষেত্রে কোনো প্রকল্প লাভজনক প্রতীয়মান হলে সেটিতে বিনিয়োগ করা হয় আর ক্ষতি হলে বর্জন করা হয়।

গ শেয়ার ইস্যুর সিদ্ধান্ড় ইস্ট ওয়েস্ট কোম্পানির তহবিল সংগ্রহ সংক্রান্ড় সিদ্ধান্ড়।

অর্থায়নের প্রথমেই তহবিল সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন উৎস চিহ্নিতকরণ, সেগুলোর সুযোগ-সুবিধা যাচাই করে উপযুক্ত উৎস নির্বাচন করা হয়। তহবিলের উৎস নির্বাচনে কোম্পানিকে মূলধন খরচ, মূলধন কাঠামো ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

উদ্দীপকে ইস্ট ওয়েস্ট একটি আন্ড়র্জাতিক শিপিং কর্পোরেশন। কোম্পানিটি বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু কোম্পানিটি এর পরিকল্পনা বাস্ড়বয়ন করতে গিয়ে মূলধন সমস্যার সম্মুখীন হয়। সে জন্য কোম্পানিটি শেয়ার ইস্যু করে। কোম্পানিটি তহবিল সংগ্রহ করার জন্য শেয়ার ইস্যু করে, যা অর্থায়নের অন্যতম কাজ। শেয়ার ইস্যু করার ক্ষেত্রে কোম্পানিটিকে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় নিতে হয়েছে। যেমন, এর মূলধন খরচে কি প্রভাব পড়বে কিংবা মূলধন কাঠামোতে কেমন পরিবর্তন আসবে। আবার অন্য কোনো উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করা যায় কিনা সেগুলো বিবেচনা পূর্বক কোম্পানিটি সিদ্ধান্ড় নিয়েছে। তাই বলা যায়, শেয়ার ইস্যু করার সিদ্ধান্ড়টি তহবিল সংগ্রহ সংক্রান্ড় সিদ্ধান্ড়।

ঘ শেয়ার ইস্যু করার সিদ্ধান্ড়টি ইস্ট ওয়েস্ট কোম্পানির জন্য যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

বিনিয়োগ করার জন্য মূলধন সংগ্রহ করাকে অর্থায়নে তহবিল সংগ্রহ বলা হয়। কোনো কোম্পানি তহবিল সংগ্রহ করার জন্য প্রথমত সম্ভাব্য উৎসসমূহ চিহ্নিত করে। পরবর্তীতে উৎসগুলোর সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে উপযুক্ত উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করে।

উদ্দীপকে ইস্ট ওয়েস্ট আন্ড়র্জাতিক শিপিং কর্পোরেশন বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কোম্পানিটি যাবতীয় বিধি-বিধান মেনেই তার যাত্রা শুর করেছে। তবে পরিকল্পনাটি বাস্ড়বায়ন করতে গিয়ে কোম্পানিটি মূলধন সমস্যায় পড়ে। এজন্য কোম্পানিটি শেয়ার ইস্যু করার সিদ্ধান্ড় নিয়েছে।

ইস্ট ওয়েস্ট একটি আন্ড়র্জাতিক কোম্পানি। বাংলাদেশে এর যাত্রা শুর করার জন্য যে বিপুল পরিমাণ তহবিল প্রয়োজন তা শুধু শেয়ার ইস্যু করার মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। আবার শেয়ার ইস্যু করার ফলে কোম্পানির দেউলিয়াত্বের ঝুঁকিও থাকবে না যা বন্ড ইস্যু করলে বা ঋণ নিলে থাকত। এছাড়াও মূলধন কাঠামো, মূলধন খরচ ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়েও কোম্পানিটি শেয়ার ইস্যু করেছে। তাই বলা যায়, শেয়ার ইস্যু করা ইস্ট ওয়েস্ট কোম্পানির জন্য যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩২ জনাব রাজু সীমান্ড় কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপক। ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য অর্থের প্রয়োজন, এজন্য তারা বাজারে ১০০ কোটি টাকার সাধারণ শেয়ার ছাড়ার পরিকল্পনা করেছে। অন্যদিকে কোম্পানি প্রতিবছর গরিব এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করে ফলে তাদের সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. সম্পদ সর্বোচ্চকরণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত সীমান্ড় কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপক জনাব রাজুর পরিকল্পনা অর্থায়নের কোন কার্যাবলির অন্ড়র্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সীমান্ড় কোম্পানির সুনাম বৃদ্ধির কারণ বিশে-ষণ করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থের পরিকল্পনা, সংস্থান, সংরক্ষণ, ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্যাবলিকে ব্যবসায় অর্থায়ন বলে।

খ সম্পদ সর্বোচ্চকরণ বলতে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধিকরণ বা সর্বাধিকরণকে বোঝায়।

কোনো কোম্পানির শেয়ার মালিকদের সম্পদ পরিমাপ করা হয় শেয়ার মূল্য দ্বারা। কোম্পানির শেয়ারের মূল্য নির্ভর করে এর নগদ প্রবাহের পরিমাণ, সময় এবং ব্যবসায়িক ঝুঁকির ওপর। কোম্পানির নগদ প্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে এবং ঝুঁকি কমলে শেয়ারের মূল্য বাড়ে। ফলে শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ সর্বোচ্চ হয়।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত সীমান্ড় কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপক জনাব রাজুর পরিকল্পনাটি অর্থায়নের তহবিল সংগ্রহের অন্ড়র্ভুক্ত।

আর্থিক পরিকল্পনা করার পর আর্থিক ব্যবস্থাপককে তহবিল সংগ্রহ করতে হয়। তহবিল সংগ্রহের উৎস ব্যবসায়ে গুর ত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্ড়ার করে। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপককে মূলধন ব্যয়, উৎসের মেয়াদ, মূলধন কাঠামো ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

উদ্দীপকে জনাব রাজু সীমান্ড় কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপক। ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য অর্থের প্রয়োজন হওয়ায়, কোম্পানিটি বাজারে ১০০ কোটি টাকার সাধারণ শেয়ার ছাড়ার পরিকল্পনা করেছে। কোম্পানিটি ব্যবসায় সম্প্রসারণের তহবিলের উৎস হিসেবে সাধারণ শেয়ারকে বেছে নিয়েছে। অর্থায়নের কার্যাবলির মধ্যে তহবিল সংগ্রহের জন্য উৎস নির্বাচন করতে হয়। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়। জনাব রাজু সীমান্ড় কোম্পানির জন্য সেই কাজটিই করেছেন। সুতরাং বলা যায়, জনাব রাজুর কাজটি তহবিল সংগ্রহের অন্ড়র্ভুক্ত।

ঘ অর্থায়নের সামাজিক দায়িত্ব বিষয়টি বিবেচনায় রাখার কারণে সীমান্ড় কোম্পানির সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে সমাজের বিভিন্ন পক্ষের (ভোক্তা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সরকার, পরিবেশ) স্বার্থরক্ষা করে সম্পদ সর্বাধিকরণকে বোঝায়। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন পক্ষের প্রতি ব্যবসায়ের যে দায়িত্ব বিদ্যমান তাকে অর্থায়নের সামাজিক দায়িত্ব বলে। সামাজিক দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে কোম্পানি এর সুনাম বৃদ্ধি করতে পারে।

উদ্দীপকে সীমান্ড় কোম্পানি সফলতার সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করছে। তারা তাদের ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য অর্থায়ন করছে। আবার কোম্পানিটি প্রতিবছর গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করছে। ফলে এর সুনাম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করার মধ্যদিয়ে কোম্পানিটি সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছে।

সমাজে বসবাসকারী লোকজনের প্রতি কোম্পানির কিছু দায়িত্ব রয়েছে। এর মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি দায়িত্বটি বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বার্ষিক শিক্ষাবৃত্তি দেয়ার মাধ্যমে সীমান্ড় কোম্পানি শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখছে। আবার গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের প্রতি দায়িত্বও পালন করছে। কোম্পানিটি তাদেরকে পড়াশুনার সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। সামাজিক এই দায়িত্বগুলো পালন করার কারণেই কোম্পানির সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶৩৩ প্রকাশ ফার্নিচার লি. প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপক ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য তিনটি বিনিয়োগ ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে। প্রকল্পগুলো হলো ডাইনিং টেবিল, সোফাসেট এবং খাট তৈরি। বিনিয়োগ ক্ষেত্রগুলোর প্রত্যাশিত আয় ও ব্যয় মূলায়নপূর্বক সব বিনিয়োগ ক্ষেত্র লাভজনক বলে সিদ্ধান্ড় দেন। কিন্তু মূলধনের পরিমাণ পর্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও আর্থিক ব্যবস্থাপক অধিক লাভজনক ডাইনিং টেবিল প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্ড়াব প্রধান নির্বাহীর নিকট উপস্থাপন করলে, প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত সাফল্য রক্ষার জন্য সব বিনিয়োগ প্রকল্পে বিনিয়োগ করার সুপারিশ করেন। *[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর]*

ক. ব্যবসায় অর্থায়ন কী? ১

খ. অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতা বিষয়টি গুর ত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপক অর্থায়নের কোন কার্যাবলির সাথে জড়িত? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. নির্বাহী কর্মকর্তার সিদ্ধান্তটি অর্থায়নের নীতির আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে প্রয়োজনীয় অর্থ কোন কোন উৎস থেকে তা সংগ্রহ করা হবে এবং কোন কোন খাতে বিনিয়োগ করা হবে তা নির্ধারণ করাই ব্যবসায় অর্থায়ন।

খ সমাজের বিভিন্ন পক্ষের প্রতি যথাযথভাবে দায়িত্বপালন পূর্বক ব্যবসায় পরিচালনা করা ব্যবসায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।
সমাজের বিভিন্ন পক্ষের প্রতি ব্যবসায়ের যে দায়িত্ব তাকে অর্থানের সামাজিক দায়িত্ব বলে। ব্যবসায় সামজেরই একটা অংশ হওয়ায় সমাজের বিভিন্ন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালন এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আর ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতার দিকে নজর রেখে অর্থায়ন করতে হয় বলেই একে অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতাও বলা হয়।

গ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপক অর্থায়নের মূলধন বাজেটিংয়ের সাথে জড়িত।
যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাকে মূলধন বাজেটিং বলে। এই প্রক্রিয়ায় একটি প্রকল্পের প্রারম্ভিক বিনিয়োগ এবং ভবিষ্যৎ নগদ আন্তঃপ্রবাহ বিবেচনা করে বিনিয়োগ সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়।
উদ্দীপকে প্রকাশ ফার্নিচার লি. প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপক। ব্যবসায় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে তিনটি লাভজনক বিনিয়োগ খাত চিহ্নিত করেন। এগুলো হলো ডাইনিং টেবিল, সোফাসেট এবং খাট তৈরি। তিনি এসব প্রকল্প যাচাই করার সময় আয় ও ব্যয় মূল্যায়নপূর্বক সব বিনিয়োগক্ষেত্র লাভজনক বলে সিদ্ধান্ত দেন। এর মধ্যে থেকে তিনি প্রধান নির্বাহীর পরামর্শ মতো সবগুলো প্রকল্পে বিনিয়োগ করেন। অথ্যায়নের কার্যাবলির মধ্যে এই কাজটি মূলধন বাজেটিং নামে পরিচিত। অর্থাৎ এর মাধ্যমে মূলধন বিনিয়োগের জন্য লাভজনক প্রকল্প যাচাই বাছাই করা হয়। যাদের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি হবে। প্রকাশ ফার্নিচারের আর্থিক ব্যবস্থাপক সে কাজটিই করেছেন। সুতরাং তিনি মূলধন বাজেটিংয়ের সাথে জড়িত।

ঘ নির্বাহী কর্মকর্তা পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতির আলোকে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।
পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণ নীতি অনুসারে একজন বিনিয়োগকারী তার সমুদয় অর্থ একটি সম্পদে বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করেন। এই নীতি অনুসরণ করে কোম্পানির বা বিনিয়োগকারী ঝুঁকি হ্রাস করে।
উদ্দীপকে প্রকাশ ফার্নিচার লি. এর আর্থিক ব্যবস্থাপক তিনটি লাভজনক প্রকল্প যথা: ডাইনিং টেবিল, সোফা এবং খাট তৈরি চিহ্নিত করেন। এর মধ্যে তিনি ডাইনিং টেবিল প্রস্তুত করা সবচেয়ে লাভজনক হিসেবে বিবেচনা করে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট তা উপস্থাপন করেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শুধু একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ না করে তিনটিতেই বিনিয়োগ করার জন্য বলেন।
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা যদি শুধু ডাইনিং টেবিলে বিনিয়োগ করতে বলতেন তাহলে দীর্ঘমেয়াদে কোম্পানির ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ কোনো কারণে যদি ডাইনিং টেবিলের ব্যবসায় একবার ক্ষতি হয় তাহলে কোম্পানিটি সার্বিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। পক্ষান্তরে সবগুলো প্রকল্পে বিনিয়োগ করার ফলে ডাইনিং টেবিলে লোকসান হলেও অন্য দুইটি প্রকল্পের লাভ থেকে কোম্পানি সার্বিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে। এ কারণেই প্রধান নির্বাহী যৌক্তিকভাবেই বৈচিত্র্যায়ণের নীতি অনুসরণ করে তিনটি প্রকল্পেই বিনিয়োগ করার সুপারিশ করেন।

প্রশ্ন ▶৩৪ মি. সওদাগর একজন দক্ষ ব্যাংকার। গ্রাহকদের উত্থাপিত চেক যাতে কখনো ফেরৎ না যায় সে বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সতর্ক। সেই সাথে অলস অর্থ যেন ব্যাংকে বেশি জমে না থাকে সে বিষয়েও তিনি সচেষ্ট থাকেন। অন্যদিকে তার বন্ধু মি. চৌধুরী শেয়ার ব্যবসায়ী। দুটি ভালো কোম্পানি শেয়ারমূল্য হঠাৎ বাজারে কমে যাওয়ায় আগের অনেক শেয়ার বিক্রয় করেন ও ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তিনি ঐ দুটি কোম্পানির শেয়ার কিনেছেন। কিন্তু কোম্পানি দুটোর শেয়ার মূল্য বাড়ছে না। *[সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা]*

ক. সরকারি অর্থায়ন কী? ১
খ. সম্পদ সর্বোচ্চকরণের নির্দেশক কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. সওদাগর অর্থায়নের কোন নীতি অনুসরণ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. চৌধুরী অর্থায়নের বৈচিত্র্যায়ণের নীতি ভঙ্গ করায় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন- তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি অর্থায়ন বলতে সরকারের কোন কোন খাতে বার্ষিক কী পরিমাণে ব্যয় হবে এবং সেই অর্থ কোন কোন খাত থেকে সংগ্রহ করা হবে সেটি নির্ধারণ করাকে বোঝায়।

খ শেয়ারের বাজার মূল্য বৃদ্ধি সম্পদ সর্বাধিকরণের নির্দেশক।
আর্থিক ব্যবস্থাপকগণ এমনভাবে আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যেন কোম্পনির সম্পদ সর্বাধিকরণ হয়। শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির মালিক। আর শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ বলতে আমরা শেয়ারকেই বুঝি। সুতরাং শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধি মানেই কোম্পানির সম্পদ সর্বাধিকরণ।

গ মি. সওদাগর অর্থায়নের তারল্য ও মুনাফার নীতি অনুসরণ করেন।
আর্থিক ব্যবস্থাপকের প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হয় যেন কোম্পানির তারল্য বা মুনাফা কোনোটিই ব্যাহত না হয়। তারল্য বলতে পর্যাপ্ত পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে থাকাকে বোঝায়। আবার সম্পদের ক্ষেত্রে তারল্য বলতে সেই সম্পদকে কত দ্রুত নগদে রূপান্তরিত করা যায় তাকে বোঝায়। পর্যাপ্ত তারল্য হাতে রাখতে কোম্পানির মুনাফার্জন ব্যাহত হয়।
উদ্দীপকে মি. সাওদাগর একজন দক্ষ ব্যাংকার। গ্রাহকের উত্থাপিত চেক যেন কোনো সময় ফেরত না যায় তিনি সেদিকে খেয়াল রাখেন। আবার ব্যাংকে যেন বেশি অলস অর্থ পড়ে না থাকে তিনি সেদিকেও খেয়াল রাখেন। অর্থাৎ তিনি গ্রাহকের চেক ফেরত না যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকার মাধ্যমে তারল্য নিশ্চিত করেন। আবার প্রয়োজনের বেশি নগদ অর্থ থাকলে মুনাফা কমে যাবে তাই তিনি ব্যাংকের মুনাফার ব্যাপারেও সতর্ক। অর্থাৎ তিনি তারল্য ও মুনাফার মধ্যে সমন্বয় করার মাধ্যমে তারল্য ও মুনাফার নীতি অনুসরণ করছেন।

ঘ মি. চৌধুরী অর্থায়নের বৈচিত্র্যায়ণের নীতি ভঙ্গ করায় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন –বক্তব্যটির সাথে আমি একমত।
অর্থায়নের বৈচিত্র্যায়ণের নীতির মূল কথা হলো বিনিয়োগকারী তার সকল অর্থ শুধু একটি সম্পদে বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করবে। বৈচিত্র্যায়ণের মূল উদ্দেশ্য হলো ঝুঁকি কমানো।
উদ্দীপকে মি. চৌধুরী একজন শেয়ার ব্যবসায়ী। বাজারে দুটি কোম্পানির শেয়ারের মূল্য কমে যাওয়ায় তিনি ঐ দুটি কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করেন। অর্থের যোগান দেয়ার জন্য তিনি তার আগের অনেকগুলো শেয়ার বিক্রি করেন এবং ব্যাংক থেকে ঋণ নেন। কিন্তু তিনি শুধু শেয়ারের বিনিয়োগ করার কারণে এখন ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। কারণ তার ঐ কোম্পানি দুইটির শেয়ারের দাম বাড়ছে না।
মি. চৌধুরী যদি তার সমুদয় অর্থ শুধু ঐ কোম্পানি দুটিতে বিনিয়োগ না করে কিছু অর্থ যদি নির্দিষ্ট আয়সম্পন্ন কোনো খাতে বিনিয়োগ করতেন তাহলে তিনি মুনাফা করতে পারতেন। অর্থাৎ এই কোম্পানিতে ক্ষতি হলেও নির্দিষ্ট আয়সম্পন্ন খাতে বিনিয়োগ করে তিনি আয়কে সমন্বয় করতে পারতেন। এছাড়াও তিনি তার আগের কিছু শেয়ার ধরে রাখতে

পারতেন। সেক্ষেত্রে তার বৈচিত্র্যায়ণের নীতি অনুসরণ করা হতো। সুতরাং বৈচিত্র্যায়ণের নীতি অনুসরণ না করার কারণেই মি. চৌধুরী ক্ষতির সম্মুখীন হন।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ UDA লিমিটেড বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি একই সাথে দেশীয় প্রযুক্তিতে মোবাইল ফোন, ফ্রিজ, টিভি ইত্যাদি তৈরি ও বিক্রয় করে থাকে। তাদের উৎপাদিত টিভি সারা দেশে ব্যাপক চাহিদা সম্পন্ন। তাই কোম্পানির ব্যবস্থাপক টিভি তৈরির খরচ কমিয়ে বিক্রয় বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

[ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ; মেরিন একাডেমী কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. অর্থায়নে সামাজিক দায়বদ্ধতা কী? ১

খ. তারল্য ও মুনাফার নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে অর্থায়নের কোন নীতির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সিদ্ধান্তটি অর্থায়নের কোন লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশে-ষণ করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে সমাজের সকল পক্ষের বিনিয়োগকারী, পাওনাদার, ভোক্তা, সরকার, মালিক ইত্যাদি স্বার্থরক্ষা করে সম্পদ সর্বাধিকরণকে বোঝায়।

খ অর্থায়নের যে নীতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের তারল্য এবং মুনাফার মধ্যে সমন্বয় করা হয় তাকে তারল্য ও মুনাফার নীতি বলে।

তারল্য বলতে প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করার জন্য হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ নগদ অর্থ রাখাকে বোঝায়। আর বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধাকে মুনাফা বলে। অধিক মুনাফার জন্য অধিক বিনিয়োগ প্রয়োজন। আবার অত্যধিক তারল্যের জন্য অধিক নগদ অর্থ প্রয়োজন যা বিনিয়োগ কমিয়ে দেয়। তাই কোম্পানি কি পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখবে আর কি পরিমাণ বিনিয়োগ করবে এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয়। তারল্য ও মুনাফার নীতির অধীনেই এই সমন্বয় সাধন করা হয়।

গ উদ্দীপকে অর্থায়নের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

পোর্টফোলিও নীতি অনুযায়ী কোম্পানি বা বিনিয়োগকারী তার সমুদয় অর্থ একটি মাত্র সম্পদে বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করে এই নীতি অনুসরণ করলে বিনিয়োগের ঝুঁকি কমে।

উদ্দীপকে UDA লিমিটেড বাংলাদেশের একটি শীর্ষ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্নমুখী ব্যবসায় পরিচালনা করে। এর মধ্যে দেশীয় প্রযুক্তিতে মোবাইল ফোন, ফ্রিজ, টিভি ইত্যাদি তৈরি ও বিক্রয় করে থাকে। UDA লিমিটেড মূলত পোর্টফোলিও বৈচিত্রায়নের নীতি অনুযায়ী শুধু একটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেনি। কারণ একটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। ধরা যাক, শুধু মোবাইল ফোনে বিনিয়োগ করলে যদি কোনো কারণে মোবাইল ফোনের চাহিদা কমে যায় তাহলে কোম্পানিটি সার্বিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। পক্ষান্তরে বর্তমান অবস্থায় কোম্পানিটির কোনো নির্দিষ্ট ব্যবসায় খাতে লোকসান হলেও অন্য খাতের মুনাফা দিয়ে তা সমন্বয় করতে পারবে। লাভ না হলেও অন্তত পক্ষে কোম্পানিটি লোকসান ঠেকাতে পারবে। অর্থাৎ কোম্পানিটির বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ থাকার ফলে ঝুঁকি বণ্টিত হয়েছে যা পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ন নীতির প্রতিফলন।

ঘ UDA লিমিটেডর সিদ্ধান্তটি অর্থায়নের মুনাফা সর্বাধিকরণ লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধাকে মুনাফা বলা হয়। আর কোম্পানির উৎপাদন খরচ কমিয়ে বা পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে কোম্পানি মুনাফা সর্বাধিকরণ করতে পারে।

উদ্দীপকে UDA লিমিটেড বাংলাদেশের একটি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি। কোম্পানিটি পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতি অনুসরণ করে বিভিন্ন খাতে যেমন, মোবাইল ফোন, ফ্রিজ, টিভি ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করেছে। কোম্পানিটি এই পণ্যগুলো তৈরি করে এবং বিক্রি করে। তাদের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা দেশব্যাপী ব্যাপক হওয়ায় কোম্পানির ব্যবস্থাপক টিভি তৈরির খরচ কমিয়ে বিক্রয় বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিলে মুনাফা পাওয়া যায়। UDA লিমিটেডের আর্থিক ব্যবস্থাপক বিক্রয় বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ বাড়াবেন। আবার খরচ কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলে কোম্পানির মোট মুনাফা বৃদ্ধি পাবে। কারণ মোট আয় বাড়িয়ে মোট ব্যয় কমিয়ে মুনাফা বৃদ্ধি করা সম্ভব। সুতরাং বলা যায়, ব্যবস্থাপকের সিদ্ধান্ত অর্থায়নের মুনাফা সর্বাধিকরণের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ A ফার্মা লি. এর শেয়ার প্রতি আয় ৪০ টাকা এবং শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ ১০ টাকা। অন্যদিকে B ফার্মা লি.-এর শেয়ার প্রতি আয় ৪৫ টাকা এবং শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ ২০ টাকা। A ফার্মা লি. এর ব্যবস্থাপক ব্যবসায়ের সম্প্রসাণের জন্য লভ্যাংশ নীতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। *[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, খিলগাঁও, ঢাকা]*

ক. ব্যবসায় নৈতিকতা কী? ১

খ. অর্থ ও অর্থায়নের মধ্যে সম্পর্ক কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত A ও B ফার্মা এর লভ্যাংশ বণ্টনের হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলে-খিত কোন প্রতিষ্ঠানটি অর্থায়নের মূল লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে বলে তুমি মনে করো? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের ভালো এবং খারাপ আচরণ নির্ধারণকারী নীতিমালাই হলো ব্যবসায় নৈতিকতা।

খ অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনাই হলো অর্থায়ন।

অর্থকে ব্যবসায়ের জীবনীশক্তি বলা হয়। ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থ কোথা থেকে সংগ্রহ করা হবে এবং কোথায় বিনিয়োগ করা হবে সেটি নির্ধারণ করাই অর্থায়ন। অর্থাৎ অর্থায়ন মূলত অর্থ নিয়েই কাজ করে।

গ কোম্পানি যে হারে নিট মুনাফার অংশ লভ্যাংশ হিসেবে শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে বণ্টন করে সেটিই লভ্যাংশের হার। লভ্যাংশের হার শেয়ার প্রতি আয় (EPS) থেকেও বের করা যায়। কারণ EPS মূলত নিট করপরবর্তী মুনাফাকে মোট শেয়ার সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিয়ে পাওয়া যায়। আবার প্রদত্ত লভ্যাংশকে EPS দিয়ে ভাগ করে আমরা লভ্যাংশের হার নির্ণয় করতে পারি।

সুতরাং, লভ্যাংশের হার $= \frac{\text{প্রদত্ত লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার প্রতি আয়}} \times ১০০$

A ফার্মা লি.-এর লভ্যাংশের হার $= \frac{১০}{৪০} \times ১০০ = ২৫\%$

B ফার্মা লি.-এর লভ্যাংশের হার $\frac{২০}{৪৫} \times ১০০ = ৪৪.৪৪\%$

$\therefore$ A ও B ফার্মা লি.-এর লভ্যাংশ বণ্টনের হার যথাক্রমে ২৫% ও ৪৪.৪৪%।

উত্তর: ২৫% ও ৪৪.৪৪%।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত A ফার্মা লি. অর্থায়নের মূল লক্ষ্য সম্পদ সর্বাধিকরণ অর্জন করতে পারবে বলে আমি মনে করি।

সম্পদ সর্বাধিকরণ বলতে কোম্পানির শেয়ারের বাজার মূল্য সর্বাধিকরণকে বোঝায়।
সম্পদ সর্বাধিকরণ তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যথা: মুনাফা অর্জনের সময়, নগদ প্রবাহ এবং ঝুঁকি।
উদ্দীপকে A ফার্মা মি. কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের ২৫% হারে (গ থেকে প্রাপ্ত) লভ্যাংশ ঘোষণা করে। পক্ষান্তরের B ফার্মা লি. ৪৪.৪৪% হারে (গ থেকে প্রাপ্ত) লভ্যাংশ ঘোষণা করে। আবার A কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপক ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য লভ্যাংশ নীতিকে গুরুত্ব প্রদান করেন। কারণ তিনি ব্যবসায়ের বিনিয়োগ বাড়াতে চান। বর্তমানে তিনি লভ্যাংশ কম দিয়ে হলেও যাতে ভবিষ্যতের নগদ প্রবাহ বাড়ে এ লক্ষ্যে কাজ করতে চান।
এখানে A ফার্মা লি. অর্থায়নের মূল লক্ষ্য সম্পদ সর্বাধিকরণ অর্জন করতে পারবে। কারণ শেয়ারের মূল্য নির্ভর করে কোম্পানি কর্তৃক বিনিয়োগকারীদের নগদ প্রবাহের (লভ্যাংশ) ওপর। A ফার্মা ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য বর্তমানে কম পরিমাণে মুনাফা প্রদান করলেও ভবিষ্যতে এর মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ফলে এর লভাংশের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু A ফার্মা লি.-এর ব্যবস্থাপক লভ্যাংশ নীতিকে গুরুত্ব দেন, তাই ভবিষ্যতে তিনি মুনাফা বা নগদ প্রবাহ বেশি হলে অবশ্যই লভ্যাংশও B ফার্মার চেয়ে বেশি দেবেন। ফলে দীর্ঘমেয়াদে B ফার্মার চেয়ে A ফার্মাই অর্থায়নের মূল লক্ষ্য অর্জনে বেশি সফল হবে।

প্রশ্ন ▶৩৭ মি. 'A' ও মি. 'B' দুইজনই একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে দুটি আলাদা প্রতিষ্ঠানে বড় পদে চাকরি করেন। মি. 'A'-এর প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কর ও শুল্ক থেকে অর্থ সংগৃহীত হয়। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে এর মুখ্য অংশ ব্যয়িত হয়। মি. 'B' যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন সেখানে তহবিল সংগ্রহে নানা বিচার বিবেচনার প্রয়োজন পড়ে। ঝুঁকি থাকায় তহবিল ব্যবস্থাপনায় সতর্ক থাকতে হয়। বড় ধরনের খারাপ করলে প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হতে পারে এ ভয়ও তাকে তাড়িত করে।

[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. তারল্য ও মুনাফা নীতি কী? ১
খ. সম্পদ সর্বাধিকরণ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে 'A' এর প্রতিষ্ঠানে কোন ধরনের অর্থায়নের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. 'B'-এর প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের ধরন তুলনামূলক বিচারে ঝুঁকিপূর্ণ– বক্তব্যের যথার্থতা বিশে-ষণ করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তারল্য ও মুনাফার নীতি বলতে বোঝায় ব্যবসায়ের প্রতিটি আর্থিক সিদ্ধান্ত এমনভাবে গ্রহণ করা উচিত যেন তারল্য এবং মুনাফা উভয়ই বজায় থাকে।

খ সম্পদ সর্বোচ্চকরণ বলতে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধিকরণ বা সর্বাধিকরণকে বোঝায়।
কোনো কোম্পানির শেয়ার মালিকদের সম্পদ পরিমাপ করা হয় শেয়ার মূল্য দ্বারা। কোম্পানির শেয়ারের মূল্য নির্ভর করে এর নগদ প্রবাহের পরিমাণ, সময় এবং ব্যবসায়িক ঝুঁকির ওপর। কোম্পানির নগদ প্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে এবং ঝুঁকি কমলে শেয়ারের মূল্য বাড়ে। ফলে শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ সর্বোচ্চ হয়।

গ উদ্দীপকে মি. A এর প্রতিষ্ঠানে সরকারি অর্থায়নের কথা বলা হয়েছে।
সরকারি অর্থায়ন বলতে সরকারের বার্ষিক ব্যয় কোন কোন খাতে হবে, কি পরিমানে হবে এবং সেই অর্থ কোন কোন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে সেটি নির্ধারণ করাকে বোঝায়। সরকারি অর্থায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সমাজকল্যাণ বা জনকল্যাণ।
উদ্দীপকে মি. 'A' বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে একটি প্রতিষ্ঠানের বড় পদে চাকরি করেন। মি. 'A' এর প্রতিষ্ঠানের অর্থ বিভিন্ন কর ও শুল্ক ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত হয়। আবার এই প্রতিষ্ঠানের আয়ের মুখ্য অংশ ব্যয়িত হয় উন্নয়ন প্রকল্পে। অর্থাৎ মি. 'A' এর প্রতিষ্ঠানটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। কারণ সরকারি প্রতিষ্ঠানের অর্থ সংগৃহীত হয় আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক ইত্যাদি থেকে। আবার এসব প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয় বিধায় এর ব্যয়ের প্রধান খাত হচ্ছে উন্নয়ন প্রকল্প। যেহেতু মি. 'A' এর প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের ধারা সরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ। তাই বলা যায়, মি. 'A' এর প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন সরকারি অর্থায়নের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ মি. 'B' এর প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন হচ্ছে ব্যবসায় অর্থায়ন যা তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ।
ব্যবসায় অর্থায়ন বলতে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থ কোন কোন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে, কোন কোন খাতে বিনিয়োগ করা হবে এবং মুনাফা কীভাবে বণ্টন করা হবে তা নির্ধারণ করাকে বোঝায়। ব্যবসায় অর্থায়ন হলো অন্যান্য অর্থায়নের চেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ।
উদ্দীপকে মি. 'A' এবং মি. 'B' বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা শেষ করে দুইটি প্রতিষ্ঠানের বড় পদে চাকরি করেন। মি. 'A' এর প্রতিষ্ঠানটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এর অর্থায়ন হলো সরকারি অর্থায়ন। পক্ষান্তরে, মি. 'B' যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন তার জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করার প্রয়োজন পড়ে। এই প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন যথেষ্ট পরিমাণে ঝুঁকি বিদ্যমান। প্রতিষ্ঠান খুব বেশি খারাপ করলে দেউলিয়াত্বের ঝুঁকি থেকে যায়। অর্থাৎ মি. 'B' এর প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন হলো ব্যবসায় অর্থায়ন।
অর্থায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বরূপ বা ধরন হলো ব্যবসায় অর্থায়ন। লাভ-ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় বলে অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বিবেচনা করতে হয়। যেমন- মোট মুনাফা থেকে অর্থায়নের খরচ পরিশোধ করার পরও যেন পর্যাপ্ত পরিমাণ মুনাফা অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু মি. 'A' এর প্রতিষ্ঠানটির অর্থায়নে অর্থাৎ সরকারি অর্থায়ন এত কিছু বিবেচনা করতে হয় না অথবা সরকারি অর্থায়নে এত ঝুঁকিরও থাকে না। কারণ সরকারি অর্থায়নে তহবিলের উৎসের কোনো খরচ নেই। আবার সরকারের দেউলিয়া হবার সম্ভাবনাও নেই। পক্ষান্তরে, সঠিকভাবে অর্থায়ন করা না হলে মি. 'B' এর কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। তাই সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, তুলনামূলকভাবে মি. 'B' এর কোম্পানির অর্থায়ন বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৩৮ 'রিফ্রেশ কোম্পানি' সাবান উৎপাদন ও বিপণন করে থাকে। সুনাম বৃদ্ধি ও ব্যবসায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তারা তাদের মোট লাভের ২৫% লভ্যাংশ হিসেবে শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করে থাকে। অপরদিকে 'রিদম কোম্পানি' সাবানের পাশাপাশি শ্যাম্পু, কন্ডিশনার, লিকুইড হ্যান্ডওয়াশ উৎপাদন ও বিপণন করে থাকে। তারা তাদের লাভের ৮০% লভ্যাংশ হিসেবে শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করে থাকে।

ক. ব্যবসায় অর্থায়ন কী? ১
খ. ঝুঁকি ও মুনাফা নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. 'রিদম কোম্পানি ঝুঁকি হ্রাসকরণে কোন নীতি অনুসরণ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলে-খিত প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে কোনটি সম্পদ সর্বাধিকরণ লক্ষ্যটি অর্জনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে? তা যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ ও বিনিয়োগ করার সাথে জড়িত ব্যবস্থাকে ব্যবসায় অর্থায়ন বলে।

খ ঝুঁকি ও মুনাফা নীতি অনুযায়ী কোনো খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি যত বেশি হবে মুনাফার হারও তত বেশি হবে।
বিনিয়োগ থেকে প্রত্যাশিত আয়ের চেয়ে প্রকৃত আয়ের পার্থক্য হবার সম্ভাবনাকেই ঝুঁকি বলে। আর বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধাকে মুনাফা বলে। ঝুঁকি মুনাফার মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ

কোনো বিনিয়োগের ঝুঁকি যত বেশি হবে তার মুনাফাও তত বেশি হবে। এই সংক্রান্ড় অর্থায়নের নীতিটি ঝুঁকি ও মুনাফার নীতি হিসেবে পরিচিত।

গ রিদম কোম্পানি ঝুঁকি হ্রাসকরণে পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতি অনুসরণ করেছে।

পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতি অনুযায়ী কোম্পানিকে বা বিনিয়োগকারী সমুদয় অর্থ একটি সম্পদে বা প্রকল্পে বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করে। এর মাধ্যমে ঝুঁকি বণ্টিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যাশিত আয় কমে যাওয়ার বা লোকসান হবার ঝুঁকি কমে যায়।

উদ্দীপকে রিফ্রেশ কোম্পানি সাবান উৎপাদন ও বিপণন করে থাকে। অপরদিকে রিদম কোম্পানি সাবানের পাশাপাশি শ্যাম্পু, কন্ডিশনার, লিকুইড হ্যান্ডওয়াশ ইত্যাদি উৎপাদন ও বিপণন করে থাকে। রিদম কোম্পানিটি অন্য কোম্পানিটির মত শুধু সাবান উৎপাদন ও বিপণনে তার সব অর্থ বিনিয়োগ করেনি। বরং কোম্পানিটি বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে ঝুঁকি বণ্টন করেছে। অর্থাৎ রিদম কোম্পানির সাবান উৎপাদনের প্রকল্প থেকে লোকসান হলো। এতে কোম্পানিটি তার অন্যান্য প্রকল্প থেকে যে মুনাফা হবে তা দিয়ে সাবানের লোকসানটি পুষিয়ে নিতে পারবেন। পক্ষান্ড়রে, রিফ্রেশ কোম্পানি এরকম কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে না। রিদম কোম্পানির ঝুঁকি কমে গেছে যে কারণে সেটি হলো পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণ। সুতরাং বলা যায়, পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতির অনুসরণ করার মাধ্যমে রিদম কোম্পানি তার ঝুঁকি হ্রাস করেছে।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে রিদম কোম্পানি সম্পদ সর্বাধিকরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সম্পদ সর্বাধিকরণ বলতে কোম্পানির শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি করাকে বোঝায়। আর কোম্পানির মালিক শেয়ারহোল্ডাররা হওয়ায় সম্পদ সর্বাধিকরণ বলতে মূলত শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ বৃদ্ধিকে বোঝায়। শেয়ারহোল্ডাররা কতটুকু ঝুঁকির বিপরীতে কি পরিমাণ নগদ প্রবাহ পাচ্ছে তার উপর নির্ভর করে শেয়ারের মূল্য।

উদ্দীপকে রিফ্রেশ কোম্পানি সাবান উৎপাদন ও বিপণন করে থাকে। সুনাম বৃদ্ধি ও ব্যবসায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তারা তাদের মোট লাভের ২৫% লভ্যাংশ হিসেবে শেয়ারহোল্ডারদের মাঝে বণ্টন করে থাকে। পক্ষান্ড়রে, রিদম কোম্পানি পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতি অনুসরণ করে এবং তাদের লাভের মোট ৮০% শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে বিতরণ করে। রিফ্রেশ কোম্পানির পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণ নেই এবং এর লভ্যাংশের হারও রিদম কোম্পানির চেয়ে অনেক কম।

শেয়ারের বাজারমূল্য নির্ধারণ করার একটি বড় উপায় হলো লভ্যাংশকে বাট্টা করা। ফলে যে কোম্পানি যত বেশি লভ্যাংশ প্রদান করে তার শেয়ারের বাজারমূল্য তত বেশি হয়। কারণ বেশি লভ্যাংশ প্রদান করার ফলে কোম্পানির শেয়ারের চাহিদা বাজারে বেড়ে যায়। রিদম কোম্পানি বেশি লভ্যাংশ প্রদান করায় এর শেয়ারের মূল্য রিফ্রেশ কোম্পানির চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাবে। আবার দীর্ঘমেয়াদেও রিদম কোম্পানি ভাল করবে কারণ এটি পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতি অনুসরণ করে। তাই বলা যায়, কোম্পানি দুটির মধ্যে রিদম কোম্পানি অর্থায়নের মূল লক্ষ্যটি অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶৩৯ নিচে ২টি কোম্পানির তথ্য প্রদান করা হলো:

কোম্পানি	ˆkqvi cÉwZ wjwLZ gfjÅ	1g eQGii ˆkqvi cÉwZ Avq	2q eQGii ˆkqvi cÉwZ Avq	1g eQGii ˆkqvGii evRvi gfjÅ	2q eQGii ˆkqvGii evRvi gfjÅ
জাহিদ	100	20	24	120	120
মৌ	100	19	19	125	135

[শহীদ বীর বিক্রম রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

ক. পারিবারিক অর্থায়ন কী? ১

খ. ঝুঁকি ও মুনাফা নীতি বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে জাহিদ কোম্পানি অর্থায়নের কোন লক্ষ্যটি অর্জন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সম্পদ সর্বাধিকরণের ভিত্তিতে কোন কোম্পানিটি উত্তম? যুক্তিসহ আলোচনা করো। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পারিবারিক অর্থায়ন বলতে পরিবারের আয়ের উৎস ও পরিমাণ নির্ণয় করা এবং সেই আয় কীভাবে ব্যয় করলে পরিবারের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হয় তা নির্ধারণ করাকে বোঝায়।

খ অর্থায়নের যে নীতির আওতার বেশি ঝুঁকির বিপরীতে বেশি মুনাফা আশা করা হয় তাকে ঝুঁকি ও মুনাফার নীতি বলে।

কোনো প্রকল্প থেকে প্রত্যাশিত মুনাফা অনেকাংশে উক্ত প্রকল্পের ঝুঁকির উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ বিনিয়োগকারী বেশি ঝুঁকি গ্রহণ করার বিপরীতে বেশি মুনাফা প্রত্যাশা করেন। এই নীতিটিই অর্থায়নে ঝুঁকি ও মুনাফার নীতি হিসেবে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের আলোকে জাহিদ কোম্পানিটি অর্থায়নের মুনাফা সর্বাধিকরণের লক্ষ্যটি অর্জন করেছে।

কোনো বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত নগদ সুবিধাকে মুনাফা বলে। মুনাফা সর্বাধিকরণ বলতে কোম্পানির অর্জিত মুনাফাকে সর্বোচ্চকরণ বোঝায়। পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করে বা উৎপাদন খরচ কমিয়ে কোম্পানি মুনাফা সর্বাধিকরণ করতে পারে।

উদ্দীপকে জাহিদ এবং মৌ কোম্পানির শেয়ার প্রতি আয় এবং শেয়ারের বাজার মূল্যের মধ্যে তুলনা দেখানো হয়েছে। জাহিদ কোম্পানিটির প্রথম বছরের শেয়ার প্রতি মুনাফার পরিমাণ ২০ টাকা এবং শেয়ারের বাজার মূল্য ১,১২০ টাকা। ২য় বছরে কোম্পানি মুনাফা বৃদ্ধি পেয়ে শেয়ার প্রতি ২৪ টাকা হয়। কিন্তু শেয়ারের বাজার মূল্য ১২০ টাকাই থেকে যায়। তবে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পেলে সেটি সম্পদ সর্বাধিকরণ হতো। কিন্তু শুধু মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বলা যায়, জাহিদ কোম্পানি মুনাফা সর্বাধিকরণের লক্ষ্যটি অর্জন করেছে।

ঘ সম্পদ সর্বাধিকরণের ভিত্তিতে মৌ কোম্পানিটি উত্তম।

কোম্পানির শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি করাকে সম্পদ সর্বাধিকরণ বলে। শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ হিসেবে শেয়ারকে বিবেচনা করা হয়। ফলে কোম্পানির সম্পদ সর্বাধিকরণ বলতে শেয়ার হোল্ডারদের সম্পদ সর্বাধিকরণকে বোঝানো হয়।

উদ্দীপকে জাহিদ কোম্পানিটি ১ম বছরের তুলনায় ২য় বছরে মুনাফা বৃদ্ধি করতে পেরেছে। কিন্তু কোম্পানিটির শেয়ারের বাজার মূল্য ১২০ টাকায় অপরিবর্তিত আছে। অর্থাৎ জহিদ কোম্পানির মুনাফা সর্বাধিকরণ হয়েছে। পক্ষান্ড়রে, মৌ কোম্পানির মুনাফা ১৯ টাকা ছিল এবং ২য় বছরে তা অপরিবর্তিত আছে। কিন্তু কোম্পানিটির শেয়ারের মূল্য ১ম বছর ১২৫ টাকা। দ্বিতীয় বছর তা ১০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৫ টাকা হয়েছে।

মৌ কোম্পানি মূলত মুনাফা সর্বাধিকরণের দিকে দৃষ্টি দেয় নি। বরং কোম্পানিটি তার শেয়ারের মূল্য সর্বাধিক করেছে যা জাহিদ কোম্পানি করতে পারে নি। আর শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি করার অর্থই হলো সম্পদ সর্বাধিকরণ করা। অর্থায়নের মূল লক্ষ্য যেহেতু সম্পদ সর্বাধিকরণ তাই মৌ কোম্পানিটি তা সঠিকভাবে অর্জন করতে পেয়েছে। তাই বলা যায়, সম্পদ সর্বাধিকরণের ভিত্তিতে মৌ কোম্পানিটি উত্তম।

প্রশ্ন ▶৪০ জনাব খালিদ একটা কোম্পানির পরিচালক। কর্মজীবনে দীর্ঘকাল আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংশি-ষ্ট কাজে যুক্ত ছিলেন। কোম্পানির অন্য পরিচালকগণ প্রতিবছর অর্জিত মুনাফার অধিকাংশ লভ্যাংশ হিসেবে নিতে চাইলেও তিনি এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি

চান মুনাফার উলে-খযোগ্য অংশ সঞ্চিতি তহবিলে জমা থাকুক। সবাই তার মতামত গ্রহণ করায় এক পর্যায়ে এসে পরিচালক ও শেয়ারহোল্ডারগণ সবাই খুশি। *[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]*

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণ নীতি কেন গ্রহণ করা হয়? ২

গ. জনাব খালিদের কোম্পানির অন্য পরিচালকগণ অর্থায়নের কোন লক্ষ্য পছন্দ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব খালিদ অর্থায়নের যে লক্ষ্য অর্জন করতে চান তা কতটা যথার্থ মূল্যায়ন করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থের পরিকল্পনা, সংস্থান, সংরক্ষণ, ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্যাবলিকে অর্থায়ন বলে।

খ ব্যবসায়ে ঝুঁকি কমানোর জন্য পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণ নীতি গ্রহণ করা হয়।

পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণ নীতি অনুযায়ী একজন বিনিয়োগকারীকে তার সমুদয় সম্পদ একটি মাত্র সম্পদে বিনিয়োগ না করে বিভিন্ন সম্পদে বিনিয়োগ করতে হয়। এতে কোনো একটি সম্পদে মুনাফা না হলেও অন্য সম্পদের মুনাফা দিয়ে সার্বিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। মূলত ঝুঁকি বৈচিত্র্যায়ণ করার জন্যই পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণ নীতি গ্রহণ করা হয়।

গ জনাব খালিদের কোম্পানির অন্যান্য পরিচালকগণ অর্থায়নের মুনাফা সর্বাধিকরণের লক্ষ্য পছন্দ করেন।

কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বৃদ্ধি করাকে মুনাফা সর্বাধিকরণ বলে। একটি কোম্পানি উৎপাদনের ব্যয় কমিয়ে মুনাফা সর্বাধিকরণ করতে পারে। তবে মুনাফা সর্বাধিকরণের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকায় এটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সার্বিক লক্ষ্য হতে পারে না।

উদ্দীপকে জনাব খালিদ একটি কোম্পানির পরিচালক। তিনি তার কর্মজীবনে দীর্ঘকাল আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। তার বর্তমান কোম্পানির অন্য পরিচালকেরা প্রতিবছর অর্জিত মুনাফার অধিকাংশ লভ্যাংশ হিসেবে নিতে চান। কিন্তু জনাব খালিদ এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। শেয়ারহোল্ডাররা দুইভাবে লাভবান হন। একটি হলো লভ্যাংশের মাধ্যমে অপরটি মূলধনী আয়। মূলধনী আয় বলতে সম্পদ সর্বাধিকরণ বোঝায়। পক্ষান্তরে, পরিচালকগণ লভ্যাংশ হিসেবে অর্জিত মুনাফার অধিকাংশ অংশ পাচ্ছেন মানে তারা মুনাফা সর্বাধিকরণের লক্ষ্য পছন্দ করছেন। কারণ এতে মুনাফা যত বাড়বে শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশের পরিমাণও তত বাড়বে। সুতরাং বলা যায়, অন্য পরিচালকেরা মুনাফা সর্বাধিকরণের লক্ষ্য পছন্দ করছেন।

ঘ জনাব খালিদের অর্থায়নের সম্পদ সর্বাধিকরণের লক্ষ্য অর্জন করতে চাওয়াটা যথার্থ।

সম্পদ সর্বাধিকরণ বলতে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধিকরণ বা সর্বাধিকরণকেই বোঝায়। মুনাফা অর্জনের সময়, নগদ প্রবাহের পরিমাণ এবং ঝুঁকি বিবেচনা করে বলেই সম্পদ সর্বাধিকরণের লক্ষ্যটি অধিক যুক্তিসঙ্গত হিসেবে ধরে নেয়া হয়।

উদ্দীপকে জনাব খালিদ একটি কোম্পানির পরিচালক। তার কোম্পানির অন্য পরিচালকেরা প্রতিবছর অর্জিত মুনাফার অধিকাংশ অর্থ লভ্যাংশ হিসেবে চাইলেও জনাব খালিদ এক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি চান মুনাফার উলে-খযোগ্য পরিমাণ অর্থ সঞ্চিতি তহবিলে জমা থাকুক।

সঞ্চিতি তহবিলের অর্থ থেকে কোম্পানিটি যখন বিনিয়োগ করবে তখন কোম্পানির মূল্য বেড়ে যাবে। ফলে কোম্পানির শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ এর সম্পদ সর্বাধিকরণ হবে। সম্পদ সর্বাধিকরণ অর্থায়নের যথার্থ লক্ষ্য হওয়ায় এবং জনাব খালিদ তা সফলভাবে অনুসরণ করায় কোম্পানিটির পরিচালক এবং শেয়ারহোল্ডাররা সবাই খুশি হন। অর্থাৎ বলা যায়, জনাব খালিদের সম্পদ সর্বাধিকরণের লক্ষ্যটি পুরোপুরি যথার্থ ছিল।

প্রশ্ন ▶৪১ মিজানুর রহমান বি. কম পাশ করে অর্থাভাবে আর পড়াশুনা করতে পারেননি। তিনি তার পরিবারের ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও তার আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে অর্থ ধার করে ঢাকার কাওরান বাজারে একটি কাঠের দোকান পরিচালনা করছেন। ব্যবসায়টি ছোট হলেও তিনি অর্থায়নের সকল নিয়ম যথা অর্থায়ন নীতিমালা, অর্থসংস্থান সিদ্ধান্ত, চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা ও মূলধন বাজেটিং এর মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মেনে চলেন। কাঠের ব্যবসায়ে তীব্র প্রতিযোগিতা থাকায় তিনি কম মুনাফায় কাঠ বিক্রি করে থাকেন। খরিদ্দারদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে তাদের স্থায়ী ক্রেতায় পরিণত করেছে। ক্রমে ক্রমে তার দোকানে বিক্রি বেড়ে যাচ্ছে। এখন তিনি ব্যবসায় সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। *[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ব্যবসায় অর্থায়ন বলতে কী বোঝ? ১

খ. ঝুঁকি বনাম মুনাফা নীতিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মিজানুর রহমান অর্থায়নের সিদ্ধান্তসমূহ কীভাবে মেনে চলে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'সম্পদ সর্বাধিকরণই মিজানুর রহমানের চূড়ান্ত লক্ষ্য– ব্যাখ্যা করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি ব্যবসায় পরিচালনা করতে প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ, অর্থের উৎস এবং বিনিয়োগ খাত নির্ধারণ করাকে ব্যবসায় অর্থায়ন বলে।

খ ঝুঁকি ও মুনাফা নীতি অনুযায়ী কোনো খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি যত বেশি হবে মুনাফার হারও তত বেশি হবে।

বিনিয়োগ থেকে প্রত্যাশিত আয়ের চেয়ে প্রকৃত আয়ের পার্থক্য হবার সম্ভাবনাকেই ঝুঁকি বলে। আর বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধাকে মুনাফা বলে। ঝুঁকি মুনাফার মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ কোনো বিনিয়োগের ঝুঁকি যত বেশি হবে তার মুনাফাও তত বেশি হবে। এই সংক্রান্ত অর্থায়নের নীতিটি ঝুঁকি ও মুনাফার নীতি হিসেবে পরিচিত।

গ মিজানুর রহমান অর্থায়নের সিদ্ধান্তসমূহ (আয় ও ব্যয় সিদ্ধান্ত) সঠিকভাবে মেনে চলেন।

অর্থায়নের আয় সিদ্ধান্ত বলতে বোঝায় তহবিল সংগ্রহ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে একটি উৎসের খরচ এবং অন্যান্য সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ব্যয় সিদ্ধান্ত বলতে বিনিয়োগ সিদ্ধান্তকে বোঝানো হয়। মূলধন বাজেটিংয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল বিনিয়োগ করা হয়। তহবিল বণ্টন করাও ব্যয় সিদ্ধান্তের মধ্যে পড়ে।

উদ্দীপকে মিজানুর রহমান বি.কম পাশ করে অর্থ অভাবে আর পড়াশুনা করতে পারেন নি। তিনি তার পরিবারের ক্ষুদ্র সঞ্চয় এবং আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে অর্থ ধার করে ঢাকার কাওরান বাজারে একটি কাঠের দোকান পরিচালনা করছেন। তিনি তার ব্যবসায়ে অর্থায়নের যাবতীয় নীতিমালা মেনে চলে আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি অর্থায়নের নীতিমালা মেনে আয় সিদ্ধান্ত অর্থাৎ তহবিল সংগ্রহের সিদ্ধান্ত এবং ব্যয় সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। ফলেই মিজানুর রহমানের দোকানের বিক্রয় দিন দিন বাড়ছে। আর্থিক সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে নেয়ার ফলেই মূলত মিজানুর রহমান তার ব্যবসায়ে সফলতা পান।

ঘ মিজানুর রহমান অর্থায়নের সকল সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে মেনে চলেন এবং সম্পদ সর্বাধিকরণ করাই তার মূল লক্ষ্য।

সম্পদ সর্বাধিকরণ বলতে শেয়ারের মূল্য সর্বাধিকরণকে বোঝায়। কোনো কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপকদের সিদ্ধান্ড় নেয়ার সময় কোম্পানির শেয়ারের মূল্য সর্বাধিকরণের কথা বিবেচনায় রাখতে হয় যাতে শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ সর্বাধিকরণ হয়।

উদ্দীপকে মিজানুর রহমান বি. কম পাশ করে তার পরিবারের জমানো অর্থ এবং আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ধার করা অর্থ নিয়ে ঢাকার কাওরান বাজারে একটি কাঠের দোকান পরিচালনা করছেন। তার ব্যবসায়টি ছোট হলেও তিনি অর্থায়নের সকল নিয়ম নীতি মেনে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করেন। অর্থায়নের নীতিমালা, চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা ও মূলধন বাজেটিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ড়সমূহ তিনি সঠিকভাবে গ্রহণ করেন। কাঠের ব্যবসায় তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ হওয়ায় তিনি কম মুনাফায় কাঠ বিক্রি করে থাকেন। এতে তার দোকানের ক্রেতা এবং বিক্রি বেড়েছে। তিনি ব্যবসায় সম্প্রসারণ করার সিদ্ধান্ড় নিয়েছেন।

মিজানুর রহমানের ব্যবসায়ের মুনাফা বৃদ্ধি পেলেও তিনি আসলে সম্পদ সর্বাধিকরণের দিকে নজর দিচ্ছেন। কারণ অর্থায়নের চূড়ান্ড় লক্ষ্য হলো সম্পদ সর্বাধিকরণ করা। আর মিজানুর রহমান অর্থায়নের সমস্ড় নীতিমালা মেনে চলেন। অর্থাৎ তিনি সম্পদ সর্বাধিকরণের লক্ষ্যও মেনে চলছেন। তার লক্ষ্যটি আরো পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় তার ব্যবসায় সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ড় থেকে। এতে তার ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যবসায়ের মূল্য বাড়বে। মিজানুর রহমানের ব্যবসায়টি এক মালিকানা হওয়ায় ব্যবসায়ের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া মানেই তার সম্পদ সর্বাধিক হওয়া। তাই বলা যায়, সম্পদ সর্বাধিকরণই মিজানুর রহমানের চূড়ান্ড় লক্ষ্য।

প্রশ্ন ▶ ৪২ মি. সজীবের এক কোটি টাকা আছে। এই টাকা তিনি কোথাও বিনিয়োগ করতে চান। সে জন্য তিনি নিম্নের দুটি প্রকল্প বিবেচনা করেন:

	প্রত্যাশিত আয়ের হার	সংশি-ষ্ট ঝুঁকির পরিমাণ
প্রকল্প-ক	১২%	৮%
প্রকল্প-খ	১৫%	১২%

[নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]

ক. ব্যবসায় অর্থায়ন কী? ১

খ. অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. সজীবের কোন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা উচিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. সজীব উক্ত প্রকল্প মূল্যায়নে অর্থায়নের কোন নীতি অনুসরণ করবে? বিশে-ষণ করো। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় অর্থায়ন বলতে একটি ব্যবসা পরিচালনা করতে কী পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন, কোন উৎস থেকে তা সংগ্রহ করা হবে এবং কোন কোন খাতে তা বিনিয়োগ করা হবে এ সংক্রান্ড় সিদ্ধান্ড়কে বোঝায়।

খ সমাজের বিভিন্ন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালন করার মধ্য দিয়ে ব্যবসায়ের সম্পদ সর্বাধিকরণকে অর্থায়নের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে।

সমাজের বিভিন্ন পক্ষের (যেমন- শ্রমিক-কর্মচারী, ভোক্তা, সাধারণ মানুষ ইত্যাদি) প্রতি ব্যবসায়ের যে দায়িত্ব সেটিই ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আইনত বাধ্য নয়। তবে দায়িত্ব পালন করলে ব্যবসায়ের সুনাম বৃদ্ধি পায়।

গ ঝুঁকি পরিহারকারী হিসেবে মি. সজীবের প্রকল্প-ক তে বিনিয়োগ করা উচিত।

কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করার সময় উক্ত প্রকল্পের প্রত্যাশিত আয়ের হার এবং সংশি-ষ্ট ঝুঁকির পরিমাণ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও বিনিয়োগকারীর ঝুঁকি সহনশীলতার উপরেও প্রকল্প বাছাই নির্ভর করে।

উদ্দীপকে মি. সজীবের কাছে এক কোটি টাকা আছে। এই টাকা সে কোথাও বিনিয়োগ করতে চায়। এজন্য দুটি প্রকল্পের কথা সে বিবেচনা করছে। প্রকল্প-ক তে প্রত্যাশিত আয়ের হার ১২% এবং প্রকল্প-খ তে ১৫%। প্রত্যাশিত আয়ের দিকে তাকালে মনে হতে পারে যে প্রকল্প-খ তে বিনিয়োগ করা উচিত। কিন্তু ঝুঁকির দিকে নজর দিলে আমরা প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারি। প্রকল্প-ক এর চেয়ে প্রকল্প-খ এর প্রত্যাশিত আয়ের হার (১৫%-১২%) = ৩% বেশি। একই সাথে এর ঝুঁকির হারও (১২%-৮%) = ৪% বেশি। সুতরাং, মি. সজীব যদি ঝুঁকি পরিহারকারী হন তাহলে তার প্রকল্প-ক তে বিনিয়োগ করা উচিত।

ঘ মি. সজীব প্রকল্প মূল্যায়নে অর্থায়নের ঝুঁকি ও মুনাফার নীতি অনুসরণ করবে।

ঝুঁকি ও মুনাফার নীতি অনুযায়ী কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করার সময় ঝুঁকি ও মুনাফা দুইটিই বিবেচনা করা উচিত। ঝুঁকি ও মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক ধনাত্মক হওয়ায় এই নীতি অনুযায়ী কোনো প্রকল্পে ঝুঁকি যত বেশি হবে তার প্রত্যাশিত আয়ের হারও তত বেশি হবে।

উদ্দীপকে মি. সজীবের কাছে এক কোটি টাকা আছে। এই টাকাটি সে কোথাও বিনিয়োগ করতে চায়। এজন্য সে ঝুঁকি ও মুনাফার মানদন্ডে দুইটি প্রকল্পকে বিবেচনা করছে। এর মধ্যে প্রকল্প-ক এর ঝুঁকির পরিমাণ তুলনামূলক কম আবার এর আয়ের হারও তুলনামূলকভাবে কম। সজীবের প্রকল্প-ক তে বিনিয়োগ করা উচিত।

ঝুঁকি ও মুনাফার নীতি অনুযায়ী কোনো প্রকল্পের ঝুঁকির পরিমাণ যত বেশি হবে মুনাফার হারও তত বেশি হতে হবে। এই নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে মি. সজীব প্রকল্পগুলোকে বিবেচনা করবেন। যেমন প্রকল্প-খ তে ঝুঁকির পরিমাণ বেশি হওয়ায় মুনাফার পরিমাণও বেশি। কিন্তু মি. সজীব যদি ঝুঁকি পরিহারকারী হন তাহলে কম প্রত্যাশিত আয়ের হার হলেও তার প্রকল্প-ক তে বিনিয়োগ করা উচিত। আবার তিনি যদি বেশি ঝুঁকি নিতে আগ্রহী হন তাহলে ঝুঁকি ও মুনাফার নীতি অনুযায়ী প্রকল্প-খ তেও তিনি বিনিয়োগ করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ মি. জারিফ উল ইসলাম 'সাহারা' কোম্পানির একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক। তিনি প্রতিষ্ঠানের মোট মূলধনের একটি বড় অংশ নগদ অর্থ, প্রাপ্য বিল, কাঁচামাল এবং অগ্রিম খরচাবলির মাধ্যমে সংগ্রহ করেন এবং এর সাহায্যে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। মি. জারিফ উল ইসলাম অতি মুনাফার আশায় এ সকল সম্পদ প্রয়োজনের তুলনায় কম পরিমাণ সংরক্ষণ করেন এবং অধিক পরিমাণ বিনিয়োগ করেন। সম্প্রতি এ সকল সম্পদ স্বল্পতার সৃষ্টি হয়। এ কারণে তিনি সরবরাহকারীদের কাঁচামালের মূল্য যথাসময়ে পরিশোধ করতে পারেন নি। এতে বাজারে প্রতিষ্ঠানটির সুনাম ক্ষুণ্ন হয়। *[সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ]*

ক. অর্থায়নের সামাজিক দায়িত্ব কী? ১

খ. অর্থায়নের দৃষ্টিতে একটি ফার্মের সম্পদ সর্বাধিকরণ মূল লক্ষ্য হওয়ার কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সম্পদসমূহ কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলে-খিত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মি. জারিফ-উল-ইসলামের অর্থায়নের কোন নীতি অনুসরণ করা উচিত ছিল? আলোচনা করো। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের বিভিন্ন পক্ষের (বিনিয়োগকারী, পাওনাদার, ভোক্তা, সরকার, মালিক) প্রতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বকে অর্থায়নের সামাজিক দায়িত্ব বলে।

খ সম্পদ সর্বাধিকরণ ব্যবসায়ের সম্ভাব্য ঝুঁকি, নগদ প্রবাহ এবং সময় বিবেচনা করে বিধায় অর্থায়নের দৃষ্টিতে এটি ব্যবসায়ের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সম্পদ সর্বাধিকরণ বলতে কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের সম্পদ বা শেয়ারের মূল্য সর্বাধিকরণকে বোঝায়। সম্পদ সর্বাধিকরণ একটি ফার্মের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কারণ সম্পদ সর্বাধিকরণ মুনাফা সর্বাধিকরণের দুর্বলতাগুলো দূর করতে সক্ষম।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সম্পদসমূহ স্বল্পমেয়াদি বা চলতি সম্পদ।

ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কর্মকা⇒ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনকে স্বল্পমেয়াদি বা চলতি মূলধন বলে। চলতি মূলধনের একটি অংশ হচ্ছে চলতি সম্পদ যার মেয়াদ ১ বছর বা তার কম।

উদ্দীপকে মি. জারিফ উল ইসলাম 'সাহারা' কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপক। তিনি তার প্রতিষ্ঠানের মোট মূলধনের একটি বড় অংশ নগদ অর্থ, প্রাপ্য বিল, কাঁচামাল এবং অগ্রিম খরচাবলি ইত্যাদির মাধ্যমে সংগ্রহ করেন। তিনি অধিক মুনাফার আশায় এসকল সম্পদ কম সংরক্ষণ করেন। এ কারণে সম্পদ স্বল্পতার সৃষ্টি হয়। তিনি কাঁচামালের মূল্য যথাসময়ে পরিশোধ করতে পারেন নি। পাওনাদার একটি চলতি দায়। সাধারণত চলতি সম্পদ থেকেই এ দায় মেটানো হয়। উলি-খিত সম্পদমূহের সংকটের কারণে সাহারা কোম্পানি এই দায় পরিশোধ করতে পারে নি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সম্পদসমূহ চলতি বা স্বল্পমেয়াদি সম্পদ।

ঘ উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে মি. জারিফ-উল-ইসলামের তারল্য ও মুনাফার নীতি অনুসরণ করা উচিত।

অর্থায়নের যে নীতি অনুসারে পর্যাপ্ত পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রেখে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে সম্পদ সর্বাধিকরণ করা হয় তাকে তারল্য ও মুনাফার নীতি বলে। এই নীতি অনুযায়ী কোম্পানিকে চলতি দায় পরিশোধ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখতে হয়। আবার মুনাফা করার জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগও করতে হয়। তারল্য ও মুনাফার মধ্যে সর্বোত্তম সমন্বয়ই এ নীতির উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকে সাহারা কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপক কোম্পানির মূলধনের একটি বড় অংশ চলতি সম্পত্তির মাধ্যমে সংগ্রহ করেন। আবার আধিক মুনাফা লাভের আশায় তিনি পর্যাপ্ত নগদ অর্থ হাতে না রেখেই অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ করেছেন। ফলে তার কোম্পানিতে চলতি সম্পদ স্বল্পতার সৃষ্টি হয় এবং তিনি কাঁচামাল সরবরাহকারীদের অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। এতে তার প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়।

তারল্য ও মুনাফার নীতি অনুসরণ করলে মি. জারিফ-উল-ইসলাম তার মোট মূলধনের একটি বড় অংশ চলতি সম্পদ থেকে অর্থায়ন করতেন না। কারণ দীর্ঘমেয়াদি মূলধন দীর্ঘমেয়াদি উৎস থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। আবার তিনি চলতি সম্পদে ঘাটতি রেখে অধিক মুনাফা লাভের আশায় বিনিয়োগ করতেন না। বরং পর্যাপ্ত পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রেখে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতেন। ফলে সরবরাহকারীদের কাঁচামালের মূল্য যথাসময়ে পরিশোধ করতে তার কোনো সমস্যা হতো না। এ থেকে বলা যায়, সমস্যা সমাধানে মি. জারিফ-উল-ইসলামের অর্থায়নের তারল্য ও মুনাফার নীতি অনুসরণ করা উচিত ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ ইউনিলিভার কোম্পানি দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করে আসছে। ভোগ্যপণ্য, কসমেটিক্সসহ বিভিন্ন খাতে তাদের বিনিয়োগ সম্প্রসারণ করেছেন। প্রতিষ্ঠানটি বাজারে পণ্যের চাহিদা পূরণ করে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করে সুনামের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করছে। ফলস্বরূপ ইউনিলিভার কোম্পানির শেয়ারের বাজার মূল্য অভিহিত মূল্যের থেকে অনেক বেশি। *[দিনাজপুর সরকারি কলেজ]*

ক. অর্থায়ন কাকে বলে? ১

খ. কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কী? সংক্ষেপে লেখ। ২

গ. ইউনিলিভার কোম্পানি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থায়নের কোন নীতি অনুসরণ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি তাদের মূল লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে কি না মূল্যায়ন করো। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রয়োজনীয় অর্থের পরিকল্পনা, সংস্থান, ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্যাবলিকে অর্থায়ন বলে।

খ সমাজের বিভিন্ন পক্ষের প্রতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যে দায়িত্ব তাকে ব্যবসায় বা কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে।

সমাজের মানুষের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে মুনাফা অর্জন করা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শেয়ারমালিক, ভোক্তা, শ্রমিক-কর্মচারি, পরিবেশ, ঋণদাতা, সরকার হলো সমাজের অংশ। কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এসকল পক্ষের স্বার্থরক্ষা করে সম্পদ সর্বাধিকরণ করে।

গ ইউনিলিভার কোম্পানি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থায়নের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতি অনুসরণ করেছে।

পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতি অনুযায়ী কোম্পানি একটি সম্পদে বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করে। এর ফলে ঝুঁকি বণ্টিত হয় বা কমে যায়। পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একটি বিনিয়োগের ক্ষতি অন্য বিনিয়োগের লাভ থেকে পুষিয়ে নিতে পারে।

উদ্দীপকে ইউনিলিভার কোম্পানি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি ভোগ্যপণ্য, কসমেটিকসহ বিভিন্ন খাতে তাদের ব্যবসায় সম্প্রসারণ করেছে। ব্যবসায় সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে ইউনিলিভার কোম্পানি মূলত নিশ্চিত করেছে যে, কোনো একটি বিনিয়োগ থেকে কোম্পানির ক্ষতি হলেও এটি যেন সার্বিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। যেমন- কোম্পানির বিনিয়োগ শুধুমাত্র ভোগ্যপণ্যে হলে এবং ভোগ্য পণ্যের কোনো কারণে চাহিদা কমে গেলে কোম্পানিটি সার্বিক ক্ষতির মুখোমুখি হতো। অপরপক্ষে বর্তমান অবস্থায় কোম্পানির বিনিয়োগ বিভিন্ন খাতে হওয়ার ভোগ্যপণ্যে বা অন্য কোনো একটি খাতে ক্ষতি হলেও কোম্পানিটির সার্বিক ক্ষতি হবে না। কারণ লাভজনক প্রকল্পের মুনাফা থেকে এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবে। অর্থাৎ কোম্পানির ক্ষতি হবার যে ঝুঁকি থাকে সেটি বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে বণ্টিত হয়ে যায়। এটিই পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের মূল ধারণা। সুতরাং বলা যায়, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থায়নের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতি অনুসরণ করেছে।

ঘ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি তাদের মূল লক্ষ্য (সম্পদ সর্বাধিকরণ) অর্জন করতে পেরেছে।

অর্থায়নের মূল লক্ষ্য আপাত দৃষ্টিতে মুনাফা সর্বাধিকরণ মনে হলেও আসলে সম্পদ সর্বাধিকারণই মূল লক্ষ্য। সম্পদ সর্বাধিকরণ বলতে শেয়ারের বাজার মূল্য সর্বাধিকরণ বোঝায়। এটি মূলত শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ সর্বাধিকরণ।

উদ্দীপকে ইউনিলিভার কোম্পানি লিমিটেড দীর্ঘদিন যাবত ব্যবসায় বাণিজ্যি পরিচালনা করে আসছে। ভোগ্যপণ্য, কসমেটিকসহ বিভিন্ন পণ্যে কোম্পানিটি তাদের বিনিয়োগ সম্প্রসারণ করেছে পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতি অনুযায়ী। প্রতিষ্ঠানটি বাজারে পণ্যের চাহিদা পূরণ করার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করে সুনামের সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করছে। ফলে ইউনিলিভার কোম্পানির শেয়ারের মূল্য বাজারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোম্পানির মালিক হলো শেয়ারহোল্ডাররা। সম্পদ সর্বাধিকরণ বলতে মূলত শেয়ারহোল্ডাদের সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে শেয়ারের মূল্য সর্বাধিক হওয়া মানেই কোম্পানির সম্পদ সর্বাধিকরণ। ইউনিলিভার কোম্পানির শেয়ারের মূল্য সর্বাধিক হয়েছে বিধায় বলা যায় কোম্পানিটি অর্থায়নের মূল লক্ষ্য সম্পদ সর্বাধিকরণ অর্জন করতে পেরেছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ শামীম গ্রুপ বাংলাদেশের একটি বৃহৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন ধরনের ভোগ্য পণ্য উৎপাদন করে আসছে। ভোক্তারা তাদের গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য পেয়ে অনেক খুশি, যার ফলে প্রতিষ্ঠানটি কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করতে পেরেছে। ফলস্বরূপ শেয়ারবাজারে এই প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দাম অভিহিত মূল্য থেকে অনেক বেশি। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি অর্জিত মুনাফার কিছু অংশ রোহিঙ্গাদের উন্নয়নের জন্য সরকারকে প্রদান করেন কিন্তু এতে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন-বোনাস প্রদানে সমস্যা দেখা দেয়। *[কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড মডেল কলেজ]*

ক. কাম্য মূলধন কাঠামো কী? ১

খ. 'অর্থায়নে মুনাফা ও ঝুঁকির মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান' –তুমি কি একমত? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে শামীম গ্রুপ এ অর্থায়নের কোন লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'শামীম গ্রুপ প্রতিষ্ঠানটি সামাজিক দায়বদ্ধতা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পেরেছে কিনা'? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মূলধন কাঠামোতে মূলধন খরচ সবচেয়ে কম হবে এবং শেয়ারের মূল্য সর্বাধিক হবে তাকে কাম্য মূলধন কাঠামো বলে।

খ অর্থায়নে ঝুঁকি ও মুনাফার মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান– উক্তিটির সাথে আমি একমত নই।

অর্থায়নের ঝুঁকি ও মুনাফার নীতি অনুযায়ী ঝুঁকি ও মুনাফার মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ ঝুঁকির পরিমাণ বেশি হলে কোনো বিনিয়োগকারী বেশি মুনাফা প্রত্যাশা করবে। পক্ষান্তরে ঝুঁকি কম হলে মুনাফাও কম হবে। সুতরাং এই দুইটির মধ্যে ধনাত্মক বা সম্মুখীন সম্পর্ক বিদ্যমান।

গ উদ্দীপকের শামীম গ্রুপ এ অর্থায়নের সম্পদ সর্বাধিকরণের লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

সম্পদ সর্বাধিকরণ বলতে শেয়ারের মূল্য সর্বাধিকরণকে বোঝায়। ফার্মের উদ্দেশ্য সম্পদ সর্বাধিকরণ হওয়া উচিত কারণ এটি ঝুঁকি, সময় এবং নগদ প্রবাহ বিবেচনা করে।

উদ্দীপকে শামীম গ্রুপ একটি বৃহৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন ধরে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করে আসছে। ভোক্তারা কোম্পানির উন্নতমানের পণ্য পেয়ে খুশি, যার কারণে কোম্পানিটি তার কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করতে পেরেছে। কিন্তু মুনাফা অর্জনই শামীম গ্রুপের সর্বোচ্চ সফলতা নয়। কারণ কোম্পানিটি সম্পদ সর্বাধিকরণের লক্ষ্যে ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করে। ফলে কোম্পানিটির শেয়ারের বাজার মূল্য লিখিত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি। আর এ কারণেই কোম্পানিটি তার শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ সর্বাধিকরণে সক্ষম হয়েছে এবং আমরা বলতে পারি শামীম গ্রুপের অর্থায়নের লক্ষ্যে হলো সম্পদ সর্বাধিকরণ।

ঘ শামীম গ্রুপ প্রতিষ্ঠানটি সামাজিক দায়বদ্ধতা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পারে নি।

সমাজের বিভিন্ন পক্ষের প্রতি সমাজের যে দায়িত্ব সেটিই অর্থায়নের সামাজিক দায়িত্ব। সামাজিক দায়িত্ব পালনে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আইনগত কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা নেই। সমাজের বিভিন্ন পক্ষ বলতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদেরও বোঝায়। কারণ তারা প্রতিষ্ঠানে কাজ করলেও তারা সমাজেরই অংশ।

উদ্দীপকে শামীম গ্রুপ একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি শেয়ারের বাজারমূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে এর সম্পদ সর্বাধিকরণের লক্ষ্য অর্জন করেছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি সামাজিক দায়বদ্ধতা বাস্তবায়ন করতে গিয়েও পুরোপুরি করতে পারে নি। রোহিঙ্গাদের উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠানটি অর্জিত মুনাফার কিছু অংশ সরকারকে প্রদান করে। কিন্তু এতে প্রতিষ্ঠানটির কর্মচারীদের বেতন-বোনাস প্রদান করতে অসুবিধা হয়।

শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-বোনাস দেয়া, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা, চাকরির নিরাপত্তা এবং আর্থিক নিশ্চয়তা দেয়া একটি প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে। রোহিঙ্গাদের উন্নয়নের জন্য অর্থ প্রদান করায় শামীম গ্রুপ সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি দিক পূরণ করেছে। কিন্তু শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন প্রদান করতে না পারায় সামাজিক দায়বদ্ধতার অন্যদিক বাস্তবায়িত হয়নি। মূলত শামীম গ্রুপের উচিত ছিল আগে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন ও বোনাস নিশ্চিত করা। সেটি না করায় শামীম গ্রুপ মূলত সামাজিক দায়বদ্ধতা পুরোপুরি পালন করতে পারে নি।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ জেনারেল ইলেকট্রনিক্স এর আর্থিক ব্যবস্থাপক জনাব তামিম বিগত বছর মুনাফার ৬০% শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন করেন। অবণ্টিত মুনাফার একটি অংশ তিনি এ বছর 'X' কোম্পানির জিরো কুপন বন্ড, 'Y' কোম্পানির সাধারণ শেয়ার এবং 'Z' কোম্পানির অগ্রাধিকার শেয়ারে বিনিয়োগ করেন। এছাড়াও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। ফলে পাওনাদারদের পাওনা এবং কর্মচারিদের বেতন পরিশোধ করতে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয় না। এভাবে প্রতিষ্ঠানটি দেউলিয়াত্বের ঝুঁকি হ্রাসের মাধ্যমে এবং মুনাফা বজায় রেখে সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করছে। *[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]*

ক. তহবিল বণ্টন কী? ১

খ. 'মুনাফা একটি অস্পষ্ট ধারণা'- বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে আর্থিক ব্যবস্থাপক কর্তৃক বিভিন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগ অর্থায়নের কোন নীতির সাথে সম্পৃক্ত? নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উলি-খিত প্রতিষ্ঠানটির সফলতার ক্ষেত্রে কোন কোন নীতির ভূমিকা রয়েছে বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তহবিল বণ্টন বলতে অর্জিত মুনাফা থেকে শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ, ঋণদাতাদের সুদ ও সরকারকে কর প্রদান করাকে বোঝায়।

খ মুনাফা ধারণাটি অস্পষ্ট হওয়ায় মুনাফা সর্বাধিকরণ অর্থায়নের মূল লক্ষ্য নয়।

মুনাফা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। করপূর্ব মুনাফা, করপরবর্তী মুনাফা, মোট মুনাফা, নিট মুনাফা, পরিচালন মুনাফা হলো মুনাফার কয়েকটি প্রকার। একটি মুনাফার তাৎপর্য ও প্রভাব অন্যটি হতে ভিন্ন। মুনাফা সর্বাধিকরণ বলতে এদের কোনটিকে সর্বাধিকরণ করাকে বোঝানো হয়েছে স্পষ্ট যা নির্দিষ্ট নয়। তাই মুনাফা সর্বাধিকরণ অস্পষ্ট ধারণা।

গ উদ্দীপকে আর্থিক ব্যবস্থাপক কর্তৃক বিভিন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগ অর্থায়নের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতির সাথে সম্পৃক্ত।

পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতি অনুযায়ী কোম্পানি বা বিনিয়োগকারী তার সমুদয় অর্থ নির্দিষ্ট কোনো একটি সম্পদে বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করে। এর ফলে ঝুঁকি বণ্টিত হয় এবং লোকসান হবার সম্ভাবনা কমে যায়।

উদ্দীপকে জেনারেল ইলেকট্রনিক্স এর আর্থিক ব্যবস্থাপক জনাব তামিম বিগত বছরের মুনাফার ৬০% শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন করেন। বাকি ৪০% মুনাফা তিনি X, Y এবং Z কোম্পানির যথাক্রমে জিরো কুপন বন্ড, সাধারণ শেয়ার এবং অগ্রাধিকার শেয়ারে বিনিয়োগ করেন। এর মাধ্যমে জনাব তামিম সফলভাবে পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণ করতে পেরেছেন। ধরা যাক, X কোম্পানির জিরো কুপন বন্ডে যদি ক্ষতি হয় তাহলে তা অন্য দুটি কোম্পনি থেকে অর্জিত মুনাফা দিয়ে সমন্বয় করা

যাবে। অর্থাৎ তার আয়ের অনিশ্চয়তা তথা ঝুঁকি কমে যাবে। এই ঝুঁকি বণ্টন বা কমানোই পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণ নীতির মূল কথা। সুতরাং বলা যায়, বিভিন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগ পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উলি-খিত প্রতিষ্ঠানটির সফলতার ক্ষেত্রে পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণ নীতি এবং তারল্য ও মুনাফার নীতির ভূমিকা রয়েছে বলে আমি মনে করি।

তারল্য ও মুনাফার নীতি প্রতিষ্ঠানের তারল্য এবং মুনাফার মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় সাধন করে। আর পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণ নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন কোম্পানিতে বা সম্পদে বিনিয়োগের মাধ্যমে ঝুঁকি বণ্টন করা হয়।

উদ্দীপকে জেনারেল ইলেকট্রনিক্সের আর্থিক ব্যবস্থাপক জনাব তামিম কোম্পানির সংরক্ষিত মুনাফা পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুযায়ী তিনটি কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেন। আবার তিনি বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট। ফলে তার কোম্পানিতে পাওনাদারদের পাওনা এবং কর্মচারীর বেতন পরিশোধ করতে কোনো সমস্যা হয় না। যে কারণে কোম্পানিটির দেউলিয়াত্বের ঝুঁকি কম এবং মুনাফা অর্জনের হারও ভাল।

মূলত কোম্পানিটি পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণের মাধ্যমে প্রত্যাশিত আয়ের ঝুঁকি বণ্টন করেছে। আর তারল্য ও মুনাফার নীতি অনুযায়ী কোম্পানিটি পর্যাপ্ত পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রেখে তারপর বিনিয়োগ করে। ফলে কোম্পানিটির দেউলিয়াত্বের ঝুঁকিও কম আবার পর্যাপ্ত বিনিয়োগ থেকে মুনাফার পরিমাণও বেশি। সুতরাং বলা যায়, জেনারেল ইলেকট্রনিক্সের সফলতার ক্ষেত্রে পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যায়ণ এবং তারল্য ও মুনাফা নীতির ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶৪৭ হাবিব যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠানের একটি প্রজেক্ট পান। এজন্য ৫০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। তিনি প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত তহবিল থেকে এ অর্থ সরবরাহ করেন। তিনি মনে করেন, এ খাত থেকে সহজে অর্থের সংস্থান হওয়ায় এখানে আরও বেশি করে অর্থ জমা করা উচিত। *[খুলনা পাবলিক কলেজ]*

ক. শেয়ার কী? ১

খ. রাইট শেয়ার কীভাবে ইস্যু করা হয়? ২

গ. হাবিব কোন উৎস হতে অর্থসংস্থান করেছেন? ৩

ঘ. হাবিবের বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? কেন? ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোম্পানির মোট মূলধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান একককে শেয়ার বলে।

খ যে শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান শেয়ার হোল্ডাররা অগ্রাধিকার পায় তাকে রাইট শেয়ার বলে।

অগ্রাধিকার বলতে বোঝানো হচ্ছে শেয়ারটি কেনার অধিকার। অর্থাৎ কোম্পানি রাইট শেয়ার কেনার জন্য প্রথমে বর্তমান শেয়ার হোল্ডারদের অধিকার প্রদান করে। শেয়ারহোল্ডাররা তাদের অধিকার বাস্ড়বায়ন না করলে অবলেখক শেয়ারসমূহ অন্যত্র বিক্রির ব্যবস্থা করে।

গ হাবিব অভ্যন্ড়রীণ উৎস থেকে অর্থসংস্থান করেছেন।

কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করার জন্য মূলধন সংগ্রহের প্রয়োজন হলে তা দুই ধরনের উৎস থেকে সংগ্রহ করা যায়; যথা- অভ্যন্ড়রীণ উৎস এবং বহিস্থ উৎস। সংরক্ষিত মুনাফা, বিভিন্ন সঞ্চিতি তহবিল ইত্যাদি অভ্যন্ড়রীণ উৎসের উদাহরণ।

উদ্দীপকে হাবিব যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠানের একটি এজেক্ট পান। এজন্য তার ৫০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। তিনি প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত তহবিল থেকে এ অর্থ সরবরাহ করেন। হাবিবের প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত তহবিল হলো মুনাফার সেই অংশ যা শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসেবে বণ্টন করা হয় নি। প্রতিবছর মুনাফার কিছু অংশ সংরক্ষণ করার মধ্যমে এই তহবিল গঠন করা হয়। এই তহবিল থেকে মূলধন সংগ্রহ করার জন্য প্রতিষ্ঠানকে বাইরের কোনো পক্ষের শরণাপন্ন হতে হয় না। শুধু কিছু হিসাবের পরিবর্তন করার মাধ্যমে এই তহবিল থেকে মূলধন নেয়া যায়। একইভাবে হাবিবকে প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে অর্থসংস্থান করতে হয়নি বলে বলা যায়। হাবিব অভ্যন্ড়রীণ উৎস থেকে অর্থসংস্থান করেছেন।

ঘ হাবিবের বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

মুনাফার যে অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসেবে বণ্টন না করে কোম্পানিতে সংরক্ষণ করা হয় তাকে সংরক্ষিত তহবিল বা মুনাফা বলে। ভবিষ্যতে কোনো বিনিয়োগের সুযোগ এলে কোম্পানি যেন সহজে অর্থসংস্থান করতে পারে, এ বিবেচনা থেকেই সংরক্ষিত তহবিল সংরক্ষণ করা হয়।

উদ্দীপকে হাবিব যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রজেক্ট পান। প্রজেক্টটির জন্য ৫০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হলে তিনি প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত তহবিল থেকে অর্থসংস্থান করেন। আর তিনি মনে করেন এই খাত থেকে সহজে অর্থসংস্থান করা যায় বিধায় এখানে আরও বেশি পরিমাণে অর্থ জমা করা উচিত। অর্থাৎ তিনি ভাবছেন, মুনাফার কিঞ্চিত অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করে বাকিটা সংরক্ষিত তহবিলে সংরক্ষণ করে উচিত।

সংরক্ষিত তহবিল থেকে অর্থসংস্থান করা অনেক সহজ। এক্ষেত্রে শুধু কয়েকটি নতুন দাখিলা দিতে হয়। অর্থাৎ সংরক্ষিত তহবিলকে ডেবিট করার মাধ্যমে কমাতে হয় এবং মোট মূলধনকে ক্রেডিট করার মাধ্যমে বাড়িয়ে দিতে হয়। এতে মূলধনের পরিমাণে কোনো পরিবর্তন হয় না। পক্ষান্ড়রে, হাবিব যদি বহিস্থ উৎস থেকে অর্থসংস্থান করতে চাইতেন তাহলে তাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। এক্ষেত্রে অবলেখন ও ইস্যু খরচের পরিমাণও বৃদ্ধি পেত। তাই বলা যায়, সংরক্ষিত তহবিল থেকে অনেক সহজে অর্থসংস্থান করা যায়, এজন্য এই তহবিলে বেশি করে অর্থ জমা করা উচিত।